NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৪ বিপ্লবী অনিল দাস ও অধ্যাপক সমর গুহর প্রয়াণদিবসে শ্রদ্ধার্ঘ্য

জলের সমস্যা, বিধায়কের নেতৃত্বে কুলটিতে ধরণা ও অবরোধ ৬

কলকাতা ১৭ জুন ২০২৪ ২ আষাঢ় ১৪৩১ সোমবার অষ্টাদশ বর্ষ ৮ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 17.6.2024, Vol.18, Issue No. 8 8 Pages, Price 3.00

এক নজরে

হাসিনাকে চিঠি মোদির

নয়াদিল্লি, ১৬ জুন: বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে চিঠি লিখলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। মুসলিমদের পবিত্র ইদ-উল-আধা উৎসবের জন্য হাসিনাকে শুভেচ্ছা জানালেন। চিঠিতে মোদি উল্লেখ করেন, এই উৎসব আমাদের ত্যাগ, সহানুভূতি, ভ্রাতৃত্ববোধের কথা মনে করায়। শান্তিপূর্ণ পৃথিবী গড়তে যা একান্ত প্রয়োজনীয়। একইসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী মোদি বলেন, বহু-সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ হল ইদ-উল-আধা। চিঠিতে হাসিনার সুস্বাস্থ্য কামনা করেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী।

নতুন শিল্প স্থাপনে উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন: সদ্য সমাপ্ত লোকসভা ভোটে আসানসোল-দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলে নিরঙ্কুশ জয় পেয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। গত বৃহস্পতিবার নবান্ন সভাগৃহে মুখ্যমন্ত্রী শিল্পপতিদের সঙ্গে যে বৈঠক করেছিলেন সেখানে ডাক পেয়েছিলেন আসানসোল-দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলের ব্যবসায়ীদের প্রতিনিধিরা। সেখানেই তাঁরা মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ জানান, আসানসোল দুর্গাপুরে বন্ধ শিল্পের জমি ব্যবহারে উদ্যোগী হোক রাজ্য।

বার্ধক্যভাতার সংখ্যা বাড়ছে

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্য সরকার আরও ৫০ হাজার মানুষকে নতুন করে বার্ধক্য ভাতা প্রকল্পের আওতায় নিয়ে আসছে। বর্তমানে পঞ্চায়েত দপ্তরের মাধ্যমে প্রায় ২০ লক্ষ ১৫ হাজার মানুষকে মাসে এক হাজার টাকা করে বার্ধক্য ভাতা দেওয়া হয়। এর সঙ্গে আরও পঞ্চাশ হাজার নতুন উপভোক্তাকে যুক্ত করার কাজ শুরু হচ্ছে বলে ওই দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে। তাঁদের নাম পোর্টালে তোলা শুরু হয়েছে।

আবাস, সমীক্ষা শুরু

নিজস্ব প্রতিবেদন: আবাস যোজনায় বাংলার ১১ লক্ষ মানুষকে বাড়ি তৈরি করে দেওয়া হবে। এজন্য আগামী মাস থেকেই সমীক্ষার কাজ শুরু হবে বলে নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে। লোকসভা নির্বাচনের আগে দু'টি প্রতিশ্রুতি দেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রথমত, ১০০ দিনের কাজের টাকা। দুই, আবাস যোজনার টাকা। এই দুই প্রকল্পই কেন্দ্রের। ফলে, রাজ্য সরকারকে বিপুল পরিমাণ টাকা বাড়তি খরচ করতে হচ্ছে।

দক্ষিণে বর্ষা পিছোচ্ছে

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভ্যাপসা গরমে হাঁসফাঁস কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গ। কিছু জেলায় তাপপ্রবাহের সতর্কতাও জারি। এ দিকে ভারী বৃষ্টিতে ভেসে যাচ্ছে উত্তরবঙ্গ। দক্ষিণবঙ্গবাসীর মনে এখন একটাই প্রশ্ন, বর্ষা কবে আসবে। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, সব ঠিকঠাক চললে আগামী চার থেকে পাঁচ দিনে উত্তরবঙ্গের বাকি অংশ এবং দক্ষিণবঙ্গে প্রবেশ করবে বর্ষা। তার আগে পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গে গরম থাকবে। কিছু অংশে তাপপ্রবাহের পরিস্থিতিও তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে একই সঙ্গে কিছু জেলায় বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি হতে পারে।

বিস্তারিত শহরের পাতায়

বেলঘরিয়া শুটআউটে বিহার যোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন: বারাকপুর এলাকায় বেশিরভাগ অপরাধমূলক কাজকর্মের পিছনে নাম উঠে আসে বিহারের জেলে বন্দি সুবোধ সিংয়ের। শনিবার ভরদুপুরে বেলঘরিয়ার রথতলার কাছে গাড়িতে গুলিচালনার ঘটনাতেও এবার তার যোগ রয়েছে বলেই প্রাথমিকভাবে মনে করছে পুলিশ। আক্রান্ত ব্যবসায়ী অজয় মণ্ডলের অভিযোগ, থানায় তিনি বসে থাকাকালীনই ফোনে তাঁকে হিন্দিতে হুমকি দেওয়া হয়েছে, 'এবার বেঁচে গেলি, কিন্তু তুই বাঁচবি না।' ঘটনার প্রায় ২৪ ঘণ্টা কাটলেও সন্দেহভাজন কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়নি। আটক হয়েছে ২ জন।

দুর্গাপুজো পর্যন্ত রাজ্যে কেন্দ্রীয় বাহিনী রাখার আর্জি শুভেন্দুর

হিংসার বিরুদ্ধে একত্রে লড়ার বার্তা রাজ্যপালের

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভোট পরবর্তী হিংসায় আক্রান্ত বিজেপি কর্মীদের নিয়ে রাজভবনে রাজ্যপাল সিভি আনন্দের সঙ্গে দেখা করলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। রবিবার সন্ধ্যায় রাজভবনের ভিতরে শুভেন্দুকে দেখা যায় আক্রান্ত কর্মীদের ছবি বুকে নিয়ে বসে থাকতে। আক্রান্তদের নামের তালিকা মিলিয়ে শুভেন্দুর সঙ্গে থাকা পুরুষ এবং মহিলাদের ঢোকানো হয় রাজভবনে। তাঁদের উদ্দেশে রাজ্যপাল জানান, মোট ১০২৫টি অভিযোগ পেয়েছেন তিনি। তিনি এই হিংসার শেষ দেখে ছাড়বেন। সাক্ষাতের সময় রাজ্যপাল বাংলাতেই বলেন, 'কলকাতা হাইকোর্ট একটা অর্ডার করেছে। তাতে তারা আশ্চর্য যে, রাজ্যপাল গৃহবন্দি রয়েছেন। কারণ, যাঁদের উপর হিংসা হয়েছে, তাঁরা রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করতে পারেননি।' পাশাপাশি শুভেন্দু তাঁর দলের কর্মীদের উপর হিংসার ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেন রাজ্যপালকে। দুর্গাপুজো পর্যন্ত বাংলায় যাতে কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকে, সেই আর্জি জানান রাজ্যপালকে। পরে রাজভবন থেকে বেরিয়ে শুভেন্দু বলেন, 'রাজ্যপালকে বলেছি বাংলায় গণতন্ত্রের চারটি স্তম্ভই আক্রান্ত। পাঁচ হাজারের বেশি মানুষের রেশন কার্ড নিয়ে নেওয়া হয়েছে। গবাদি পশু পর্যন্ত নিয়ে নেওয়া হয়েছে।' রাজ্যপালের সংযোজন, 'আমরা বাংলাকে হিংসামুক্ত করব। আমি নেতাজির নামে শপথ করে বলছি, রবীন্দ্রনাথ, স্বামী বিবেকানন্দের নামে শপথ করে বলছি, শেষ পর্যন্ত লড়াই করব।' রাজ্যপাল জানান, আক্রান্তরা আমার সঙ্গে দেখা করবে, ততক্ষণ স্বরাষ্ট্র দপ্তরের কেউ দেখা করতে পারবেন না। শনিবার শুভেন্দু কোচবিহারে ভোট পরবর্তী 'হিংসা'য় আক্রান্তদের সঙ্গে দেখা করতে যান। সেখানেই তিনি জানিয়েছিলেন, কলকাতায় ফিরে রবিবার তিনি রাজভবনে যাবেন। শুক্রবার ওই কথাই জানিয়েছেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিংহ। বস্তুত, এর আগে আক্রান্তদের নিয়ে রাজভবন যেতে না পারায় আদালতে গিয়েছিলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা। তখন হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়ে তিনি জানান, অনুমতি থাকার পরেও আক্রান্তদের নিয়ে তাঁকে রাজভবন যেতে বাধা দেয় পুলিশ। শুনানিতে আদালত জানিয়ে দেয়, আবার রাজভবন যেতে চাইলে নতুন করে অনুমতি নিতে হবে শুভেন্দুকে। শনিবার সেই অনুমতিও পান।

ভিলেন খারাপ আবহাওয়া রবিবারও থমকে থাকলো সিকিমের পর্যটকদের উদ্ধারকাজ

গ্যাংটক, ১৬ জুন: সিকিম ঘুরতে গিয়ে আটকে পড়া পর্যটকদের নাজেহাল অবস্থা। খারাপ আবহাওয়ার কারণে রবিবার হেলিকপ্টারে পর্যটকদের নিরাপদ জায়গায় তুলে নিয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়া থমকে গিয়েছে। অবিরাম বৃষ্টির জেরে রাস্তার একাধিক জায়গায় ধস নেমেছে। বিকল্প হিসাবে যে সড়কপথে পর্যটকদের নামিয়ে আনার কথা ভাবা হয়েছিল, তা আপাতত হচ্ছে না। ফলে, আটকে থাকা পর্যটকেরা কখন সমতলে নামবেন, তা এখনও স্পষ্ট নয়।

উত্তর সিকিমে পর্যটকদের উদ্ধারকাজ থমকে গেল। পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী, রবিবার সকাল থেকে হেলিকপ্টারে পর্যটকদের উদ্ধারের পরিকল্পনা থাকলেও খারাপ আবহাওয়ার কারণে তাতে ব্যাঘাত ঘটে। অন্যদিকে, নতুন করে একাধিক জায়গায় ধসের কারণে সড়কপথেও রবিবার পর্যটকদের উদ্ধার করা যায়নি। এখন অপেক্ষা সোমবারের। সোমবার বৃষ্টি কমলে এবং পরিস্থিতির একটু উন্নতি হলে নতুন করে উদ্ধারকাজ আরম্ভ করা হবে। আবহাওয়া ঠিক থাকলে হেলিকপ্টারের মাধ্যমে পর্যটকদের উদ্ধার করা হবে। তবে আবহাওয়া একই রকম খারাপ থাকলে সড়কপথে বিকল্প ব্যবস্থার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। জানা গিয়েছে, সোমবার উত্তর সিকিমের টুং থেকে পাঁচ কিলোমিটারেরও বেশি রাস্তা পায়ে হেঁটে পেরোতে হবে আটকে পড়া পর্যটকদের। টুং থেকে মাঙ্গন পর্যন্ত ধস পেরিয়ে সেখান থেকে পর্যটন সংস্থার গাড়িতে তাঁরা গ্যাংটকের উদ্দেশে রওনা দেবেন।

বস্তুত, আবহাওয়ার কথা ভেবে সোমবারের জন্য যে পরিকল্পনা সাজানো হয়েছে, প্রশাসন ভেবেছিল, রবিবার আবহাওয়া ঠিক থাকলে সেই অনুযায়ীই পর্যটকদের উদ্ধার করে নামিয়ে নিয়ে আসার কাজ করা হবে। কিন্তু রবিবার সকাল থেকে আকাশের মুখে ভার। অবিরাম বৃষ্টি হয়ে চলেছে সিকিমে। পরিস্থিতি এতটাই উদ্বেগজনক যে, সাময়িক ভাবে বন্ধ করে দিতে হয়েছে সিকিমের লাইফলাইন হিসাবে পরিচিত ১০ নম্বর জাতীয় সড়কও।

এলন মাস্কের ইভিএম বিতর্কে মুখ খুলল বিজেপি-কংগ্রেস

নয়াদিল্লি, ১৬ জুন: লোকসভা ভোট মেটার দু'সপ্তাহ পরেও ইভিএম নিয়ে বিতর্ক অব্যাহত রইল। সৌজন্যে টেসলা কর্তা ইলন মাস্কের একটি টুইট। আর এই টুইটকে কেন্দ্র করেই বিতর্কে জড়িয়ে পড়ল শাসক বিজেপি এবং বিরোধী কংগ্রেস এবং সমাজবাদী পার্টি (এসপি)। রবিবার সকালে নিজের এক্স হ্যান্ডলে একটি টুইট করেন মাস্ক। সেখানে এক্স-কর্তা মাস্ক লেখেন, 'আমাদের ইভিএম ত্যাগ করা উচিত। কারণ মানুষ কিংবা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই)-র দ্বারা এটিকে প্রভাবিত (হ্যাক) করার সম্ভাবনা বেশি।' মাস্কের এই পোস্টের প্রেক্ষাপটে রয়েছে অবশ্য উত্তর আমেরিকা মহাদেশের একটি দেশ পুয়ের্তো রিকোয় ভোটপ্রক্রিয়ায় কারচুপির অভিযোগ সংক্রান্ত বিতর্ক। সংবাদ সংস্থা এপির প্রতিবেদন অনুযায়ী, সে দেশে ইভিএমের মাধ্যমে হওয়া ভোটে একশোর বেশি কারচুপি ধরা পড়েছে। পরে নাকি ব্যালটে ভোটগ্রহণের মাধ্যমে সেই অনিয়ম সংশোধন করা হয়। আর এই ঘটনাটির প্রসঙ্গ উল্লেখ করে এবং স্বচ্ছ নির্বাচনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে এক্সে পোস্ট করেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে নির্দল প্রার্থী রবার্ট এফ কেনেডি জুনিয়র। কেনেডির সেই পোস্ট শেয়ার করেই ওই মন্তব্য করেন মাস্ক। কিন্তু মাস্কের ইভিএম-বিরোধী পোস্টের বিরোধিতা করে পাল্টা টুইট করেন বিজেপি নেতা তথা প্রাক্তন ইলেকট্রনিক এবং তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রী রাজীব চন্দ্রশেখর। তাঁর বক্তব্য, মাস্ক সরলীকৃত ধারণার উপরে ভিত্তি করে বক্তব্য রেখেছেন। চন্দ্রশেখরের কথায়, 'একটা সরলীকৃত ধারণা রয়েছে যে, কেউ সুরক্ষিত ডিজিটাল হার্ডওয়্যার বানাতে পারবে না। ভুল। আমেরিকা কিংবা অন্য জায়গায় যে ইন্টারনেট নিয়ন্ত্রিত ভোটিং মেশিনে সাধারণ যন্ত্রাংশ ব্যবহার করা হয়, সেখানে মাস্কের ওই বক্তব্য প্রযোজ্য হতে পারে।' মাস্কের টুইটটি শেয়ার করে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী দাবি করেন, ব্লু টুথ, ইন্টারনেট, ওয়াইফাই কোনও কিছু দিয়েই ইভিএমকে হ্যাক করা যায় না। চন্দ্রশেখরের টুইটের নীচে মাস্কের মন্তব্য, 'যে কোনও কিছুই হ্যাক করা যেতে পারে।' ইভিএমের মাধ্যমে হওয়া ভোটপ্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা নিয়ে আগেও প্রশ্ন তুলেছে দেশের বিরোধী দলগুলি। রবিবার মাস্কের পোস্টের পরেই এই নিয়ে নিজের এক্স হ্যান্ডলে একটি পোস্ট করেন রাহুল গান্ধি। তিনি লেখেন, 'ইভিএম ভারতের ব্ল্যাক বক্স। কেউ সেটিকে পরীক্ষা করে দেখতে পারে না। আমাদের নির্বাচনী প্রক্রিয়া নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রশ্ন উঠেছে।'

উপত্যকার নিরাপত্তায় উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে অমিত শাহ-অজিত ডোভাল

নয়াদিল্লি, ১৬ জুন: পরপর জঙ্গি হামলায় কেঁপে উঠেছে কাশ্মীর। এহেন পরিস্থিতিতে চলতি মাস থেকেই শুরু হচ্ছে অমরনাথ যাত্রা। তৃতীয়বার ক্ষমতায় এসে হঠাৎই যেন কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদি সরকারের মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে কাশ্মীর। সেই কাশ্মীরে সন্ত্রাসদমন নিয়ে রবিবার উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক করলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। ৬ ঘণ্টা ধরে এই বৈঠক চলেছে। কাশ্মীর নিয়ে বেশ কিছু নির্দেশিকা দিয়েছেন তিনি। রবিবার দিল্লিতে আয়োজিত ওই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন জম্মু ও কাশ্মীরের লেফটেন্যান্ট গভর্নর মনোজ সিন্‌হা, জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভাল, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র সচিব অজয় ভল্লা, সেনাপ্রধান জেনারেল মনোজ পাণ্ডে, এবং হবু সেনাপ্রধান উপেন্দ্র দ্বিবেদী, আইবি ডিরেক্টর তপন ডেকা, সিআরপিএফের ডিরেক্টর জেনারেল অনিশ দয়াল সিং, কাশ্মীর পুলিশের ডিজিপি আরআর সোয়াইন এবং অন্যান্য নিরাপত্তা এজেন্সির শীর্ষ আধিকারিকরা। দীর্ঘ ছ-ঘণ্টা ধরে এই উচ্চপর্যায়ের বৈঠক চলে। বিকেলে বৈঠক শেষ হওয়ার পরে জানা যায়, কাশ্মীরের জন্য 'জিরো টেরর প্ল্যান' তৈরি করতে নির্দেশ দিয়েছেন শাহ। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের তরফে জানানো হয়, এরিয়া ডমিনেশন এবং জিরো টেরর প্ল্যানের মাধ্যমে যেভাবে কাশ্মীরে সাফল্য মিলেছে, জম্মুর জন্যও সেইভাবেই কাজ করতে হবে। শাহ আরও বলেছেন, সমস্ত নিরাপত্তারক্ষী সংস্থাগুলোকে এক মিশন ভেবে কাজ করতে হবে যেন দ্রুত সমস্যার মোকাবিলা করা যায়। প্রত্যেক সংস্থার কাজের মধ্যে যেন সামঞ্জস্য থাকে।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কথায়, কাশ্মীরের হামলার ঘটনাকে এখন ছায়াযুদ্ধ বলা যেতে পারে। আগের মতো ষড়যন্ত্র করে আক্রমণ শানাতে পারে না জঙ্গি সংগঠনগুলো। তবে সন্ত্রাসবাদকে সমূলে উৎখাত করাই মোদি সরকারের লক্ষ্য বলে জানিয়েছেন শাহ। অন্যদিকে, আগামী ২৯ জুন থেকে শুরু হচ্ছে অমরনাথ যাত্রা। সূত্রের দাবি, কোনওভাবেই যাতে তীর্থযাত্রীদের কোনওরকম সমস্যায় না পড়তে হয়, নিরাপত্তা আধিকারিকদের সেটা নিশ্চিত করার নির্দেশ দিয়েছেন শাহ।

ছোট অস্ত্রোপচার, হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলেন অভিষেক

নিজস্ব প্রতিবেদন: হাসপাতাল থেকে রবিবার বিকেলেই ছাড়া পেলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ছোট অস্ত্রোপচারের জন্য রবিবার সকালে তাঁকে ভর্তি করানো হয়েছিল কলকাতার বাইপাসের ধারে বেসরকারি হাসপাতালে। সেখানে প্লাস্টিক সার্জনের অধীনে ভর্তি ছিলেন তিনি। সূত্রের খবর, পেটে অস্ত্রোপচার হয়েছে তাঁর। রবিবার দুপুরে হাসপাতালের তরফে একটি মেডিক্যাল বুলেটিন প্রকাশ করা হয়। তাতে জানানো হয়, ছোট অস্ত্রোপচারের পর সব দিক থেকে শারীরিক ভাবে স্থিতিশীল রয়েছেন অভিষেক। কখন তাঁকে ছাড়া হবে, তা যদিও বুলেটিনে জানানো হয়নি। তার ঘণ্টা দুই পরে হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে আসতে দেখা যায় অভিষেককে। গত বুধবার অভিষেক সমাজমাধ্যম এক্স হ্যান্ডলে পোস্ট করে জানিয়েছিলেন, গত বছর এই সময় 'নবজোয়ার যাত্রা' করেছিলেন তিনি। এ বার চিকিৎসার জন্য সংগঠন থেকে 'ছোট বিরতি' নিচ্ছেন।

এনসিইআরটি-র পাঠ্যপুস্তকে বদলে গেল অযোধ্যার ইতিহাস

নয়াদিল্লি, ১৬ জুন: দ্বাদশ শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকে বদলে গেল অযোধ্যার ইতিহাস। এখন যেখানে অযোধ্যার রামমন্দির, সেখানে আগে কী ছিল? উত্তর বাবরি মসজিদ নয়। চলতি সপ্তাহেই বাজারে এসেছে 'ন্যাশনাল কারিকুলাম ফর এডুকেশনাল রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিং' অর্থাৎ, এনসিইআরটি-র নতুন সংশোধিত পাঠ্যপুস্তক। আর এরপরই তৈরি হয়েছে বিতর্ক। দ্বাদশ শ্রেণির রাষ্ট্রবিজ্ঞান বই থেকে মুছে ফেলা হয়েছে বাবরি মসজিদের নাম। অযোধ্যা আন্দোলন নিয়ে যেখানে চার পৃষ্ঠার লেখা ছিল, তা কমিয়ে দুই পৃষ্ঠায় নামিয়ে আনা হয়েছে। মসজিদ ভাঙার অংশটা পুরোই বাদ দেওয়া হয়েছে। এই সংশোধনের মাধ্যমে পাঠ্যক্রমের গৈরিকিকরণ করার চেষ্টা করা হচ্ছে বলে দাবি উঠেছে শিক্ষা জগতের একাংশ থেকে। এমনকি পাঠ্যপুস্তক থেকে বাদ পড়েছে গুজরাত হিংসার কথাও। যদিও এনসিইআরটিইর বক্তব্য, এই সবই করা হয়েছে পড়ুয়াদের সামনে ইতিহাসের ইতিবাচক বিষয়টি তুলে ধরার জন্য। সাম্প্রদায়িক অশান্তির কথা দেশের ভবিষ্যতকে জানানোর প্রয়োজন নেই বলেই মনে করছে তারা।

এনসিইআরটি-র নতুন পাঠ্যপুস্তক বলছে, 'সেখানে ছিল তিনটি গম্বুজওয়ালা এক স্থাপত্য। যা ১৫২৮ সালে তৈরি করা হয়েছিল রামের জন্মস্থলে। যার দেওয়াল জুড়ে ছিল হিন্দু ধর্মের প্রতীক এবং হিন্দু পুরাণের নিদর্শনের ছড়াছড়ি।'

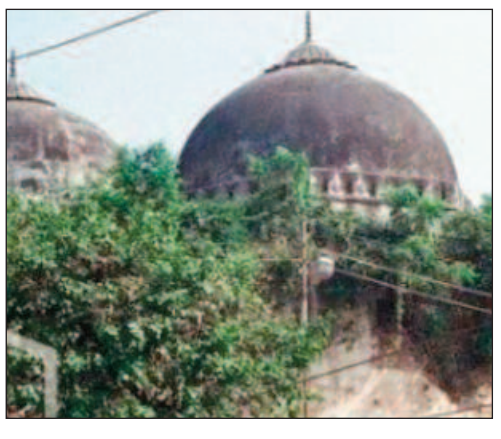

গত সপ্তাহেই প্রকাশিত হয়েছে এনসিইআরটি (ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ এডুকেশনাল রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিং)-এর দ্বাদশ শ্রেণির এই সংশোধিত পাঠ্যপুস্তিকা। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পাঠ্যবইয়ে চোখে পড়ার মতো সংশোধনী আনা হয়েছে অযোধ্যার অধ্যায়ে। পুরনো বইয়ে অযোধ্যার ইতিহাসের যে বিবরণ ছিল চার পাতাজুড়ে, নতুন বইয়ে তা শেষ করে দেওয়া হয়েছে দু'পাতাতেই। বাদ গিয়েছে বাবরি মসজিদ নাম। এবং আরও অনেক কিছু। তাদের নতুন সংশোধিত অযোধ্যার ইতিহাসে বাদ দেওয়া হয়েছে, বিজেপির সোমনাথ থেকে অযোধ্যা রথযাত্রার কথা, বাবরি ধ্বংসে করসেবকদের ভূমিকা, সাম্প্রদায়িক অশান্তি, তৎকালীন বিজেপিশাসিত রাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হওয়া এমনকি, বিজেপি সরকারের অনুশোচনামূলক বিবৃতিও। এর কোনওটিরই উল্লেখ নেই নতুন বইয়ে। বদলে লেখা হয়েছে, ১৯৮৬ সালে ওই তিন গম্বুজ বিশিষ্ট স্থাপত্যের তালা খোলার পর যখন সেখানে কিছু মানুষকে প্রার্থনার অনুমতি দেয় ফৈজাবাদ আদালত, তখন হিন্দুরা অবহেলিত বোধ করেছিলেন। বইয়ে লেখা হয়েছে, 'হিন্দুরা মনে করেছিলেন, রাম জন্মভূমি এবং ভগবান শ্রীরামকে নিয়ে তাঁদের আবেগকে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। অন্য দিকে মুসলিম সম্প্রদায় চেয়েছিল ওই স্থাপত্যের উপর তাঁদের অধিকার কায়েম করতে।' এনসিইআরটির পাঠ্যক্রম মেনে চলে সিবিএসই বোর্ড। আইসিএসই এবং আইএসই বোর্ডও কোনও কোনও ক্ষেত্রে এই পাঠ্যক্রম অনুসরণ করে চলে। এই দুই বোর্ডের পড়ুয়াদের জন্যই নির্ধারিত দ্বাদশ শ্রেণির রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পাঠ্যক্রমে অযোধ্যার অধ্যায়ে ফলাও করে লেখা হয়েছে ২০১৯ সালের ৯ নভেম্বর সুপ্রিম কোর্টের পাঁচ বিচারপতির বেঞ্চের রায়ের কথা। অথচ পুরনো বইয়ে যেখানে বাবরি মসজিদ ধ্বংসের জন্য ১৯৯২ সালে তৎকালীন উত্তরপ্রদেশের বিজেপি মুখ্যমন্ত্রী কল্যাণ সিংয়ের সরকারকে আদালতের ভর্ৎসনার কথা লেখা ছিল, তা বাদ দেওয়া হয়েছে। বাদ দেওয়া হয়েছে দু'টি সংবাদপত্রের ছবিও। যার একটির শিরোনামে লেখা ছিল, 'বাবরি মসজিদ ধ্বংসের জন্য কল্যাণ-সরকারকে বরখাস্ত করা হল'। অন্যটির শিরোনামে ছিল বাজপেয়ীর বক্তব্য। যেখানে তিনি বলছেন, 'অযোধ্যা হল বিজেপির সবচেয়ে বড় ভুল'।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ১৪/০৬/২০২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ৩৬২৩ নং এফিডেভিট বলে Shirsendu Das ও Sirsendu Das S/o. Shishir Das R/o. Nandipara Vivekananda Road, Opposite CRP Quarter, Hooghly, Chinsurah, Hooghly-712103 সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি ।

নাম-পদবী

গত ১৫/০৫/২০২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী, কোর্টে ৩৯ নং এফিডেভিট বলে আমি Pratima Maity D/o. Nilkantha Das নাম ও ধর্ম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Khukumani Bhangi নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি হিন্দু ধর্ম হইতে মুসলিম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছি।

নাম-পদবী

নাম-পদবি পরিবর্তন

আমার আসল নাম ''সুচিত্রা রায় প্রামানিক'', স্বামী-অমিত প্রামানিক, পিতা-শঙ্কর রায়, মাতা-সরলাবালা রায়, সাং-রাতুলিয়া মেদিনীপুর, পোষ্ট-রাতুলিয়া, থানা-পাঁশকুড়া, পিন-৭২১১৩৯। আমার পাসপোর্টে ভুলবশতঃ আমার নাম ''সুচিত্রা প্রামানিক'', মাতা-সরলাবালা রায় ছাপা হয়েছে। আমি মহামান্য সাব ডিভিশনাল এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট (১ম শ্রেনী) আদালত তমলুক, পূর্ব মেদিনীপুর-এর এফিডেভিট নং-২৩০২/ ২৪, তাং-০৫.০৬.২০২৪ বলে এতদ্বারা ঘোষনা করিতেছি যে ''সুচিত্রা রায় প্রামানিক'' ও ''সুচিত্রা প্রামানিক'' এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

LEGAL NOTICE

My Client:- **Sri Biswajit Das**,
Residing at - 19/5 Rabindra Sarani, Dum Dum Cantt. P.O.- Rabindra Nagar, Kolkata -700055
This is to inform all concern/ general public/ individual that my client intended to buy/ purchase the landed property of **SRI BHUPENDRA MALIK, S/O SHARBESHWAR MALIK, SRI GADAI ADAK S/O BADAL ADAK, SRI TARAPADA GHOSH S/O BASANTA KUMAR GHOSH, SRI ANANTA ADAK S/O BADAL ADAK** which are morefully described in the schedule below in accordance with the market price. If anybody / any concern / any individual /individuals/ banks have any objection in this respect what so ever and what so manner, then immediately informed me by WRITING immediately within 7 days from the publication of this NOTICE. After the expiry of the stipulated time limit it will be presumed that NONE have any objection in this respect.

SCHEDULE OF THE PROPERTY

Dist - Hooghly, Block- Polba Dadpur, P.S.- Polba, Mouza - Purusottam Bati, J.L. No. 70, Classification of Land - Suna, L.R and R.S Dag no. -559, L.R. Kh no.-171, Measuring about - 0.19 acre. Land in the name of Bhupendra Malik, S/O Sharbeshwar Malik; Suna, L.R and R.S Dag no. -558, L.R. Kh no.-55, Measuring about -0.38 acre. Land in the name of Gadai Adak, S/O Badal Adak; Suna, L.R and R.S Dag no. -562, L.R. Kh no.-301, Measuring about -0.12 acre. Land in the name of Tarapada Ghosh S/O Basanta Kumar Ghosh; Suna, L.R and R.S Dag no. -564, L.R. Kh no.-10, Measuring about - 0.25 acre. Land in the name of Ananta Adak S/O Badal Adak; Suna, L.R and R.S Dag no. -551, L.R. Kh no.-55, Measuring about -0.11 acre. Land in the name of Gadai Adak, S/O Badal Adak; Suna, L.R and R.S Dag no. -503, L.R. Kh no.-55, Measuring about - 0.21 acre. Land in the name of Gadai Adak, S/O Badal Adak

Amit Kumar Dutta
Advocate, Klana Court

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

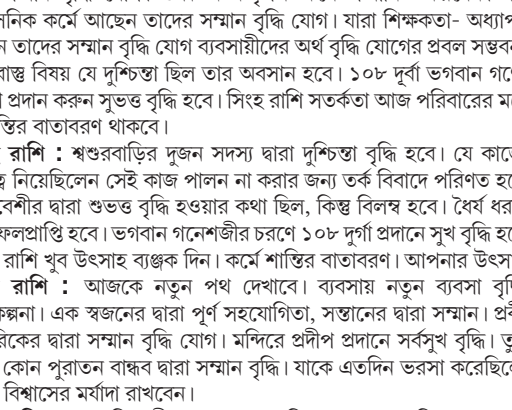

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১৭ ই জুন। ২ রা আষাঢ়। সোমবার। একাদশী তিথি। জন্মে তুলা রাশি। অষ্টোত্তরী বুধের মহাদশা কাল ও বিংশত্তরী মঙ্গল র মহাদশা কাল। মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে দিনটি কাটাতে হবে। ধৈর্য ধরে, বুদ্ধির দ্বারা, দিনটি অতিবাহিত করতে হবে। বৈবাহিক জীবনে খুব ছোট ঘটনাকে কেন্দ্র করে, পরিবারে কলহ বিবাদ বৃদ্ধি। অনাত্মীয় এক বন্ধুর দ্বারা, বিশেষ ক্ষতির সম্ভাবনা। অন্যের যুক্তিকে মানার আগে একবার নিজেও যুক্তি প্রয়োগ করুন শুভ হবে। দেবী তারার ১০৮ নাম বলুন শুভ হবে।

বৃষ রাশি : ব্যবসায় নতুন পথের সম্ভাবনা কর্মে শান্তির বাতাবরণ। যে কাজের জন্য এতদিন বসেছিলেন, সেই কাজের নতুন পথের সম্ভাবনা। বান্ধবের দ্বারা উপকার। অনাত্মীয় বন্ধু দ্বারা উপকার। প্রতিবেশী স্বজনের দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। পুরাতন এক বান্ধবীর ফোন কল ফ্যাক্স- ই-মেইল দ্বারা বিশেষভাবে উপকৃত হবেন।আজ ভগবান দেবদেব মহাদেবের চরণে ১০৮ বিল্বপত্র প্রদানে সুখবৃদ্ধী।

মিথুন রাশি : তৃতীয় ব্যক্তির গুপ্ত ষড়যন্ত্র থেকে সতর্ক থাকতে হবে। কর্মে অশুভ বাতাবরণ আছে। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আপনাকে যে দায়িত্ব দিয়েছেন তা প্রতিপালন করা দরকার। একসঙ্গে একসাথে অনেক কাজের দায়িত্ব চেপে আসলে মানসিক অসুস্থতা বোধ করবেন। ধৈর্য ধারে চলতে হবে, নিশ্চয়ই সম্মান বৃদ্ধি হবে।মা দুর্গাদেবী চরণে ১০৮ রঙিন পুষ্প প্রদানে সুখবৃদ্ধি হবে।

কর্কট রাশি : বন্ধু বান্ধবের দ্বারা উপকার পাওয়া যাবে। যে কাজটি শেষ হলো তার সম্মান বৃদ্ধি যোগ। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্মে সম্মানিত করবেন। যারা প্রশাসনিক কর্মে আছেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। যারা শিক্ষকতা- অধ্যাপনা করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ ব্যবসায়ীদের অর্থ বৃদ্ধি যোগের প্রবল সম্ভবনা। গৃহ-বাস্তু বিষয় যে দুশ্চিন্তা ছিল তার অবসান হবে। ১০৮ দূর্বা ভগবান গণেশ চরণে প্রদান করুন সুভত্ত বৃদ্ধি হবে। সিংহ রাশি সতর্কতা আজ পরিবারের মধ্যে অশান্তির বাতাবরণ থাকবে।

সিংহ রাশি : শ্বশুরবাড়ির দুজন সদস্য দ্বারা দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। যে কাজের দায়িত্ব নিয়েছিলেন সেই কাজ পালন না করার জন্য তর্ক বিবাদে পরিণত হবে। প্রতিবেশীর দ্বারা শুভত্ত বৃদ্ধি হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু বিলম্ব হবে। ধৈর্য ধরলে শুভ ফলপ্রাপ্তি হবে। ভগবান গনেশজীর চরণে ১০৮ দুর্গা প্রদানে সুখ বৃদ্ধি হবে। কন্যা রাশি খুব উৎসাহ ব্যঞ্জক দিন। কর্মে শান্তির বাতাবরণ। আপনার উৎসাহ

কন্যা রাশি : আজকে নতুন পথ দেখাবে। ব্যবসায় নতুন ব্যবসা বৃদ্ধির পরিকল্পনা। এক স্বজনের দ্বারা পূর্ণ সহযোগিতা, সন্তানের দ্বারা সম্মান। প্রবীণ নাগরিকের দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। মন্দিরে প্রদীপ প্রদানে সর্বসুখ বৃদ্ধি। তুলা রাশি কোন পুরাতন বান্ধব দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। যাকে এতদিন ভরসা করেছিলেন তিনি বিশ্বাসের মর্যাদা রাখবেন।

তুলা রাশি : এক প্রতিবেশীর দারা শুভত্ত বৃদ্ধি হবে।ব্যবসা বৃদ্ধির নতুন পথ। তঅর্থ বৃদ্ধির সম্ভাবনা প্রবল। যারা অলংকার শিল্পে আছেন, যারা তরল পদার্থের ব্যবসা করেন। শ্বশুরবাড়ির একজন প্রবীন সদস্য দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। আজ মন্দিরে প্রদীপ প্রজ্জালনে সুখ-বৃদ্ধি নিশ্চিত।

বৃশ্চিক রাশি : একটু ধৈর্য ধরে অন্যের কথা শুনে, নিজের মতামত প্রকাশ করলে, শান্তির বাতাবরণ। বিবাহিত দাম্পত্য জীবনে সুখ থাকলেও, অশান্তির কালো মেঘও থাকবে। পরিবারে সন্তানের কারণে সাময়িক দুশ্চিন্তা থাকবে। গৃহ শিক্ষকের কারণে সাময়িক চিন্তা থাকবে। এক অনাত্মীয় দ্বারা ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি হবে। ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা ছিল একটু বাধাগ্রস্থ হবে। ধৈর্য রাখলে শুভ হবে। দেবী মা বগলা ১০৮ হলুদ পুষ্প নিবেদনে সুখবৃদ্ধি নিশ্চিত।

ধনু রাশি : তর্ক-বিতর্কের সম্ভাবনা। যারা চিকিৎসক, যারা অধ্যাপনা করেন, আজকের দিনটি তারা সতর্ক থাকলে শুভত্ত বৃদ্ধি হবে। পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ থাকলেও সুখ প্রাপ্তি হবে। সন্তানের দ্বারা কিছু দুশ্চিন্তাবৃদ্ধি হবে, বিদ্যালয়ে এবং কোন ইনস্টিটিউশন এর প্রধানের সঙ্গে তর্কবিতর্ক সম্ভাবনা প্রবল। যানবাহন সাবধানে চালানো ভালো, ধৈর্য রেখে ঠান্ডা মাথায় রাস্তায় বের হওয়া ভালো। দেবী দুর্গার চরণে হলুদ পুষ্প প্রদানে বাধা কাটবে।

মকর রাশি : প্রবীণ নাগরিকের দ্বারা উপকার হবে পরিবারে। সন্তানের সাথে শুভ সমঝোতা। শান্তির বাতাবরণ পরিবারে। এক অনাত্মীয় দ্বারা উপকার সাধিত হবে। পরিবারে যে পুজো দীর্ঘদিন হয়ে এসেছে, তা বন্ধ থাকার কারণে কিছু অশুভ যোগ আছে, সেই পুজোটিকে আবার শুভারম্ভ করতে হবে। দেবী দুর্গা চরণে ১০৮ বিশ্বপত্র প্রদানে শুভ।

কুম্ভ রাশি : দূরে থাকা নিকট আত্মীয় দ্বারা সুখবৃদ্ধি। ফোন কল, ফ্যাক্স, ইমেইল দ্বারা শুভ সংবাদ প্রাপ্তি। আনন্দ বৃদ্ধি। পরিবারে যারা অসুস্থতায় হসপিটালে বা চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয়েছিলেন, আজ সুস্থতার পূর্ণ লক্ষণ। যারা প্রশাসনিক কর্মে আছেন, তাদের শুভ। বাণিজ্যে নতুন পথের সুযোগ তৈরি হবে। কর্মে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দ্বারা সম্মান প্রাপ্তির দিন। ১০৮ বিল্বপত্র মা দুর্গার চরণে দিলে শুভ প্রাপ্তি হবে।

মীন রাশি : পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। ছাত্রছাত্রী যারা উচ্চবিদ্যা যোগে অধ্যায়ন করেন, তাদের সুযোগ বৃদ্ধি, ছাত্র-ছাত্রী যারা নিম্নবিদ্যা যোগে পড়াশোনা করেন, তাদের গৃহ শিক্ষকের সহায়তা দ্বারা আজ বড় সাফল্য অপেক্ষা করছে। ব্যবসায়ীদের আজ একটি বড় চুক্তি হওয়ার সম্ভাবনা। জমি বাড়ি কৃষি জমি বিষয় শুভ। প্রবীন নাগরিকের বুদ্ধির দ্বারা কোন জটিল সমস্যা মুক্তির পথ দেখা যাবে। আজ মন্দিরে গিয়ে সাতটি প্রদীপ জ্বালান, আপনার নাম গোত্র বলে শুভ হব।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

হুগলিতে হারের বুথভিত্তিক পর্যালোচনা শুরু সিপিএমে

নিজস্ব প্রতিবেদন: মিটিং-মিছিল, পথসভায় ভিড় অনেক ক্ষেত্রে বাম আমলকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল। মানুষের 'উৎসাহ' দেখে রাজ্যের অন্যান্য এলাকার মতো হুগলিতেও লোকসভা নির্বাচনে 'ভাল কিছু'র প্রত্যাশা ছিল সিপিএমের। তা পূরণ হয়নি। তবে, মোটের উপর ভোট বেড়েছে। শ্রীরামপুর লোকসভায় অন্তত 'সম্মানজনক' দ্বিতীয় স্থান আশা করেছিল তারা। কিন্তু তৃতীয় হয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে। কেন মানুষ মুখ ফিরিয়েই রইলেন, তা নিয়ে অন্য জেলার মতো হুগলিতেও ভোটের ফলের বুথভিত্তিক কাটাছেঁড়া শুরু করেছে সিপিএম।

জেলা সিপিএম সূত্রের খবর, বুথ কমিটি থেকে জেলার মোট ৪২টি এরিয়া কমিটির কাছে রিপোর্ট যাবে। এরিয়া কমিটিগুলি তা পর্যালোচনা করে জেলা নেতৃত্বের কাছে পাঠাবে। জেলা নেতৃত্ব চূড়ান্ত রিপোর্ট তৈরি করে রাজ্য কমিটির কাছে পাঠাবে। জেলা কমিটির কাছে রিপোর্ট পৌঁছনোর জন্য ভোটের ফল প্রকাশের দিন থেকে এক মাসের সময়সীমা স্থির হয়েছে। গণনা হয়েছিল গত ৪ জুন। চলতি মাসেই সিপিএমের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব ফলাফলের ময়নাতদন্তে বসবেন।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা-উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সবাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৮৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২

শ্যাম কমিউনিকেশন, দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

মানসী অ্যাড এজেন্সি, শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা,
ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১
মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬

মুর্শিদাবাদ

পি' অ্যাডস্ সলিউশন, অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।

বীরভূম

সংবাদ সারাদিন, মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।

মিডিয়া হাউস, প্রঃ- পরিতোষ দাস, কীর্ণাহার স্টেশন রোড, থানা- নানুর, বীরভূম। মোঃ ৯৪৩৪৩৪৮৮১৯, ৯১৫৩০৬০২০৯।

লক্ষ্মী অনুষ্ঠান ভবন, প্রযত্নে দীপক কুমার মণ্ডল, নতুন বাসস্ট্যান্ড, রামপুরহাট, বীরভূম। মোঃ ৯৯৩৩০০২৭৩১/ ৯৩৩৩৩১২৬৭১।

পুরুলিয়া

অরিজিৎ সেন, চকবাজার, কাপড়গলি, বনমালি সেন লেন, পুরুলিয়া-৭২৩১০১, মোঃ ৯৮৫১১৯৮১৬০।

হাওড়ার ধুলাগড় থেকে উদ্ধার হল বিপুল পরিমাণে গাঁজা, গ্রেফতার দুই

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: শনিবার ১৫ জুন গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বিপুল পরিমাণে গাঁজা উদ্ধার হল। কলকাতা স্পেশাল টাস্ক ফোর্সের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী হাওড়ার সাঁকরাইল থানার আধিকারিকরা একটি বিশেষ অভিযান চালিয়ে এই বিপুল পরিমাণের গাঁজা উদ্ধার করে। একটি ছোট টাটার গাড়ি করে এই বিপুল গাঁজা নিয়ে ধুলাগড়ি টোল প্লাজা পেরোনোর সময় পুলিশ গাড়িটিকে আটক করে। ঘটনায় কোচবিহারের দিনহাটার বাসিন্দা গাড়ির চালক নবী হাসান (২৩), বাঁকড়া বাজার এলাকার বাসিন্দা খ ালাসি বাবলু আলম (৪২)কে আটক করে। গাড়িটিকেও বাজেয়াপ্ত করা হয়। গাড়ির নিবন্ধিকরণ সূচি থেকে

গাড়ির মালিকের খোঁজ চালাচ্ছে থানার আধিকারিকরা। ঘটনার রাতে গাড়িটিকে তল্লাশি করে ২০ টি বড় ব্যাগ ভর্তি গাঁজা উদ্ধার হয়। ওই ব্যাগগুলো গাড়ির মধ্যে একটি বিশেষভাবে তৈরি কুটুরির মধ্যে লুকানো অবস্থায় রাখা ছিল।

উদ্ধার হওয়া গাঁজার পরিমান ৫১৬.১০ কেজি, যার আনুমানিক বাজার মূল্য ৭৫ লক্ষ টাকা বলেই পুলিশ সূত্রে খবর। গাড়িটি কোথা থেকে আসছিল ও কোথায় যাচ্ছিল তার খোঁজ নিতে ইতিমধ্যেই গাড়ির চালক ও খালাশীকে গ্রেফতার করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করা হয়েছে। এর সঙ্গে আন্তঃরাজ্য বা আন্তর্জাতিক মাদক চক্রের যোগাযোগ আছে কিনা তারও তদন্ত করে দেখছে পুলিশ। ধৃতদের বিরুদ্ধে মাদক চোরাচালান আইনের বিশেষ ধারাতে ইতিমধ্যেই মামলা দায়ের করেছে তদন্তকারী আধিকারিকরা। তদন্তে সমস্ত দিক খ তিয়ে দেখা হবে বলেই সাঁকরাইল থানা সূত্রের খবর।

এলাকা দখল ঘিরে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে ঝামেলায় উত্তপ্ত শালিমার

নিজস্ব প্রতিবেদন: দুই গোষ্ঠীর মধ্যে ঝামেলা-মারপিট ঘিরে রবিবার দুপুরে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে শালিমার স্টেশন সংলগ্ন এলাকা। প্রাথমিকভাবে স্থানীয় সূত্র মারফত জানা যাচ্ছে, শালিমার স্টেশনের বাইরে পার্কিং জোন কোন গোষ্ঠীর দখলে থাকবে, তা নিয়েই ঝামেলা শুরু হয় দুই পক্ষের। স্থানীয় সূত্রে খ বর, দুই গোষ্ঠীর লোকজনই তৃণমূলের কর্মী-সমর্থক। দু'পক্ষের সংঘর্ষে ব্যাপক ইটবৃষ্টি এবং তার জেরে একাধিক গাড়ি ভাঙচুর হয় বলেও জানা গেছে।

স্থানীয় সূত্রে এও জানা যাচ্ছে, দুপক্ষের ব্যাপক ইটবৃষ্টির পর একাধিক গাড়ির উইন্ড শিল্ড ভেঙে পড়ে থাকতে দেখা যায় রাস্তার ওপরেই। এর পাশাপাশি রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে টোটো, বাইকও ভাঙচুর হয়েছে বলে অভিযোগ। শুধু গাড়ি ভাঙচুরই নয়, এলাকার একাধিক বাড়ির ভিতরেও তাণ্ডবের দৃশ্য ধরা পড়েছে।

রবিবার দুপুরের এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে আতঙ্কের বাতাবরণ তৈরি

> দুই গোষ্ঠীর মধ্যে ঝামেলা-মারপিট ঘিরে রবিবার দুপুরে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে শালিমার স্টেশন সংলগ্ন এলাকা। প্রাথমিকভাবে স্থানীয় সূত্র মারফত জানা যাচ্ছে, শালিমার স্টেশনের বাইরে পার্কিং জোন কোন গোষ্ঠীর দখলে থাকবে, তা নিয়েই ঝামেলা শুরু হয় দুই পক্ষের। স্থানীয় সূত্রে খবর, দুই গোষ্ঠীর লোকজনই তৃণমূলের কর্মী-সমর্থক। দু'পক্ষের সংঘর্ষে ব্যাপক ইটবৃষ্টি এবং তার জেরে একাধিক গাড়ি ভাঙচুর হয় বলেও জানা গেছে।

হয়েছে এলাকাবাসীদের মনে। ঘটনার খবর পাওয়া মাত্রই দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় স্থানীয় থানার পুলিশ। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছালে স্থানীয় মানুষজনের বিক্ষোভের মুখে পড়তে হয় উর্দিধারীদের। তবে এলাকায় শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখতে মোতায়েন করা হয় বিশাল পুলিশ বাহিনী। নামানো হয় র‍্যাফও। গোটা এলাকাজুড়ে চলে পুলিশি টহল। এর পাশাপাশি শালিমার স্টেশন চত্বর ঘিরে রাখেন আরপিএফ কর্মীরা। শেষ পর্যন্ত পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, এই সংঘর্ষের ঘটনায় ইতিমধ্যেই সাত জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তবে এদিনের এই ঘটনায় পুলিশ ও র‍্যাফ কোনওক্রমে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনলেও, এলাকাবাসীদের মনে এখনও রয়ে গিয়েছে চাপা ক্ষোভ।

জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে কবিগুরুকে শ্রদ্ধা জানালেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ও রাজ্য সভাপতি ড. সুকান্ত মজুমদার।

টিটাগড়ে নিখোঁজ বৃদ্ধা

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: টিটাগড় পুরসভার ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা ৫৮ বছরের শৈলবালা পাত্র গত চারদিন ধরে নিখোঁজ। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ১৩ জুন সকালে ফুল তুলতে যাবার নাম করে বাড়ি থেকে বেরোন ওই বৃদ্ধা। কিন্তু তারপর তিনি আর বাড়ি ফেরেন নি। ফিরে আসেন নি। এরপর বৃদ্ধার পুত্র বাপি পাত্র এবং মেয়ে মমতা সরকার আত্মীয় স্বজনের বাড়িতে খোঁজ করেন। কিন্তু বৃদ্ধার কোনও হদিশ মেলেনি। পরদিন অর্থাৎ ১৪ জুন তারা খড়দা থানার একটি নিখোঁজ ডায়েরি করেন। স্থানীয় বাসিন্দা বিষ্ণুপদ ঘোষ জানান, নিখোঁজ বৃদ্ধা খুব ভালো মনের মানুষ ছিলেন। পাড়ার কারোও সঙ্গে কোনওদিন তাঁর অশান্তি হয়নি। আগে উনি জুট মিলে কাজ করতেন। ইদানিং ওনার কোনও কাজ ছিল না। উনি সুস্থ অবস্থায় বাড়ি ফিরে আসুক। এদিকে চারদিন

অতিক্রান্ত হবার পরও, বাড়িতে না ফেরায় উৎকণ্ঠায় বৃদ্ধার গোটা পরিবার।

নিশীথের হারের পর আমিষ খেয়ে পণ ভাঙলেন রবীন্দ্রনাথ ঘোষ

কোচবিহার, ১৬ জুন: কোচবিহার আসনের বিজেপি প্রার্থী নিশীথ প্রামাণিককে না হারানো পর্যন্ত আমিষ খাবেন না বলে পণ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঘোষ । এরপর গত ৪ জুন লোকসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণা হয়েছে। কোচবিহার আসনে জয়ী হয়েছেন তৃণমূল প্রার্থী জগদীশ বর্মা বসুনিয়া। তারপরই প্রায় দুই মাস পর মাছ খেলেন কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। রবিবার তৃণমূল আয়োজিত একটি সভা মঞ্চে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ রবীন্দ্রনাথকে মাছ খাইয়ে দেন।

কোচবিহার রবীন্দ্রভবনে অনুষ্ঠিত এই সভা মঞ্চ থেকে লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূলের খারাপ ফলের জন্য তৃণমূলকেই দায়ী করেন উদয়ন গুহ। তিনি বলেন, 'কোচবিহার লোকসভা কেন্দ্রে যেখানে তৃণমূলের ফল খারাপ হয়েছে

সেখানে বিভীষণদের চিহ্নিত করতে হবে। বিভীষণ না থাকলে রাবন পরাজিত হত না।' এদিন নাম না করে ঘুরিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঘোষকে কটাক্ষও করেন উদয়ন। বলেন, 'কোচবিহার লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত শহরগুলোতে খারাপ ফলাফলের কারণে চেয়ারম্যানরা দায় এড়াতে পারে না।' উদয়নের মন্তব্যে সায় দিয়েছেন জেলা তৃণমূল সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিকও। পাশাপাশি অঞ্চল, ব্লক ও জেলা নেতাদের কাছেও রিপোর্ট চাওয়া হয়েছে। যদিও এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'কেন খ ারাপ ফল হল তা পর্যালোচনা করে দেখা হবে।'

হাজরা মোড়ে জাতীয় বঙ্গ পরিষদের ধরনা অভিযান।

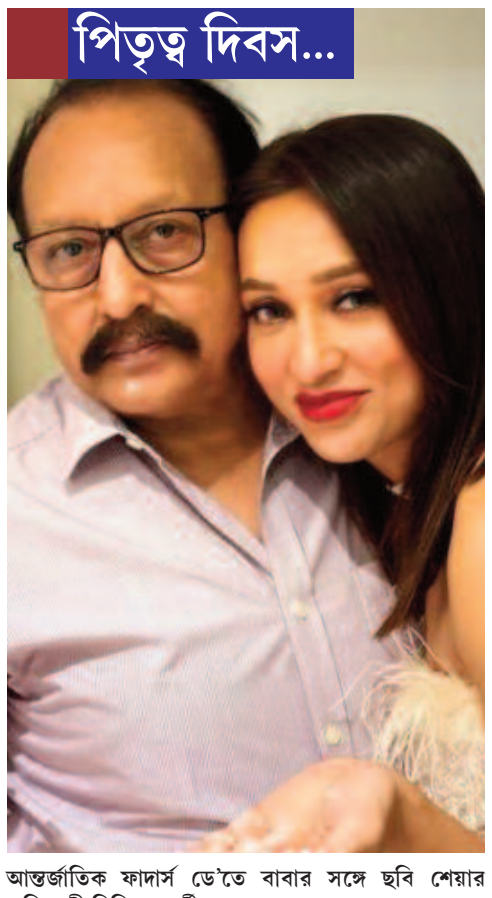

আন্তর্জাতিক ফাদার্স ডে'তে বাবার সঙ্গে ছবি শেয়ার অভিনেত্রী মিমি চক্রবর্তী।

সদ্য বাবা হয়েছেন বরুণ ধাওয়ান, প্রথম বছর ফাদার্স ডে উদযাপনে অভিনেতা।

মহানন্দায় স্নান করতে নেমে তলিয়ে গেলেন ব্যক্তি, শুরু উদ্ধারকাজ

শিলিগুড়ি, ১৬ জুন: মহানন্দায় স্নান করতে গিয়ে জলে তলিয়ে গেলেন এক ব্যক্তি। রবিবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে। চলছে উদ্ধারকাজ। ওই ব্যক্তির নাম প্রশান্ত নন্দি সাহানি(৪০)।

গত দুদিন ধরে পাহাড় ও সমতলে অবিরাম বৃষ্টি হচ্ছে। বৃষ্টির জলে শিলিগুড়ির মহানন্দা ও বালাসন নদীতে কমলা সর্তকতা জারি করা হয়েছে। নদীর এই রূপ অবস্থায় স্নান করতে গিয়ে তলিয়ে গেলেন ওই ব্যক্তি। তিনি শিলিগুড়ির ৪ নম্বর ওয়ার্ডের মহারাজ কলোনির বাসিন্দা। রবিবার সকাল প্রায় সাড়ে ৯টা নাগাদ নদীতে স্নান করতে নামেন ওই ব্যক্তি। নদীতে গভীর জল থাকায় হঠাৎই তলিয়ে যান তিনি। এলাকাবাসীদের তরফে খালপাড়া ফাঁড়ি থানায় খবর দেওয়া হয়। ব্যক্তিকে উদ্ধারের জন্য ইতিমধ্যেই পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট গ্রুপের কর্মীরা নদীতে উদ্ধারকাজ শুরু করেছে। তবে এখ নও তাঁকে খুঁজে পাওয়া যায়নি।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ১৭ জুন ২০২৪ ২ আষাঢ় ১৪৩১ সোমবার

এক্সিট পোলে কারসাজি করে শেয়ার-সূচকে কারচুপির অভিযোগ, সেবি অভিযানে তৃণমূল

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: এবার সেবি অভিযানের পথে তৃণমূল। এক্সিট পোলের রেকর্ড দেখিয়ে শেয়ার বাজারে বিনিয়োগকারীদের প্রভাবিত করার চেষ্টা হয়েছিল, এই অভিযোগ তুলে এবার সেবির চেয়ারপার্সনকে চিঠি পাঠিয়ে সাক্ষাৎ এবং আলোচনার জন্য সময় চাইল বঙ্গের শাসক দল তথা বিরোধী 'ইন্ডিয়া' ব্লকের অন্যতম প্রধান মুখ তৃণমূল কংগ্রেস। রাজ্যসভার দলনেতা ডেরেক ও'ব্রায়েনের সই করা ওই চিঠিতে বলা হয়েছে, বুথফেরত সমীক্ষার মাধ্যমে কারসাজি করে শেয়ার-সূচকে কারচুপি করা হয়েছিল।

এদিকে তৃণমূল সূত্রে খবর, আগামী মঙ্গলবার মুম্বইয়ে সেবির সদর দপ্তরে যাবে তৃণমূলের প্রতিনিধি দল। ওই দলে থাকবেন লোকসভায় তৃণমূল কংগ্রেসের মুখ্য সচেতক কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজ্যসভার দুই সাংসদ সাগরিকা ঘোষ ও সাকেত গোখলে এবং লোকসভার সাংসদ প্রতিমা মণ্ডল। তৃণমূলের তরফে এই প্রতিনিধি দলে থাকার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে শরদ পাওয়ার, উদ্ধব ঠাকরের দলের প্রতিনিধিদেরও। এই প্রসঙ্গে তৃণমূলের তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে, দু'টি দলই নিজেদের উপস্থিতি নিয়ে তাদের আশ্বস্ত করেছে। সূত্রে এ খবরও মিলছে এর আগে তিনবার চিঠি পেয়েও আনুষ্ঠানিক ভাবে সময় দেয়নি সেবি। তাই এবার মুম্বইয়ে গিয়ে স্মারকলিপি জমা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে তৃণমূল।

তৃণমূলের তরফ থেকে দাবি করা হচ্ছে, 'বিভ্রান্তিকর' এক্সিট পোলকে কাজে লাগিয়ে অনৈতিক ইনসাইড ট্রেডিং হয়েছে। দু'পাতার এই চিঠিতে ডেরেকরা লিখেছেন, কী ভাবে নানাবিধ চ্যানেলের বুথ ফেরত সমীক্ষায় দেখানো হয়েছিল বিজেপি বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় ফিরছে এবং এর জেরেই কী ভাবে ৩ জুনের শেয়ার মার্কেট সূচক শিখরে ওঠে। নিফটি সূচক গিয়ে দাঁড়ায় ৭৩৩ পয়েন্টে এবং সেনসেক্সের সূচক পৌঁছয় ২৫০৭ পয়েন্টে। এরপর ভোটের রেজাল্ট বেরোতেই খেলা ঘুরে যায়। তৃণমূলের অভিযোগ, বুথ ফেরত সমীক্ষার ফল ভুল প্রমাণিত হতেই ধস নামে শেয়ার মার্কেটে। বিপুল ক্ষতির মুখে পড়ে সাধারণ মানুষের বিনিয়োগ। তৃণমূলের দাবি, এতে ভুগেছেন পশ্চিমবঙ্গের মানুষেরাও। কারণ, কিছু চ্যানেলে সমীক্ষায় পশ্চিমবঙ্গের যা ফলাফল দেখানো হয়েছিল এবং বাস্তবে যা হয়েছে, তার মধ্যে ১৫০ শতাংশ ফারাক।

এই অবাস্তব ভবিষ্যৎবাণীর জন্য দেশ জুড়ে বিনিয়োগকারীরা ৩ জুন ৩০ লক্ষ কোটি টাকা বিনিয়োগ করে এবং পরের দিনই ভরাডুবি হয় তাঁদের।

বুথফেরত সমীক্ষার ফলাফলের ওপর শেয়ার মার্কেটের ওঠাপড়া অনেকটাই নির্ভর করে। তাই এই ধরনের ভুলের ক্ষেত্রে কে আসল দোষী, তা তদন্ত করে দেখা প্রয়োজন বলেই মনে করে তৃণমূল। সেই কারণেই সেবি-প্রধানের সঙ্গে দেখা করে এর পূর্ণাঙ্গ তদন্ত এবং বিস্তারিত আলোচনা চায় তৃণমূল।

গুলির ঘটনায় ব্যবসায়ীর পাশে দাঁড়িয়ে সাহস দিলেন প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: শনিবার ভরদুপুরে বেলঘড়িয়ার জনবহুল রথতলা মোড়ের কাছে প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী অজয় মণ্ডলের গাড়ি লক্ষ্য করে আট রাউন্ড গুলি চালানোর অভিযোগ ওঠে। যদিও বরাত জোরে প্রাণে তিনি বেঁচে যান। যদিও গুলির ঘটনায় অভিযুক্তরা এখনও অধরা। তবে ঘটনার পর থেকে আতঙ্কে গৃহবন্দি ওই ব্যবসায়ী। রবিবার বেলায় ব্যবসায়ী অজয় মণ্ডলের ব্যারাকপুরের বাড়িতে আসেন প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং। পাশে থাকার আশ্বাস দিয়ে আতঙ্কিত ব্যবসায়ীকে তিনি সাহস যোগালেন। তিনি দাবি করেন, ব্যবসায়ী অজয় মণ্ডলকে অবিলম্বে নিরাপত্তারক্ষী দেওয়া হোক।

এদিন প্রাক্তন সাংসদ বলেন, খাকি উর্দির একটা দম থাকে। সেই দমের জন্য ক্রিমিনালরা ভয় পায়। কিন্তু ক্রিমিনালরা কাউন্সিলর, বিধায়ক কিংবা সাংসদ হয়ে গেলে, ওই পুলিশরা তখন তাদেরকে স্যালুট করেন। এটাই এখন ব্যারাকপুরের পরিস্থিতি। অভিযোগ উঠেছে, তিহাড় জেলে বসেই ওই ব্যবসায়ীকে তোলা চেয়ে ফোন করছে কুখ্যাত অপরাধী সুবোধ সিং। এদিন পুরানো ঘটনা স্মরণে এনে প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং বলেন, সুবোধ সিং প্রথম ব্যাংক অফ বরোদার পানিহাটি শাখায় ডাকাতি করে ২২ লক্ষ টাকা লুঠ করেছিল। বর্তমানে সেই সুবোধ সিং তিহাড় জেলে বন্দি। টিটাগড়ে মনীশ শুক্লা খুনের ঘটনায় যারা নেপথ্যে ছিলেন। তারাই সুবোধকে ব্যারাকপুর চিনিয়ে ছিল। এখানকার অনেক অপরাধী সুবোধের লিংক ম্যান হিসেবে কাজ করে। আবার অনেক ব্যবসায়ী লুকিয়ে সুবোধকে তোলা দেয়। তবে প্রাক্তন সাংসদ পাশে দাঁড়ানোয় মনোবল ফিরে পেলেন প্রতিষ্ঠিত মোটর গাড়ি ব্যবসায়ী অজয় মণ্ডল। এদিন ব্যবসায়ী অজয় মণ্ডল দাবি করেন, জেল থেকে সুবোধ সিং তাঁকে দশবার ফোন করেছিল। কিন্তু তিনি সুবোধের ফোন ধরেননি। সেই কারণেই তাঁর ওপর এই হামলার ঘটনা। ব্যবসায়ীর কথায়, ঘটনার পর থেকেই তিনি খুব আতঙ্কে আছেন। এমনকী তিনি বাড়ি থেকে বাইরে বেরোতে পারছেন না। প্রসঙ্গত, বেলঘড়িয়ার রথতলা মোড় পেরিয়ে ডানলপ অভিমুখে গাড়ি এগোতেই একটি বাইকে চেপে হেলমেট পরা দুই দুষ্কৃতী ব্যবসায়ীর বিলাসবহুল গাড়ি লক্ষ্য করে এলোপাথাড়ি গুলি চালায়। গাড়ি ঘুরিয়ে রথতলা মোড়ে জগন্নাথ মন্দিরের সামনে গাড়ি রেখে তিনি ওই মন্দির কমিটির অফিসে ঢুকে পড়েন।

লোকসভা নির্বাচনের ময়নাতদন্ত নয়

এবার উপনির্বাচনে ৪-এ ৪ করতে চায় বঙ্গ বিজেপি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: লোকসভা ভোটের পর বঙ্গ বিজেপির প্রথম বড় বৈঠকে আলোচনা হয় আসন্ন বিধানসভা উপনির্বাচন নিয়েই। ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনে বাংলা থেকে আশানুরূপ ফল হয়নি বিজেপির। যতটা আশা ছিল, তা তো হয়ইনি, উল্টে জেতা আসনও হাতছাড়া হয়েছে। তবে সেদিকে এখন আর না তাকিয়ে সামনে এগিয়ে চলাই বঙ্গ বিজেপির প্রধান লক্ষ্য।

লোকসভা ভোটের পর বঙ্গ বিজেপির প্রথম বড় বৈঠকে আলোচনা হয় আসন্ন বিধানসভা উপনির্বাচন নিয়েই। ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনে বাংলা থেকে আশানুরূপ ফল হয়নি বিজেপির। যতটা আশা ছিল, তা তো হয়ইনি, উল্টে জেতা আসনও হাতছাড়া হয়েছে। তবে সেদিকে এখন আর না তাকিয়ে সামনে এগিয়ে চলাই বঙ্গ বিজেপির প্রধান লক্ষ্য।

বঙ্গ বিজেপির অন্দরের খবর, এদিনের বৈঠকে অনেক বেশি ফোকাস পেল আসন্ন চার বিধানসভা উপনির্বাচনের প্রার্থী বাছাই। বাগদা, মানিকতলা, রানাঘাট দক্ষিণ ও রায়গঞ্জ- চার আসনের জন্য প্রতিটিতে তিন জন করে সম্ভব্য প্রার্থী বাছাই করা হয়েছে। সব মিলিয়ে চার বিধানসভা কেন্দ্রের উপভোটের জন্য ১২টি প্রস্তাবিত নাম পাঠানো হচ্ছে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কাছে। উপনির্বাচনে অন্তত তিনটি আসনে জয়ের ব্যাপারে আত্মপ্রত্যয়ী বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। এমনকী চারে চার হওয়ায় সম্ভাবনাও খোলা রাখছেন তিনি।

একুশের বিধানসভা নির্বাচনে এই চার আসনের মধ্যে তিনটিই ছিল বিজেপির দখলে। বাগদা থেকে বিজেপির টিকিটে জিতেছিলেন বিশ্বজিৎ দাস। রানাঘাট দক্ষিণে বিজেপির থেকে জিতেছিলেন মুকুটমণি অধিকারী। রায়গঞ্জে বিজেপির টিকিটে জিতেছিলেন কৃষ্ণ কল্যাণী। কিন্তু বিধানসভা নির্বাচন পরবর্তী সময়ে বিশ্বজিৎ দাস ও কৃষ্ণ কল্যাণী যোগ দেন তৃণমূলে। আর এবারের লোকসভা ভোটের আগে বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন মুকুটমণিও। উপনির্বাচনে আবার মুকুটমণি ও কৃষ্ণ কল্যাণীকে পুরনো আসন থেকেই প্রার্থী করেছে তৃণমূল। তবে এবারের উপনির্বাচন নিয়ে যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী বঙ্গ বিজেপির সভাপতি সুকান্ত মজুমদার।

শনিবার বঙ্গ বিজেপির সান্ধ্য-বৈঠকের পর সুকান্ত মজুমদার বললেন, 'এবারও অন্তত তিনটি আসন বাগদা, রানাঘাট দক্ষিণ ও রায়গঞ্জ দখলে রাখব। চারটি আসনেও জিততে পারি। মানিকতলাতে আমরা মাত্র তিন হাজার ভোটে পিছিয়ে রয়েছি। সেটাও শুধুমাত্র হয়েছে শান্তিরঞ্জন কুণ্ডুর বদমায়েশি ও গুন্ডামির জন্য। শান্তিরঞ্জন কুণ্ডু টাইট হলে পরেই সব ঠিক হয়ে যাবে। তবে কুণ্ডুবাবুরও জেনে রাখা উচিত, একদিন না একদিন ওঁরও সময় আসবে।'

তবে এদিনের বৈঠকে ঠিক কী নিয়ে আলোচনা হয়েছে সে ব্যাপারে বঙ্গ বিজেপি শিবিরের কাউকেই খুব একটা মুখ খুলতে দেখা যায়নি। মুখ খুলতে দেখা যায়নি প্রাক্তন বিজেপি রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষকেও। তবে লকেট অবশ্য জানান, সদ্য সমাপ্ত লোকসভা ভোটের ফল নিয়ে কোনও আলোচনাই হয়নি। এই প্রসঙ্গে লকেট এও বলেন, 'এই বিষয় নিয়ে এত কম সময়ের মধ্যে আলোচনা হয় না। এটা নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা আছে, ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই আলোচনা হবে।'

তবে লোকসভা নির্বাচন পরবর্তী সময়ে জেলায় জেলায় বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা গোলমাল ও অশান্তির শিকার হচ্ছেন বলে অভিযোগ উঠে আসছে। দলীয় সূত্রে খবর, এদিনের বৈঠকে বার্তা দেওয়া হয়েছে ভোট পরবর্তী অশান্তির পরিস্থিতিতে কর্মীদের পাশে দাঁড়াতে হবে প্রার্থীদের। পরাজয় হলেও কর্মীদের পাশে থাকার বার্তাই দেওয়া হয়েছে এদিনের বৈঠক থেকে। এদিনের বৈঠকে বঙ্গ বিজেপির প্রায় সব নেতানেত্রীদের উপস্থিত থাকতে দেখা গেলেও ছিলেন না বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তিনি কোচবিহারে থাকলেও উপস্থিত ছিলেন সুকান্ত মজুমদার, দিলীপ ঘোষ, লকেট চট্টোপাধ্যায়, অগ্নিমিত্রা পালরা।

পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু যুবকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতা শহরে বাইক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল একজনের। সার্ভে পার্ক থানা এলাকার ঘটনা। রবিবার ভোরে রুবি মোড় থেকে গড়িয়ার দিকে যাওয়ার পথে বেপরোয়া বাইক চালক রাস্তার ধারে গার্ডরেলে ধাক্কা মারেন। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় চালকের। মৃতের নাম আকাশ মাখাল। বয়স মাত্র ১৮ বছর।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, রবিবার ভোরে রুবি হাসপাতালের সংলগ্ন রবি ঠাকুরের মোড় থেকে গড়িয়ার দিকে যাওয়ার পথে আকাশ রাস্তার ধারে থাকা একটি গার্ডরেলে ধাক্কা মারেন। তারই প্রতিঘাতে রাস্তায় ছিটকে পড়ে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ওই বাইক চালকের। বাইকের বেপরোয়া গতির কারণে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বলে প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে আকাশকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। পাশাপাশি কেন এই দুর্ঘটনাটি ঘটল তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

ভূতনাথ মন্দিরে পুজো দিতে এসে গাড়ি গড়িয়ে গেল গঙ্গায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: গাড়ি নিয়ে এসেছিলেন ভূতনাথ মন্দিরে পুজো দিতে। এবার গাড়ি থেকে পরিবার গঙ্গাজল নিতে নামলেও গাড়ির ভিতরে ছিল এক কিশোর। আর তখনই বিপত্তি। আচমকাই গাড়িটি চলতে শুরু করে। আর তারপরই গঙ্গায় ডুবে যায় সেটি। তবে অল্পের জন্য রক্ষা পেয়েছে ওই কিশোর।

স্থানীয় সূত্রে খবর, রুবির বাসিন্দা ওই কিশোরের পরিবার ভূতনাথ মন্দিরে পুজো দিতে এসেছিলেন। গাড়িটি নিউট্রাল অবস্থায় ছিল। ওই কিশোর গাড়িতে উঠে গিয়ার চেঞ্জ করতেই চাকা গড়াতে শুরু করে। এরপর গাড়ি সহ গঙ্গায় পড়ে যায় ওই কিশোর। এদিকে, ঘাটে সেই সময় ছিলেন অনেকেই। গাড়িটিকে ডুবতে দেখেই শুরু হয় হই-হট্টগোল। বিষয়টি নজরে আসে সেখানে কর্তব্যরত কলকাতা পুলিশের আধিকারিকদের। দ্রুত তাঁরা কিশোরকে গাড়ি থেকে বের করতে সক্ষম হন। অল্পের জন্য রক্ষা পায় সে। তবে জলে ততক্ষণ ডুবে গিয়েছে গাড়িটি। এরপর সেটি উদ্ধারের কাজ শুরু হয়। উদ্ধারের কাজে হাত মেলায় বিপর্যয় মোকাবিলা দফতরও।

এরপর জলে নেমে গাড়িটিকে দড়ি দিয়ে বেঁধে টেনে তোলা হয়। স্থানীয় এবং উদ্ধারকারী দলের তৎপরতায় কিশোরের প্রাণ রক্ষা করা গিয়েছে। পরিবারের দায়িত্বজ্ঞান নিয়েও প্রশ্ন উঠছে।

লোকসভা নির্বাচনে ভালো ফল, ধন্যবাদ জ্ঞাপনে ববি হাকিম।

দক্ষিণবঙ্গে আসছে বর্ষা, জানাল আলিপুর আবহওয়া দপ্তর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: চলতি বছর সময়ের আগেই উত্তরবঙ্গে প্রবেশ করেছে বর্ষা। কিন্তু, তা একটি নির্দিষ্ট জায়গায় থমকে রয়েছে। ফলে দক্ষিণবঙ্গে 'বর্ষার দেখা নাই'। গরমের দাপট অব্যাহত। স্বাভাবিকভাবেই অতিষ্ট দক্ষিণবঙ্গবাসীর প্রশ্ন এখন একটাই, কবে আসছে বর্ষা। কারণ এই বর্ষাই গরমের হাত থেকে মুক্তি দিতে পারে দক্ষিণবঙ্গবাসীকে।

আর এই বর্ষার আগমন নিয়েই সম্ভাব্য তারিখ জানাল আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। ১৮ থেকে ২০ জুনের মধ্যে দক্ষিণবঙ্গে দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমী বায়ু প্রবেশ করতে পারে বলে মনে করছেন আবহবিদরা। পাশাপাশি মৌসম ভবন জানাচ্ছে, আগামী চার থেকে পাঁচ দিনের মধ্যে দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমী বায়ু উত্তরবঙ্গের বাকি অংশ এবং দক্ষিণবঙ্গের কিছু অংশে প্রবেশ করতে পারে। অর্থাৎ মঙ্গলবার থেকে বৃহস্পতিবার এর মধ্যে দক্ষিণবঙ্গে মৌসুমী বায়ু প্রবেশ করার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে।

তবে বর্ষা না আসায় কলকাতাতে গরমের দাপট অব্যাহত। শনি থেকে রবি গত ২৪ ঘণ্টায় কলকাতার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩৬.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ২.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি এবং রবিবার শহরের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৯.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ২.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি। এদিন বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ সর্বাধিক ৮৬ শতাংশ এবং সর্বনিম্ন ৬০ শতাংশ। রবিবার শহরের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকতে পারে ৩৬ ডিগ্রি এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা থাকতে পারে ২৯ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি। রবিবার শহরে বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস রয়েছে। সোমবার থেকেই বদলাবে আবহাওয়া। কমতে শুরু করবে তাপমাত্রার পারদ। মেঘলা থাকবে আকাশ, রয়েছে বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা। মঙ্গলবার থেকে বৃহস্পতিবার বৃষ্টির পরিমাণ আরও বাড়তে পারে। বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা দক্ষিণবঙ্গের বেশ কিছু জেলাতে।

উত্তরবঙ্গে চলছে ভারী বৃষ্টিপাত। আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, জলপাইগুড়িতে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। কোচবিহার এবং আলিপুরদুয়ারে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাত হবে। দার্জিলিং ও কালিম্পঙের পার্বত্য এলাকাতে ভারী বৃষ্টি সঙ্গে দমকা ঝোড়ো বাতাস বইবার সম্ভাবনা রয়েছে। বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির সঙ্গে দমকা ঝড়ো বাতাস বইতে পারে মালদা উত্তর এবং দক্ষিণ দিনাজপুরে। সোমবার থেকে বুধবার দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার এবং জলপাইগুড়িতে রয়েছে ভারী বৃষ্টিপাতের সতর্কতা।

পার্ক স্ট্রিট গুলি চালনার ঘটনায় ধৃত ৪

নিজস্ব প্রতিবেদন, পার্কস্ট্রিট: খাস কলকাতার প্রকাশ্য রাস্তায় গুলি চালানোর ঘটনায় পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার চার। যদিও মূল অভিযুক্ত এখনও অধরা। পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃতদের মধ্যে রয়েছে মূল অভিযুক্তের এক আত্মীয়। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেই এই ঘটনার মাস্টারমাইন্ডের নাগাল পেতে চাইছেন তদন্তকারীরা।

এদিকে কলকাতা পুলিশ সূত্রে খবর, শুক্রবার গভীর রাতে পার্ক স্ট্রিট লাগোয়া মির্জা গালিব স্ট্রিটে দু'পক্ষের গুলিযুদ্ধে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এলাকা। জখম হন একজন। ঘটনায় মূল অভিযুক্ত হিসেবে সোনু নামে একজন সন্দেহভাজনের হদিস পায় পুলিশ। তদন্তে নেমে প্রাথমিকভাবে কয়েকজনকে আটক করা হয়। এরপর শনিবার রাতে তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়। শনিবার রাতে যে তিনজনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে, তাঁরা হলেন ৩১ বছরের আসিফ আহমেদ, কলিন স্ট্রিটের বাসিন্দা। ৪১ বছরের ফারুক খান, মির্জা গালিব স্ট্রিটের বাসিন্দা এবং ২৪ বছরের আফসার আলি, মির্জা গালিব স্ট্রিটের বাসিন্দা। সিসিটিভিতে এঁদের গুলি চালাতে দেখা না গেলেও ওই ঘটনার সঙ্গে তাঁরা যুক্ত বলে অভিযোগ। এরপর রবিবার সকালে পুলিশের জালে ধরা পড়েছেন আরও এক জন। রবিবার পুলিশ সাব্বির নামের এক যুবককে গ্রেপ্তার করে। সিসিটিভি ফুটেজে তাঁকেও গুলি চালাতে দেখা গিয়েছে বলে অভিযোগ। মির্জা গালিব স্ট্রিটের এই গুলিকাণ্ডে মূল অভিযুক্তের নাম সোনা। যিনি গুলি খেয়েছেন, তিনি সোনার নামেই পুলিশে অভিযোগ দায়ের করেছেন। কিন্তু তাঁকে এখনও

গ্রেপ্তার করা যায়নি। তাঁর খোঁজ চলছে। পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃত সাব্বির মূল অভিযুক্তের শ্যালক। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করে সোনার খোঁজ পাওয়া যেতে পারে বলেও মনে করা হচ্ছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার সন্ধেয় মূল অভিযুক্ত সোনুর সঙ্গে রাকিব নামে এক যুবকের বচসা হয়। তা তখনকার মতো মিটে গেলেও গভীর রাতে গাড়ি রাখতে আসা সোনুর উপর রাকিবের দল চড়াও হয় বলে অভিযোগ। পার্ক স্ট্রিট লাগোয়া ফ্রি স্কুল স্ট্রিটে দু'পক্ষের মধ্যে বেশ কিছুক্ষণ ধরে বচসাও চলে। অভিযোগ, এই বচসার মাঝে আচমকাই সোনু গুলি চালাতে শুরু করে। কমপক্ষে তিন রাউন্ড গুলি করা হয় বলেই জানা গেছে। এদিকে এই গুলি চালানোর ঘটনায় জখম হয় রাকিব। তাঁর ডান পায়ে গুলি লাগে। দীর্ঘক্ষণ ওই অবস্থায় পড়ে থাকার পর তাঁকে চিত্তরঞ্জন ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি করা হয়।

এদিকে এই ঘটনার পর থেকেই সোনা পলাতক। তদন্তে নেমে পার্ক স্ট্রিট থানার পুলিশ জানতে পারে, সোনা কুখ্যাত সমাজবিরোধী। তার নামে আগেও বহু অপরাধমূলক কাজকর্মের রেকর্ড আছে। গ্রেপ্তারও হয়েছে। পরে ছাড়া পেয়ে ফের তোলাবাজির মতো বেআইনি কাজে যুক্ত হয়ে পড়ে। তা নিয়েই সম্ভবত তার সঙ্গে রাকিবের বচসা এবং সংঘর্ষ। পুলিশ সূত্রে আরও খবর, ধৃতদের মধ্যে সাব্বির নামে ব্যক্তি সম্পর্কে সোনার শ্যালক। তার সূত্র ধরেই মূল পান্ডার হদিস পেতে চাইছেন তদন্তকারীরা।

উপনির্বাচনে মানিকতলা বিধানসভায় অভিনব প্রচার শুরু তৃণমূলের

নিজস্ব প্রতিবেদন, মানিকতলা: লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশের পর থেকেই শুরু হয়ে গিয়েছে বিধানসভা উপ-নির্বাচনকে ঘিরে জোর প্রস্তুতি। এবার শুরু হল উপনির্বাচনের প্রচারও। মানিকতলা বিধানসভার উপনির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস তাদের প্রার্থী ইতিমধ্যেই ঘোষণা করে দিয়েছে। এরপরই রবিবার সকাল থেকে অভিনব উপায়ে প্রচার শুরু হল শাসকদলের তরফে। মানিকতলা বিধানসভার আট ওয়ার্ড থেকে একই সময়ে আটটি মিছিল বার করল তৃণমূল কংগ্রেস। মূলত, ছাত্র-যুবদের উদ্যোগেই এই মিছিল হয়। বিভিন্ন ওয়ার্ডে হাজির ছিলেন একটা করে নেতা। ছিলেন কুণাল ঘোষ ও অতীন ঘোষ।

এদিন কুণাল ঘোষ জানান, কলকাতায় তৃণমূল কংগ্রেসকে মানুষ পছন্দ করেন। এই এলাকা দীর্ঘদিন ধরে তৃণমূল কংগ্রেসকে পছন্দ করে। গত বিধানসভায় সাধন পাণ্ডে বিপুল ভোটে জিতেছিলেন। সদ্য লোকসভায় তৃণমূল প্রার্থী এখানে এগিয়ে আছেন। ইতিমধ্যেই দলের তরফে সবাইকে একসহেগ পথে নামতে বলে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। হাইকম্যান্ডের নির্দেশ মতো সবাই একযোগে পথে নেমেও পড়েছেন। এদিকে বিজেপি এখনও প্রার্থীর নাম ঘোষণা করতে পারেনি। এদিন বেশ কয়েকটি ওয়ার্ডে বর্ণাঢ্য মিছিল হয়। তৃণমূল সূত্রের খবর, আগামী দিনে প্রার্থীও নামবেন প্রচারে।

প্রয়াত নেতা সাধন পাণ্ডের স্ত্রী সুপ্তি পাণ্ডেকেই মানিকতলা বিধানসভার উপনির্বাচনে প্রার্থী করেছেন তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার নবান্নের বৈঠকে কুণাল ঘোষ, কলকাতা পুরসভার ডেপুটি মেয়র অতীন ঘোষ, মেয়র পারিষদ স্বপন সমাদ্দারদের সঙ্গে সুপ্তিকেও ডাকেন তিনি। সূত্রের খবর, সেখানেই তৃণমূল সুপ্রিমো ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, আগামী ১০ জুলাই মানিকতলা উপনির্বাচনে সাধন-জায়া সুপ্তিকেই প্রার্থী করা হচ্ছে। পরে আনুষ্ঠানিক ভাবে ঘোষণা করা হয় তাঁর নাম।

সম্পাদকীয়

বঙ্গের কি হবে? এই আওয়াজ আজ তুলতেই হবে

বঙ্গে তৃণমূল ২৯টি আসন পেয়েছে। তার পর কী হবে বঙ্গের? যা চলছে তাই? অর্থনীতি, শিল্পায়ন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান ও কর্মসংস্কৃতির কী হবে? বিজেপির হারে কি মরা গাঙে বান আসবে? বিগত বারো বছর দান-অনুদানের প্রতিশ্রুতি যে ভাবে বেড়েছে, তার একাংশ কি মানুষের মৌলিক বিষয়ে কোনও অগ্রগতি লক্ষ করা গেছে? আমজনতা কি চিরকাল শুধু দান-অনুদান প্রকল্পের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকবে? সাধারণ মানুষদের অর্থনৈতিক ভাবে স্বনির্ভর করে তোলার কোনও প্রতিশ্রুতি কি থাকবে না? কেন রাজ্যের ছেলেমেয়েদের টাকার বিনিময়ে অবৈধ উপায়ে চাকরি পেতে হবে? কেনই বা যোগ্য চাকরিপ্রার্থীরা রাস্তায় দিনের পর দিন কাটাবে? এই মৌলিক প্রশ্নগুলির উত্তর কে দেবে? মোদী কতটা বিপাকে পড়েছেন, তার বিশ্লেষণ করার থেকে বেশি জরুরি এই প্রশ্ন যে, এ রাজ্য থেকে শিক্ষিত ছেলেমেয়ে বা শ্রমিকরা বিদেশে বা অন্য রাজ্যে চলে যাওয়ার স্রোত এ বার বন্ধ হবে কি? ভোটের মনোনয়ন দেওয়ার দিন থেকে, ভোটের দিন ও ভোট-পরবর্তী হিংসা-প্রতিহিংসায় কেন বঙ্গভূমি রক্তে লাল হয়ে উঠবে? বিপুল জনসমর্থন পাওয়া সরকার থাকতে কেন আদালতকে সব বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে হবে? দান-অনুদানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিপুল ভোটে জেতার চেয়ে মানুষের মৌলিক অধিকারগুলির নিশ্চয়তার প্রতিশ্রুতি দিয়ে নির্বাচন হেরে যাওয়া বোধ হয় অনেক সম্মানের। রাজ্যে রাজ্যে রাজনৈতিক দলগুলির ক্ষমতা দখলের জন্য দান-অনুদানের প্রতিযোগিতা দেখলে মূর্চ্ছা যেতে হয়। দারিদ্রের সুযোগ নিয়ে মানুষকে দলের ক্রীতদাস করে রাখাটাই যেন মুখ্য উদ্দেশ্য। ভোট দিলে অনুদান, নইলে বন্ধ; এই কি নীতি? শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান, বাসস্থান, সামাজিক সুস্থ চেতনা; এ সব আর রাজনীতির মুখ্য বিষয় নয়। মানুষকে আজ আওয়াজ তুলতে হবে। দান-অনুদানের প্রতিশ্রুতি আর নয়, কবে আমরা অর্থনৈতিক ভাবে স্বনির্ভর হব, সেই প্রতিশ্রুতি দিতে হবে।

আনন্দকথা

ঠাকুরও হাসিতে লাগিলেন।
ঠাকুর বলিলেন, "ভজনানন্দ, ব্রহ্মানন্দ, এই আনন্দই সুরা; প্রেমের সুরা। মানবজীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বরে প্রেম, ঈশ্বরকে ভালবাসা। ভক্তিই সার। জ্ঞানবিচার করে ঈশ্বরকে জানা বড়ই কঠিন।"
এই বলিয়া ঠাকুর গান গহিতে লাগিলেন ঃ
কে জানে কালী কেমন, ষড় দর্শনে না পায় দরশন।
আত্মারামের আত্মা কালী প্রমাণ প্রণবের মতন,
সে যে ঘটে ঘটে বিরাজ করে ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা যেমন।
কালীর উদরে ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ড প্রকাণ্ড তা বুঝ কেমন,
যেমন শিব বুঝেছেন কালীর মর্ম, অন্য কেবা জানে তেমন।
মূলাধারে সহস্রারে সদা যোগী করে মনন,

(ক্রমশঃ)

জন্মদিন

আজকের দিন

লিয়েন্ডার পেজ

১৯২০ বিশিষ্ট উর্দু কবি ও গীতিকার মঝরু সুলতানপুরীর জন্মদিন।
১৯৩০ বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা অনুপকুমারের জন্মদিন।
১৯৭৩ বিশিষ্ট লন টেনিস খেলোয়াড় লিয়েন্ডার পেজের জন্মদিন।

প্রয়াণদিবসে বিস্মৃতপ্রায় এক বিপ্লবী শহিদ অনিল দাস ও সুভাষচন্দ্রের একনিষ্ঠ অনুগামী অধ্যাপক সমর গুহ

শান্তনু রায়

আজ ১৭ ই জুন-বিরানব্বই বছর আগে এদিনেই ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে ব্রিটিশের অমানুষিক অত্যাচর সহ্য করতে না পেরে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছিল বিপ্লবী দেশনেত্রী লীলা নাগের সুযোগ্য সহকর্মী বিপ্লবী অনিল চন্দ্র দাসকে-মাত্র ছাব্বিশ বছর বয়সে দেশকে স্বাধীন করতে বৈপ্লবিক কর্মে যুক্ত থাকার অপরাধে (!) গ্রেফতার হয়ে দশদিন কারারুদ্ধ এক বিপ্লবী তরুণের এভাবে মৃত্যুতে তীব্র ক্ষোভ প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছিল সর্বত্র, শোনা যায় প্রশ্ন উঠেছিল ব্রিটিশ পার্লামেন্টেও উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারী নিবারণ চন্দ্র দাস ও কিরনবালা দেবীর চার সন্তানের প্রত্যেকেই স্বাধীনতা সংগ্রামের বৈপ্লবিক কর্মযজ্ঞে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণকারী। দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে সক্রিয়ভাবে নিবেদিত অবিভক্ত বাংলার ঢাকা বিক্রমপুরের পাইকপাড়ার এই পরিবারের দেশমুক্তির সংগ্রামে অদম্য সাহসে ঝাঁপিয়ে পড়া চার সন্তান-তিনপুত্র ও একমাত্র কন্যার মধ্যে জ্যেষ্ঠ অনিল দাসের জন্ম ১৯০৬ সালের ১৮ই জুন কোলকাতায়। পড়াশোনা আরম্ভ লব্ধ প্রতিষ্ঠ আইনজীবি প্িব্য প্রবোধচন্দ্রের অভিভাবকত্বে ছাত্রবৃত্তি পর্যন্ত অনিল মায়ের কাছেই পড়াশোনা করতেন। এরপর মেদিনীপুরে এসে তিনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট মাতামহ নিখিল নাথ রায়ের তত্বাবধানে মেদিনীপুর কলেজিয়েট স্কুলে ভর্তি হলেন দশম শ্রেনীতে।সেখানে তাঁর সহপাঠিদের মধ্যে ছিলেন পরবর্তীকালের বিপ্লবী শৈলেশ রায় রেবতীমোহন বর্মন,হরিপদ চক্রবর্তী প্রমুখ স্বাধীনতা সংগ্রামীরা। ১৯১৯ সালে তাঁর ছাত্রজীবন শুরুর সময় থেকেই তিনি বিপ্লবী কর্মধারার সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন ১৯২৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রসায়নে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করলেন অনিল দাস। পরীক্ষা পাশ করলেও তিনি কিন্তু সিভিল সার্ভিস বা অন্য কোন সরকারি চাকরির চেষ্টায় গেলেন না। জীবিকা অর্জনের জন্য অবশ্য কিছু গণিতের পাঠ্যপুস্তক রচনা করেন। ইতিমধ্যে বিপ্লবী অনিল রায়ের নেতৃত্বে ঢাকায় বিপ্লবী সংগঠন শ্রীসংঘের সঙ্গে তাঁর যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছে।এবার সেই সংগঠনের মাধ্যমে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করলেন। এখানে সহযোদ্ধা হিসেবে পেলেন বিপ্লবী অনিল রায় ও শ্রীমতী লীলা নাগকে সেসময় সেসময় বিপ্লবী অনিল রায়ের নেতৃত্বে শ্রীসংঘের -সদস্যরা সক্রিয় সশস্ত্র বিপ্লবের উদ্দেশ্যে অস্ত্রসংগ্রহ ও বোমা তৈরি করতে ঢাকা বিশ্ববিদালয়ের রসায়নবিভাগের অনার্সের কৃতী ছাত্র অনিল দাসও যোগ দিয়েছিলেন বোমা তৈরির গোপন এই কর্মযজ্ঞে এদিকে ১৯৩০ এ চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের ঘটনা ঘটে। স্বাভাবিকভাবেই ক্ষিপ্ত ব্রিটিশ সরকার ব্যাপক ধরপাকড় শুরু করে-সমস্ত বিপ্লবীদের আটক করারজন্য হন্যে হয়ে চেষ্টা করতে থাকে।১৯৩১ এর অক্টোবরে ঢাকায় ম্যাজিস্ট্রেট ডুরানোর উপর গুলি চালিয়ে গ্রেপ্তার হয়েছেন মেজভাই সুনীল দাস। অনিলের বিরুদ্ধেও গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হয়েছে কিন্ত পুলিশ তাঁর বাড়ি ঘেরাও করলেও তাঁকে তখন ধরতে সক্ষম হয়নি-কারণ তিনি আত্মগোপন করে যান আগে থাকতেই। পরবর্তী বৈপ্লপবিক পরিকল্পনা সফল করতে অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ১৯৩০ এর ১০ই মে ভৈরববাজারে বিপ্লবীদের দ্বারা এক ট্রেন দুঃসাহসিক ডাকাতি সংঘটিত হয় যার নেতৃত্বে ছিলেন আপাত শান্ত অনিল দাস। পুলিশ হন্যে হয়ে খুঁজতে থাকে তাদের খাতায় লিপিবদ্ধ এই 'হার্ডকোর টেররিস্ট'কে ধরতে। সপ্তাহ তিনেকের মধ্যেই ৬ই জুন পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করে বরিশাল যাওয়ার পথে বিক্রমপুরের তালতলা স্টীমার ঘাটে ট্রেন ডাকাতির ওই ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে। এর পর তাঁকে বন্দী করে রাখা হল ঢাকা সেন্ট্রাল জেল ও কুখ্যাত 'লালবাগ কিলা'তে- ।সেখানে চলে তাঁর উপর অকথ্য নির্মম অত্যাচার-একটা সেলে একা, জল ও খাবার ছাড়া রেখে দিয়ে এই অমানুষিক অত্যাচারেই ১৭ই জুন মারা গেলেন এই অগ্নিসন্তান ঐদিন ছেলের সঙ্গে দেখা করার আবেদন মঞ্জুর হলেও দেখা করে দেওয়া হয়নি মা কিরণবালাকে। প্রথমে ছেলে ভালো আছে জানানোর পরে বলা হল ছেলে মারা গেছে। আকস্মিক এ ঘটনার অভিঘাতে শোকার্ত অসহায় মা'য়ের নীরব অশ্রুপাতের সে এক মর্মস্পর্শী দৃশ্য যদিও তাঁর পুত্রশোক এখানেই শেষ নয় কয়েক মাসের মধ্যেই তাঁকে দ্বিতীয়বার পুত্রহারানোর যন্ত্রনা নীরবে সহ্য করতে হয়েছিল। পরের বছরেরই একেবারে গোড়ায় (৪ঠা জানুয়ারী) অনিল দাসের কনিষ্ঠতম ভ্রাতা বিপ্লবী পরিমলও পুলিশের তাড়া খেয়ে পালাতে গিয়ে ঢাকার উয়ারীর কাছে চলন্ত ট্রেনের নিচে কাটা পড়ে মারা যান এর পরেও হতভাগ্য পরিবারের একমাত্র কন্যা লতিকা সেন (দাস), সাংসদ ডাক্তার রণেন সেনের স্ত্রী, যিনি বিপ্লবী দেশনেত্রী লীলা রায়ের ঘনিষ্ঠ সহকর্মীদের অন্যতম ছিলেন তিনি মারা যান স্বাধীন দেশের পুলিশের গুলিতে কোলকাতায় ১৯৪৯ সালের ২৭শে এপ্রিল যখন এক শান্তি মিছিল পরিচালনা করছিলেন। জননী কিরনবালা দেবী সত্যই ছিলেন রত্নগর্ভা কিন্তু দেশমাতৃকার যজ্ঞে সন্তানদের এভাবে আত্মোৎসর্গের মর্মস্পর্শী ঘটনা স্মরণ করলে মনে হয় তিনি হয়ত ভাগ্যহীনাও।

এই শহিদ পরিবারের দ্বিতীয় সন্তান বিপ্লবী সুনীল দাসও (১৯০৯-১৯৯২) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রসায়ন শাস্ত্রে কৃতিত্বের সঙ্গে ডিগ্রি স্নাতকোত্তর অর্জন করে ঐ বিশ্ববিদ্যালয় তৎকালীন অধ্যাপক বিজ্ঞানী ডঃ জ্ঞানচন্দ্র ঘোষের অধীনে গবেষণাও শুরু করেহিলেন। কিন্তু ছাত্রাবস্থাই তিনি অগ্রজ অনিল দাসের উদ্যোগ ও দিশাতে বিপ্লবী সংঘঠন শ্রীসংঘে যোগ দিয়েছিলেন সুভাষচন্দ্র ফরোয়ার্ড ব্লক গঠন করলে তিনি সে দলে যোগ দেন পরাধীন ভারতে তিনি অনেকবার কারাব্রণ করেছেন ফরোয়ার্ড ব্লকের সম্পাদক প্রজা স্যোসালিস্ট পার্টর রাজ্যসম্পাদক ও সভাপতি,জনতা দলের রাজ্য সহসভাপতি পদের দায়িত্ব তিনি পালন করেছেন ১৯৫৭র বিধানসভা নির্বাচনে তিনি রাসবিহারী এ্যাভিনিউ কেন্দ্র থেকে প্রজা স্যোসালিস্ট পার্টর প্রার্থী হিসেবে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় নির্বাচিত হয়েছিলেন। জরুরী অবস্থার সময়ে তাঁকে দীর্ঘকাল আত্মগোপন করে দিন কাটাতে হয়েছিল। বিপ্লবী কাজকর্ম ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের মাঝেও তিনি নিয়মিত লেখালেখি করতেন দেশনেত্রী লীলা রায় প্রতিষ্ঠিত 'জয়শ্রী' পত্রিকার সম্পাদনার গুরুদায়িত্ব ১৯৭০ এ দেশনেত্রীর মৃত্যুর পর থেকে আমৃত্যু বহন করা ছাড়াও জয়শ্রীতে বিভিন্ন বিষয়ে অসংখ্য প্রবন্ধ লিখ্ছেন। এ ছাড়াও 'ভূমি সমস্যা ও কৃষক আন্দোলন', 'বাংলাদেশের বিপ্লব' জাতীয় অনেক গ্রন্থের তিনি প্রণেতা।

১৯৯২এর ১৮ই এপ্রিল তাঁর মহাপ্রয়াণে দেশের স্বাধীনতাযজ্ঞে সর্বোতভাবে আত্মোৎসর্গকারী একটি পরিবারের শেষ সদস্যের মহাগমনের সাথে পরিসমাপ্তি ঘটল একটি ত্যাগদীপ্ত অধ্যায়েরও।

সমর গুহ

অনিল দাস

প্রসঙ্গত আজ সুভাষচন্দ্রের একনিষ্ঠ অনুগামী বিপ্লবী অধ্যাপক সমর গুহেরও প্রয়াণ দিবস। বিগত কয়েক দশক কালের মধ্যে জাতীয় রাজনীতিতে যে হাতে গোনা যে কতিপয় বাঙালি নেতা নিজেদের রাজনৈতিক অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন তাঁদের মধ্যে অতি উজ্জ্বল একটি নাম,যদিও ইদানীং স্বল্প উচ্চারিত হয়ত রাজনৈতিক সংকীর্নতায়, বাইশ বছর আগে প্রয়াত সাংসদ অধ্যাপক সমর গুহ যিনি ১৯৬৭ সাল থেকে তিনবার সাংসদ হয়েছিলেন কাঁথি লোকসভা কেন্দ্র থেকে-প্রথম দু'বার প্রজা সোস্যালিস্ট পার্টি ও তৃতীয়বার জনতাদলের প্রার্থী হিসেবে। সমর গুহর জন্ম ঢাকায় ১৯১৭ এর ২৭শে জানুয়ারি। তাঁর অগ্রজ ভুপাল গুহ বিপ্লবী অনিল রায়ের নেতৃত্বাধীন ঢাকার বিপ্লবী সংগঠন শ্রীসঙ্ঘের সদস্য হয়েছিলেন আগেই।দিদি লাবন্যপ্রভা বসুও ছিলেন লীলা রায়ের দীপালী সংঘের একজন সক্রিয় সদস্যা। সমর গুহও অল্প বয়সেই শ্রীসঙ্ঘের সংস্পর্শে আসেন এবং বৈপ্লবিক পন্থায় স্বাধীনতা অর্জনের সংগ্রামে ক্রমে সক্রিয়ভাবে জড়িয়ে পড়েন।যদিও তিনি বরাবর ছিলেন এক কৃতী ছাত্র।ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কৃতিত্বে সাথে রসায়নে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জনের পর খ্যাতনামা বিজ্ঞানী জ্ঞানচন্দ্র ঘোষের অধীনে গবেষণাও আরম্ভ করলেও স্বাধীনতা আন্দোলনের বৈপ্লবিক কাজকর্মে গভীরভাবে জড়িয়ে পড়ার ফলস্বরূপ ১৯৪২ সালে লীলা রায় ও অনিল রায়ের সঙ্গে গ্রেপ্তার হয়ে দীর্ঘদিন কারাবাসের কারণে গবেষণা কর্ম অসমাপ্তই থেকে যায়। লীলা রায় ও অনিল রায়ের মত তঁদের বিশ্বস্ত অনুগামী শ্রীগুহও স্বাধীনতার পর ওদেশেই থেকে যাওয়া মনস্থ করে ইস্ট পাকিস্তান পিপলস কমিটি ও ইস্টবেঙ্গল মাইনোরিটিজ কমিটি গঠন করে নিজে সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। নবজাত পাকিস্তানের অধিকাংশের মাতৃভাষা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে পাক সংসদে স্বর্গীয় ধীরেন্দ্র নাথ দত্তের সংশোধনী প্রস্তাব ভোটাধিক্যে খারিজ হলেও শুরু হওয়া ভাষা বিতর্কের সূত্র ধরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গনে যে ভাষা আন্দোলনেরসূ চনা তার নেতৃত্ব দেন শ্রীগুহ। 'জনমত' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা সেদেশে প্রকাশ করে নেতাজির আদর্শ প্রচারও সচেষ্ট হয়েছিলেন। পাকিস্তান সরকার তাঁকে ১৯৪৯এ গ্রেপ্তার করে। তবু তিনি সেখানে থেকে যাওয়া মনস্থ করলেও পাকিস্তান সরকার তাঁকে খতম করার পরিকল্পনা করছে জানতে পেরে তিনি প্রাণ বাঁচাতে মুসলমানের ছদ্মবেশে এদেশে চলে আসতে বাধ্য হন ১৯৫০ এ ভয়াবহ হিন্দু নিধন যজ্ঞের আবহে। বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর স্নেহধন্য শিক্ষাবিদ সমর গুহ এদেশে এসে প্রথমে বিজয়গড় জ্যোতিষ রায় কলেজ ও পরে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়নের অধ্যাপক হিসেবে শিক্ষকতা আরম্ভ করেন। তাঁরই রচিত বাংলায় প্রথম রসায়ন শাস্ত্রের পাঠ্যপুস্তক (প্রাথমিক রসায়ন-৩ খণ্ডে) প্রকাশিত হয় ১৯৫৮য়। বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর ভূমিকাসমৃদ্ধ সে পুস্তক শিক্ষক ও ছাত্রমহলে যথেষ্ট সমাদৃত হয়েছিল। ছাত্রাবস্থায় এই নিবন্ধকারের মতো অনেকেরই যে মাতৃভাষায় লিখিত সহজবোধ্য সেই পুস্তকের সহায়তায় রসায়নবিদ্যা পাঠে বিশেষভাবে উপকৃত হবার সুযোগ ঘটেছিল তা নিঃসন্দেহে অনস্বীকার্য। এখনও প্রায়শ স্মরণে আসে বইএর ভূমিকায় বিজ্ঞানাচার্যের আশীর্বাণীর প্রারম্ভিক বাক্যটি — 'দূর্দিনে আমরা ডুবতে বসেছি সমর'।

প্রসঙ্গত যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনাকালীন প্রতিদিনই ক্লাসরুমে প্রবেশ করে শ্রীগুহ পড়ানো আরম্ভের আগে প্রথমেই ব্ল্যাকবোর্ডে লিখতেন 'জয়হিন্দ' — কোনদিন এর ব্যত্যয় ঘটেনি সুভাষচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ ও একনিষ্ঠ অনুগামী ও সুভাষবাদের অক্লান্ত যোদ্ধা এই ব্যক্তিত্বের। ১৯৬৭ তে প্রথমবার সাংসদ হয়েই তিনি সংকল্প করেন নেতাজির প্রতি রাষ্ট্রীয়স্তরে উপেক্ষা অবহেলা দূরীকরনের; তাঁরই উদ্যোগে নেতাজির প্রতি রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতিদানের লক্ষ্যে সেই প্রথম নেতাজি-রহস্য সমাধানে নতুন তদন্ত কমিশন গঠনসহ বিবিধ দাবি সম্বলিত ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার রচিত ও দলমত নির্বিশেষে প্রায় ৩৫০ সাংসদ-স্বাক্ষরিত (অধ্যাপক হীরেন মুখোপাধ্যায় ব্যতীত কোন কমিউনিস্ট সাংসদ অবশ্য স্বাক্ষর করেননি) একটি স্মারকপত্র রাষ্ট্রপতি ও প্রধনমন্ত্রীর কাছে পেশ করা হয়। এবং প্রাথমিক সাফল্য আসে সংসদের মভলংকর হলে নেতাজির একটি চিত্র স্থাপনের মধ্য দিয়ে। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর কাছে তাঁরই একক দরবারের ফল ১৯৬৮ তে আজাদ হিন্দ সরকারের রজতজয়ন্তী পালন রাষ্ট্রীয় মর্যাদায়। ক্রমে ক্রমে লালকেল্লায় নেতাজির তরবারি স্থাপন ও লাইট এণ্ড সাউণ্ড অনুষ্ঠানে নেতাজির কণ্ঠস্বরও যুক্তকরন, আজাদ হিন্দ ফৌজের সেনানীদের স্বাধীনতা সংগ্রামীর স্বীকৃতি ও বকেয়া বেতন ভাতা পেনশনপ্রাপ্তি সবই সম্ভব হলো তাঁরই নিরলস উদ্যোগে। ১৯৬৯এ ডঃ ভি ভি গিরি রাষ্ট্রপতি হলে নেতাজি তদন্ত কমিশন গঠনের দাবিতে আবার কংগ্রেস সহ বিরোধী দলের ৪৫জন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের স্বাক্ষরিত (এবারও স্বাক্ষরে অনিচ্ছুক কমিউনিস্ট দল)একটি স্মারকপত্র পেশ হয় রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর সমীপে তাঁরই সক্রিয় উদ্যোগে। বাংলা দেশের মুক্তি্সংগ্রামের সমর্থনেও এদেশে তাঁর সক্রিয় ভূমিকা উল্লেখের দাবি রাখে। সে সময় তাঁরই উদ্যোগে স্বাধীন বাংলাদেশের সমর্থনে এম সি চাগলার সভাপতিত্বে 'ন্যাশন্যাল কোঅর্ডিনেশন কমিটি ফর বাংলাদেশ' গঠিত হয় যার কার্যকরী সভাপতির দায়িত্ব তাঁর উপরই বর্তেছিল।

শ্রীমতী গান্ধীর সরকার ও প্রশাসনে চলা রাজনৈতিক ভ্রষ্টাচারের বিরুদ্ধে লোকনায়ক জয়প্রকাশ নারায়ণ সম্পূর্ণ বিপ্লবের ডাক দিলে দেশব্যাপী যে আন্দোলনের ঢেউ ওঠে সুভাষবাদের আদর্শে দীক্ষিত অন্যায়ের বিরুদ্ধে সদাপ্রতিবাদী সমর গুহও তাতে ঝাঁপিয়ে পড়েন।

এর মাঝেও শ্রীগুহ সংসদে সোচ্চার হয়েছিলেন খোসলা কমিশনের রিপোর্টের বিরুদ্ধে এবং নেতাজি সম্পর্কে আপত্তিকর শব্দ ব্যবহারের জন্য খোসলার বিরুদ্ধে তাঁর আনীত ধিক্কার প্রস্তাবের উপর আলোচনা শুরু হয়েও অসমাপ্ত থেকে যায় কারণ ১৯৭৫ এর ২৫শে জুনে দেশে জারি করা হল জরুরি অবস্থা। সে সময়ে অন্যান্য বিরোধী নেতাদের সাথে সমর গুহকেও গ্রেপ্রার করা হয় — মুক্তি ১৯৭৭ এ লোকসভার নির্বাচনের আগে। হরিয়ানার রোহতক জেলে বন্দীজীবনই সুযোগ এনে দিয়েছিল ১৯৭৮এ প্রকাশিত 'Netaji-Dead or Alive' গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুতির। যাহোক সাতাত্তরের নির্বাচনে জনতা দলের সাংসদ হিসাবে জয়ী হয়ে দলের 'কোওর্ডিনেটর'এর দায়িত্ব পালন করেন। তবে তাঁর পদের কোন মোহ ছিলনা-দল জিতলেও তিনি সরকারের মন্ত্রী হতেও চাননি।যদিও তখন তাঁর উদ্যোগেই সংসদের সেন্ট্রাল হলে প্রথম নেতাজির তৈলচিত্র টাঙানো হয় ১৯৭৮এ। তাঁর উত্থাপিত প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতেই ওই ১৯৭৮ এর ২৮শে আগষ্ট সংসদে দাঁড়িয়ে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মোরারজি দেশাই নেতাজির অন্তর্ধান রহস্য নিরুপণে গঠিত শাহনওয়াজ কমিটি ও খোসলা কমিশনের সিদ্ধান্ত ও পর্যবেক্ষন চূড়ান্ত হিসেবে গণ্য না করার সরকারি ঘোষণা করেছিলেন। সরকারের তরফে এমন ঘোষণায় হয়ত আপাতসন্তুষ্ট শ্রীগুহ তাঁর প্রস্তাবটি প্রত্যাহার করে নেন অন্তরের এই আহবানে যে ভগবানজী ওরফে গুমনামী বাবাই নেতাজি যিনি সত্বর আত্মপ্রকাশ করবেন। কিন্তু জনতা সরকারের প্রধানমন্ত্রীর সংসদে এমন ঘোষণায় প্রমাদ গুনল সংশ্লিষ্ট স্বার্থান্বেষী মহল যারা এতদিন ধরে অপপ্রচার চালিয়ে বিমান দূর্ঘটনায় মৃত্যুর গল্প ফেঁদে এসেছে এবং প্রশাসনিক ক্ষমতার অপব্যবহার করে গল্পটিকে প্রতিষ্ঠা দিতেও কিঞ্চিৎ সফল হয়েছে। তাই নেতাজিকে নিয়ে শ্রীগুহের এই অতিসক্রিয়তাই এঁদের চোখে গর্হিত অপরাধ। তাঁকে ফাঁসিয়ে দিয়ে তাঁর রাজনৈতিক ক্যারিয়ার শেষ করে দেবার চক্রান্ত শুরু করলো তারা।

এই চক্রান্তেরই শিকার সাংসদ অধ্যাপক গুহ এর প্রায় পাঁচ মাস পর ১৯৭৯ এর ২২শে জানুয়ারি অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসে ভরপুর এবং আবেগের বশবর্তী হয়ে অনধাবনতাবশত একটি সুপারইম্পোজড ছবির ভিত্তিতে, কোলকাতা প্রেসক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলনে ঘোষনা করে ফেললেন নেতাজি জীবিত আছেন এবং তিনি শীঘ্রই আত্মপ্রকাশ করবেন। শোনা যায় ঐ ছবিটি তাঁকে সরবরাহ করেছিলেন তাঁরই আপাত আস্থাভাজন জনৈক যিনি চক্রান্তের অংশীদার হলেও নেতাজি আবেগে আপ্লুত শ্রীগুহ তা বুঝতে অপারগ হওয়ায় তাঁকে অন্ধভাবে বিশ্বাস করে পাতা ফাঁদে পা দিয়েছিলেন অনবধানবশতঃ। অগ্রপশ্চাত বিবেচনা না করে এমন এক ঘোষনা করায় তাৎক্ষনিক আলোড়ন উঠলেও অবিলম্বেই কংগ্রেসের প্রকাশ্য চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হন তিনি এবং বাস্তবে এমন কোন আবির্ভাব না ঘটায় কঠিনভাবে সমালোচিত হন বিরুদ্ধবাদীদের দ্বারা। তাঁর এই অদূরদর্শিতায় রাজনৈতিক পরিসরেও পরিহাসের সম্মুখীন হন। তৎক্ষণাৎ সেই চক্রীরা সক্রিয় হয় কালিমা লেপনও চরিত্রহননে। এ ব্যাপারে তাঁর বিরুদ্ধে কোলকাতা উচ্চ ন্যায়ালয়ে দু'টি মানহানির মামলাও করা হয় কংগ্রেস দলের পক্ষ থেকে। অস্বস্তিতে পড়েন সহমর্মী ও সমমতাদর্শীরাও। নিজের দলও সেভাবে পাশে দাঁড়ায়নি। বরং সেই ঘটনার প্রেক্ষিতে সংসদের 'অধিকার রক্ষা কমিটির' চেয়ারম্যানের দায়িত্ব থেকে তাঁকে অব্যহতি দেওয়া হয়। সুভাষবাদের একনিষ্ঠ অনুগামী ও অনুরাগী তিনি সংসদে প্রবেশের প্রথম দিন থেকেই রাষ্ট্রীয় পরিসরে সেই 'মহাক্ষত্রিয়ে'র প্রতি চলমান কৃতঘ্নতা লক্ষ্য করে এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের শপথে রাষ্ট্রীয় মঞ্চে যোগ্য মর্যাদায় তাঁর অধিষ্ঠানের ও অন্তিম পরিনতি অনুসন্ধানের দাবিতে যে দুর্দমনীয় নিরলস একক 'ধর্মযুদ্ধে' অবতীর্ণ হয়েছিলেন তার কৃতিত্ব, সামগ্রিক সাফল্য এই একটি ঘটনায় গুরুত্বহীন প্রতিপন্ন করে তাঁকে অপ্রতিভ অপ্রাসঙ্গিক করতে সচেষ্ট হল এতদিন অপেক্ষমান একটা মহল, যাদের উত্তরসূরীরা আজও আজাদ হিন্দ বাহিনী ও এর সর্বাধিনায়কের অতুলনীয় গৌরবোজ্জ্বল ভুমিকাকে লঘু করতে নিয়ত সংবাদপত্র/ সাময়িকের পাতায় নিজেদের অসূয়াজনিত মধ্যমেধার প্রকাশ করে যাচ্ছে।

প্রসঙ্গত এ হয়ত এক সমাপতন যে ১৯৩৯এ ত্রিপুরী কংগ্রেসে বিরোধের সময় সুভাষকে 'ডাউন' করার প্রয়োজন হয়েছিল যে 'বন্ধু'র চার দশকের উপান্তে তাঁরই উত্তরাধিকারীর হয়তো সংসদে মোরারজি দেশাইয়ের সেই সুভাষের অন্তর্ধান রহস্য নিয়ে ওই ঘোষণার প্রেক্ষিতে সুদূরপ্রসারী 'বিপদে'র গন্ধ পেয়ে প্রয়োজন হয়েছিল সমরবাবুকে 'মিথ্যাচারী' প্রতিপন্ন করে অপদস্থ অপ্রতিভ করার পাশাপাশি মূল বিষয়টিকে অপ্রাসঙ্গিক ও চিরতরে নস্যাৎ করার অপচেষ্ট্রা- আর যে করেই হোক ক্ষমতায় আশু প্রত্যাবর্তনের অতিআগ্রহ তো ছিলই। হয়ত এও এক সমাপতন-পরের বছর ১৯৮০তেই ইন্দিরা গান্ধীর প্রত্যাবর্তন।

যাহোক ঐ ঘটনার ফলে সমরবাবুর রাজনৈতিক জীবনের ঔজ্জ্বল্য কৃতিত্ব কিঞ্চিৎ ম্লান ধূসর হয়, তিনি পরবর্তী নির্বাচনে পরাজিতও হন। জাতীয় রাজনীতির পরিসরে তাঁর উত্থান বাধাপ্রাপ্ত হয়, প্রাসঙ্গিকতা ও প্রভাব ক্রমে গুরুত্ব হারাতে থাকে সর্বভারতীয় আঙ্গিনায়। পরবর্তীতে সংসদীয় রাজনীতি থেকে ক্রমসম্পর্কহীন স্বাধীনতাসংগ্রামী, আদর্শনিষ্ঠ নির্ভীক কিন্তু আবেগপ্রবন মানুষটি হয়ত অবশিষ্ট জীবনের একান্তে অনুশোচনায় যন্ত্রণাদগ্ধ হয়েছেন অতিত্বরাজনিত অদূরদর্শিতায় কাউকে সরলবিশ্বাসে নির্ভরতায় প্রতারিত হয়ে এই মূল্য দেবার জন্য।

তবে মুখার্জি কমিশন ও এসংক্রান্ত অন্যান্য রিপোর্ট দেখে অনেকেই এখন অনুভব করতে পারেন যে ১৯৭৯ এ প্রেস ক্লাবে শ্রীগুহ প্রদর্শিত নেতাজির ছবিটি জাল (যা তিনি নিজেও আগে বুঝতে পারেননি) হলেও নেতাজির জীবিত থাকা সম্পর্কিত তাঁর বক্তব্য নিছক স্তোকবাক্য বা অনৃতভাষন ছিল না। প্রসঙ্গত তাঁর লোকসভা কেন্দ্রের সঙ্গে তাঁর পূর্ব পরিচিতি না থাকলেও কিংবা তাঁর দল পি এস পি এমন কিছু বড় দল না হলেও পরপর তিনটি লোকসভা নির্বাচনে তিনি সহজেই জয়যুক্ত হয়েছিলেন কারণ নেতাজি ও তাঁর আদর্শের প্রতি তাঁর অবিচল নিষ্ঠা ও প্রশ্নাতীত আত্মনিবেদনই তাঁকে সারা দেশেই এক বিশেষ পরিচিতি দিয়েছিল।

উল্লেখ্য ১৯৯৯ সালে মুখার্জী কমিশন গঠিত হলেও এর নান্দীমুখ হয়ত হয়েছিল সেই ১৯৭৮ সালে সাংসদ সমর গুহের উদ্যোগে আনীত ৩০০ জন সাংসদের স্বাক্ষরিত প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রী মোরারজি দেশাই এর সংসদে সেই ঐতিহাসিক ঘোষনায়। তবে মুখার্জী কমিশনে শুনানীকালে তিনি অংশগ্রহণ করতে পারেননি কারণ ১৯৯৯ এর ২৩শে জানুয়ারী উপলক্ষে সারাদিন ধরে অনেকগুলি জনসভায় ভাষন দেওয়ার পর সেই যে তিনি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লেন তা থেকে আরোগ্যলাভ হয়নি। ৯ই মে ২০০২ তারিখে শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যা নিয়ে তিনি আমরি হাসপাতালে ভর্তি হন। ওখানেই ১৭ই জুন প্রয়াণ হয় আপোষহীন বিপ্লবী সমর গুহের-ঘটে যায় রাজনীতির আঙ্গিনায় একবর্ণময় জীবনের যবনিকাপাতও।

স্বাধীনোত্তর দেশের শাসকের অভিরুচি অনুসারে রচিত দেশের ইতিহাসে যথার্থ স্থান পায়নি দেশের স্বাধীনতা অর্জনে অতুলনীয় আত্মত্যাগের সে কাহিনী জনসাধারনকে জানতে দেওয়া হয়নি-হয় না স্বাধীনতা অর্জনের প্রকৃত সে ইতিহাস।

আজ সেই মহান সন্তানদের মহাপ্রয়াণ দিবসে নিবেদিত হোক বিনম্র শ্রদ্ধা ও প্রণাম।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

তৃণমূল-বিজেপি সংঘর্ষে উত্তপ্ত বহরমপুর, ব্যাপক বোমাবাজি-ভাঙচুরের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বহরমপুর: তৃণমূল-বিজেপি সংঘর্ষে উত্তপ্ত হয়ে উঠল বহরমপুর থানার গোয়ালজান। ঘটনাটি ঘটেছে মুর্শিদাবাদের বহরমপুর থানার অন্তর্গত নিয়াল্লিশপাড়া পঞ্চায়েতের গোয়ালজানে। শনিবার রাতে ক্লাবের মধ্যে এসে বিজেপি-তৃণমূল দু'পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। তাই নিয়ে ব্যাপক বোমাবাজি শুরু হয়। ঘটনায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে বহরমপুর থানার পুলিশ পৌঁছয়। ইতিমধ্যে বেশ কয়েকজনকে আটক করে নিয়ে গিয়েছে পুলিশ। দিনকয়েক ধরে এলাকায় চাপা উত্তেজনা ছিল। এরপর শনিরাতে তৃণমূল এবং বিজেপি মুখোমুখি হলে দু'পক্ষের সংঘর্ষ বাধে। সংঘর্ষ শেষ পর্যন্ত বোমাবাজিতে গড়ায়। অভিযোগ, মুড়ি মুড়কি মতো এলাকায় বোমা পড়ে। ভাঙচুর করা হয় ক্লাব ও বাড়ি। এছাড়া ভাঙচুর করা হয় একটি মোটর বাইক।

স্থানীয়দের দাবি, মুর্শিদাবাদে এবার অবাধ শান্তিপূর্ণ ভাবেই ভোট মিটেছে। তবে ভোট পরবর্তী সন্ত্রাস এখনও মেটেনি। গোয়ালজান এলাকা কার্যত বিজেপির দখলে রয়েছে। পঞ্চায়েতের নির্বাচিত সদস্য বিজেপির। বিজেপির অভিযোগ, নির্বাচনে বুথ লুঠে বাধা দেওয়ায় তৃণমূল এলাকায় দাপিয়ে সন্ত্রাস শুরু করেছে। বেশ কিছুদিন ধরেই এলাকায় চাপা উত্তেজনা রয়েছে। এলাকায় একটি মদের ঠেক রয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেসের মস্তান বাহিনী ওই ঠেক নিয়ন্ত্রণ করে। শনিবার রাতে দোকানে মদ খাওয়ার জন্য জল নিতে এলেই উত্তেজনা শুরু হয়।

ছবি ঘোষ নামে এক বিজেপি সমর্থককে মারধর করার অভিযোগে, প্রতিবাদে পথে নামে এলাকার মহিলারা। অভিযোগ, তখন মহিলাদেরও মারধর করা হয়। চলে ব্যাপক বোমাবাজি। বিজেপি সমর্থকদের ক্লাবঘর ভেঙে দেওয়া হয়। একটি বাড়ি ও মোটর বাইকে ভাঙচুর চালানো হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বহরমপুর থানার পুলিশ। দুই মহিলা সহ ছ'জনকে আটক করে নিয়ে গিয়েছে পুলিশ। আটক সকলেই বিজেপি সমর্থক।

আর তাতেই আগুনে ঘি পড়েছে। এলাকার মহিলারা ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে পুলিশের ভূমিকার নিন্দা করেছেন। তৃণমূল কর্মী জয়ন্ত দে, বরুণ ঘোষ সহ সাতজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে। নিয়াল্লিশপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের বিজেপি সদস্য শ্যামলি মিস্ত্রির দাবি, পুলিশ একতরফা বিচার করে শুধুমাত্র বিজেপি সমর্থকদের ধরে নিয়ে গিয়েছে। এদিন বিকেলে ঘটনাস্থলে আসেন বিজেপির জেলা সভাপতি শাখারভ সরকার। শাখারভবাবু বলেন, 'পুলিশ তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের আড়াল করতে চাইছে। এর বিরুদ্ধে আমরা আন্দোলনে নামব।'

শাসকদলে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের অভিযোগ

বালিঘাট থেকে তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে টাকা তোলার দাবি, প্রতিবাদ অন্য গোষ্ঠীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামুড়িয়া: বালির টাকা বণ্টনকে কেন্দ্র করে জামুড়িয়া বিধানসভা কেন্দ্রের হিজলগড়া পঞ্চায়েত এলাকার বীরকুলটি গ্রামে তৃণমূল কংগ্রেসের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে কোন্দলের অভিযোগ। এলাকার উন্নয়নের নামে বীরকুলটি বালিঘাট থেকে আদায় করা টাকা গ্রামে সঠিক ভাবে খরচ না করে আত্মসাৎ করা হচ্ছে বলে অভিযোগ এলাকারই তৃণমূলের এক গোষ্ঠীর।

গ্রামবাসীদের দাবি, গ্রামের সড়ক দিয়ে ক্রমাগত ওভারলোডেড বালির ট্রাক চলাচলের কারণে রাস্তার অবস্থা বেহাল হয়ে পড়েছে। এ ছাড়াও ছোটরা এই রাস্তা ধরেই নিয়মিত স্কুল যাতায়াত করে। তাদের সবসময় দুর্ঘটনার আশঙ্কা থাকে। এখন ওভারলোড গাড়িগুলিকে গ্রামের রাস্তা দিয়ে যেতে দেওয়া হবে না। এসব ইস্যুতে শনিবার বালিঘাট থেকে গ্রামের ভেতর দিয়ে যাওয়া যানবাহন আটকে দেয় এই গ্রামের মানুষ। এরপরই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এলাকার পরিবেশ। পরিস্থিতি যাতে আরও খারাপ না হয় তা নিশ্চিত করার জন্য, পুলিশ সহ বিপুল সংখ্যক সেন্ট্রাল ফোর্স বীরকুলটি গ্রামে পৌঁছে পরিস্থিতি সামলানোর চেষ্টা শুরু করে।

আশ্চর্যের বিষয় হল, উভয় দলের লোকেরাই নিজেদের তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী সমর্থক বলে দাবি করছেন। এই ঘটনার পর জামুড়িয়া এলাকায় আবারও তৃণমূল কংগ্রেসের গোষ্ঠীকোন্দল সামনে এল বলে দাবি। এই বিষয়ে বীরকুলটির স্থানীয় বাসিন্দা মৃত্যুঞ্জয় গড়াই অভিযোগ করেছেন যে, উৎপল রুইদাস নামে এক টিএমসি কর্মী এখানে বালির কারবারিদের থেকে টাকা নিচ্ছেন। ওই এলাকার বালিঘাট থেকে বালি তুলতে হলে গ্রাম উন্নয়নের নামে প্রতিটি গাড়িতে ১৭০ টাকা দিতে হয় উৎপল রুইদাসকে। তিনি আরও দাবি করেন, উৎপল রুইদাস স্থানীয় বিধায়কের ছেলের মদতে শুধু টাকাই আত্মসাৎ করেন না, এখানেও তিনি নারী-পুরুষের ওপর নির্যাতন চালান। এর প্রতিবাদে এদিন গ্রামবাসী বালি পরিবহণ বন্ধ করে দেয়। তাঁর দাবি, উৎপল রুইদাসের অত্যাচারে বিরক্ত হয়ে বর্তমানে তিনি নিজেকে টিএমসি পার্টি থেকে দূরে সরিয়ে নিয়েছেন। তিনি আগেও টিএমসির একজন সক্রিয় কর্মী ছিলেন এবং এখানে টিএমসির কমিটির সদস্য ছিলেন।

তবে এ বিষয়ে উৎপল রুইদাসের দাবি, তাঁর বিরুদ্ধে আনা সব অভিযোগ ভিত্তিহীন। মৃত্যুঞ্জয় গড়াই, যিনি তাঁর বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ করছেন, তিনি বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন এবং এখন রাজনৈতিক কারণে এমন মন্তব্য করছেন। তিনি চ্যালেঞ্জের সঙ্গে জানান, তিনি যদি কোনও অপরাধ করে থাকেন, তা হলে তার বিরুদ্ধে প্রমাণসহ মৃত্যুঞ্জয়রা থানায় অভিযোগ করছেন না কেন? তৃণমূলের এই দুই গোষ্ঠীর ঘটনায় এটা আবার প্রমাণ হল যে, জামুড়িয়ার বিভিন্ন নদীঘাট থেকে অবৈধ ভাবে বালির কারবার অব্যাহত।

রামকেলি ধামে জ্যৈষ্ঠ সংক্রান্তিতে শুরু উৎসবে মাতৃ পিণ্ডদান বহুজনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: ভারতবর্ষের মধ্যে অন্যতম মাতৃ পিণ্ডদানের জায়গা মালদার রামকেলি ধাম। যেখানে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের পাদুকা চিহ্ন রয়েছে। আর সেই মালদার রামকেলি ধামে জ্যৈষ্ঠ সংক্রান্তি থেকে শুরু হওয়া উৎসবে মাতৃ পিণ্ডদান দিতে এসেছেন বহু মানুষ। কথিত আছে যে, মোঘল আমলের বহু বিংশ দশক পূর্বে ভগবান শ্রী রামচন্দ্র এবং দেবী সিতা এখানকারই একটি পুকুরে জলকেলি করেছিলেন। তার থেকেই নাম হয়েছে রামকেলি। দেবী সীতা এই রামকেলিতেই তাঁর মায়ের পিণ্ডদান করেছিলেন। ফলে আজও ভারতবর্ষের অন্যতম মাতৃপিণ্ড দানের জায়গা হয়ে দাঁড়িয়েছে মহাপ্রভু শ্রী চৈতন্যদেবের পাদুকা চিহ্ন থাকা এই রামকেলি ধাম।

মালদার ইংরেজবাজার ব্লকের মহদিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এলাকায় রয়েছে প্রাচীন নিদর্শন ক্ষেত্র গৌড়। আর সেই গৌড়ের এক পাশেই রয়েছে এই রামকেলি ধামের মন্দির। প্রায় ৫১০ বছর আগে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের ধর্ম প্রচারের সময় এই রামকেলিতে এসেই বিশ্রাম নিয়েছিলেন। সেখানেই শ্রীচৈতন্যদেবের পাদুকা চিহ্ন আজও মন্দিরের মধ্যে সংরক্ষিত রয়েছে।

রামকেলি পুজো কমিটির কর্মকর্তাদের বক্তব্য, ভারতবর্ষের গয়া ছাড়া পশ্চিমবঙ্গের মালদা জেলার এই রামকেলি ধামই একমাত্র মাতৃ পিণ্ডদান ক্ষেত্র। যেখানে এই রাজ্যের পাশাপাশি ভিন্ন জায়গা থেকেও বহু মানুষ আসেন মাতৃ পিণ্ডদান করতে। রীতিমতো পুরোহিতের মন্ত্র উচ্চারণে নিয়ম করেই রামকেলি উৎসব চলাকালীন মাতৃ পিণ্ডদান করে থাকেন অসংখ্য মানুষ।

ঝাড়খণ্ডের রাজমহল এলাকা থেকে এসেছিলেন সুনিতা কুমারী। সঙ্গে তাঁর পরিবারের লোকেরাও ছিলেন। সুনিতা দেবী বলেন, 'মাতৃপিণ্ড দানের জন্য অনেক খোঁজ নিয়ে মালদার এই রামকেলি ধামের নাম জানতে পারি। তারপরে এখানে এসে স্বর্গীয় মায়ের পিণ্ডদান করেছি। খুব ভালো লেগেছে। এমন একটি পূর্ণক্ষেত্র যে বাংলায় আছে, বিগত দিনে তা জানা ছিল না।' এদিন মাতৃ পিণ্ডদান করেই ব্রাহ্মণ সেবন এবং গরিবদেরও খাওয়ানোর ব্যবস্থা করে ঝাড়খণ্ডের ওই পরিবার।

একই ভাবে অসম থেকে এসেছিলেন রুমকি পাণ্ডে ও তাঁর পরিবার। তাঁরাও এদিন নিয়ম করেই মাতৃ পিণ্ডদান করেছেন। রামকেলি ধাম থেকে ঢিলছোড়া দূরত্বে ফিরোজ মিনারের কাছেই রয়েছে একটি বিশাল জলাশয়। তার পাশেই রয়েছে বড় আকারের পিণ্ডদানের একটি ছোট্ট মন্দির। সেখানেই ব্রাহ্মণ সেবাইতদের সহযোগিতা নিয়েই ভিন্ন রাজ্য থেকে আসা ভক্তদের মাতৃ পিণ্ডদানেরও ব্যবস্থা করা হয়। রামকেলি পুজো কমিটির কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, শনিবার থেকে শুরু হওয়া উৎসবে রবিবার পর্যন্ত কয়েক হাজার মানুষ মাতৃ পিণ্ডদানে সামিল হয়েছেন। নিয়ম নিষ্ঠার সঙ্গে এই কাজ প্রতি বছরই করা হয়ে থাকে।

দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: গাছ থেকে উদ্ধার এক ব্যক্তির ঝুলন্ত মৃতদেহ। মৃত ওই ব্যক্তির নাম নীরেন মণ্ডল (৬৮)। পেশায় দিনমজুর নীরেন মণ্ডলের বাড়ি গঙ্গারামপুর ব্লক এলাকায়। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার তপন ব্লকের অন্তর্গত মালঞ্চা এলাকার ঘটনা। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানোর পাশাপাশি পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে পুলিশের তরফে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার সকালে মালঞ্চা এলাকায় একটি গাছে তাঁর ঝুলন্ত দেহ দেখতে পান স্থানীয়রা। এরপর তড়িঘড়ি তাঁরা খবর দেন নীরেন মণ্ডলের বাড়িতে এবং তপন থানায়। তপন থানার পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য

বালুরঘাট সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়েছে। মৃতের পরিবারের এক আত্মীয় জানান, নীরেন মণ্ডল দিনমজুরি করেই জীবনযাপন করেন। এলাকার কারও সঙ্গেই তাঁর কোনও মনোমালিন্য ছিল না। কী ভাবে এই ধরনের ঘটনা ঘটল, তা নিয়েই ধন্দে রয়েছেন তাঁরা।

রানিগঞ্জের সোনার দোকানে ডাকাতি, অণ্ডালে ধৃত আরও ১

নিজস্ব প্রতিবেদন, রানিগঞ্জ: কয়েকদিন আগে রানিগঞ্জের একটি নামজাদা সোনার দোকানে দুঃসাহসিক ডাকাতির ঘটনা ঘটে।

জামুড়িয়া থানার অন্তর্গত শ্রীপুর ফাঁড়ির আইসি মেঘনাদ মণ্ডলের দুঃসাহসিক লড়াইয়ের কারণে ডাকাত দল প্রচুর সোনার গয়না নিয়ে চম্পট দিতে ব্যর্থ হয়। মোট সাতজন ছিল সেই ডাকাত দলে। তাদের মধ্যে একজন গুলিবিদ্ধ হয় মেঘনাথ মণ্ডলের ছোড়া বুলেটে। এই ডাকাতির ঘটনায় ঝাড়খণ্ড ও বিহারের যোগ মেলে। ইতিমধ্যেই গুলিবিদ্ধ সোনু সিং সহ মোট দু'জনকে গ্রেপ্তার করে রানিগঞ্জ থানার পুলিশ। ডাকাতি হওয়া সোনার গয়না কিছু উদ্ধার হয়। কিন্তু ঝাড়খণ্ড ও বিহার থেকে যারা ডাকাতি করতে এসেছিল, তাদের সঙ্গে স্থানীয় কার যোগ ছিল, বা কেউ তাদের হয়ে খবরিলালের কাজ করছিল বলে সন্দেহ হয় পুলিশের।

রবিবার ডাকাতির ঘটনায় দক্ষিণখণ্ডের জয়পুরিয়ার বাসিন্দা শশী মালি নামে এক খবরিলালকে আটক করে অণ্ডাল থানার পুলিশ। এই শশী মালির অণ্ডালের কাজোড়া মোড়ে একটি ফুলের দোকান আছে বলে জানা গিয়েছে। তার বাড়ি থেকেই অণ্ডাল থানার পুলিশ তাকে আটক করে থানায় নিয়ে যায়। তা হলে কি এই শশী মালি স্থানীয় সূত্র হিসেবে কাজ করেছিল? ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে অণ্ডাল ও রানিগঞ্জ থানার পুলিশ। এই দুঃসাহসিক ডাকাতির ঘটনার সঙ্গে শশী মালি জড়িত কিনা, সে বিষয়ে এলাকার বাসিন্দারা কিছুই জানেন না বলে দাবি। আপাতত অণ্ডাল থানার পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ চালাচ্ছে শশী মালিকে। তদন্তে আর কী কী তথ্য সামনে আসে এখন সেটাই দেখার।

উৎপাদনে ঘাটতিতেও লালমাটির সাত টন আম দিল্লির মেলায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: আম মানেই এখন আর শুধু মালদা বা মুর্শিদাবাদ নয়। সেই তালিকায় এখন রীতিমতো পাকাপোক্ত নাম লালমাটির জেলা বাঁকুড়ার। তবে এবার আবহাওয়া বিরূপ। তাই বাঁকুড়াতেও উৎপাদনে ঘাটতি। তবে এবারও দেশের রাজধানীর মানুষের রসনাতৃপ্তিতে দিল্লি পাড়ি দিচ্ছে লালমাটির জেলার আম।

গত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে এ রাজ্যের আম মানচিত্রে পরিচিত নাম বাঁকুড়া। বাঁকুড়ার লালমাটিতে উৎপাদিত আম্রপালি ও মল্লিকার স্বাদে গন্ধে শুধু বাঁকুড়া জেলার মানুষ নয়, সারা রাজ্য, দেশ এমনকি মধ্য প্রাচ্য ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশের মাটিতেও বেশ সুনাম কুড়িয়েছে। গত কয়েক বছর ধরে দিল্লির আমমেলায় মালদা ও মুর্শিদাবাদকে টপকে একের পর এক মেডেল ছিনিয়ে নিয়েছে বাঁকুড়ার আম্রপালি ও মল্লিকা।

কিন্তু এবার আবহাওয়া অনুকূল না থাকায় জেলাজুড়ে আমের ফলন কমেছে অনেকটাই। স্বাভাবিক ভাবেই জেলার মানুষের চাহিদা মিটিয়ে অন্যত্র আম পাঠানো যাবে কিনা, তা নিয়ে আশা আশঙ্কা ছিল উদ্যান পালন দপ্তরের। তবে শেষ পর্যন্ত এবারও রাজ্যের বাইরেই পাড়ি দিল বাঁকুড়ার আম্রপালি ও মল্লিকা। আগামী ১৬ জুন থেকে ৩০ জুন পর্যন্ত দিল্লির জনপথে আয়োজিত আমমেলায় অংশ নিচ্ছে বাঁকুড়ার আম্রপালি ও মল্লিকা। উদ্যান পালন দপ্তর প্রাথমিক ভাবে ৭ টন আম পাঠাচ্ছে দিল্লির আম মেলায়। গত কয়েক বছরের মতো এবারও কি বাঁকুড়ার আম আম দিল্লিবাসীর মন জয় করবে? আশা ছাড়তে নারাজ উদ্যান পালন দপ্তর। শেষ পর্যন্ত দিল্লির আমমেলায় আম রওনা দেওয়ায় ভালো দামের আশায় বুক বাঁধছেন জেলার শতাধিক আম চাষি।

পাঞ্জাব নেশনল বৈঙ্ক punjab national bank

দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

সার্কেল SASTRA মুর্শিদাবাদ, ২৬/১১, শহিদ সূর্য সেন রোড
পো. বহরমপুর, জেলা - মুর্শিদাবাদ, (পব), ই-মেল : cs8283@pnb.co.in

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩ ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণকে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের অধীনে সংশ্লিষ্ট তারিখ অনুযায়ী নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ/গুলি ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাগণ এবং সাধারণের প্রতি বিজ্ঞাপিত হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট জামিনদত্ত সম্পত্তি(সমূহ) স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতা/বন্ধকদাতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।
ঋণগ্রহীতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তি/সমূহের কোনরূপ লেনদেন না করেন। সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি/সমূহের কোনরূপ লেনদেন পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের সমুদয় বকেয়া পরিমাণ সুদ সহ আদায়দান সাপেক্ষ।

ক্রম নং	ক) অ্যাকাউন্ট নাম খ) শাখার নাম	বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিস্তারিত	ক) দাবি নোটিশের তারিখ খ) দখলের তারিখ গ) দাবি নোটিশের তাং অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ
১.	ক) **বাবলি খাতুন,** স্বামী সৈয়দ আজাদ আলি, **স্বত্বাধিকারী : মেসার্স বাবলি এন্টারপ্রাইজ।** খ) **পাঁচথুপি শাখা**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং দোকান তথা বসবাসের ভবন, মৌজা : হাতিশালা, জেএল নং ১৪১, আরএস প্লট নং ১৭৮৭ এবং এলআর প্লট নং ২৩৪৭, খতিয়ান নং ৮৬৮, এলআরখতিয়ান নং ২০৪৮, এরিয়া পরিমাণ ২.০ ডেসিমেল, জমির শ্রেণি : ভিটা, সুন্দরপুর গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, গ্রাম এবং পো : সুন্দরপুর, থানা: বারওয়ান, জেলা: মুর্শিদাবাদ, বিক্রয় দলিল নং ২৪৯৫-২০১৩ সালের রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর, পাঁচথুপি, মুর্শিদাবাদ অনুযায়ী। **স্বত্বাধিকারী : বাবলি খাতুন,** স্বামী সৈয়দ আজাদ আলি। বাদশাহী রোড ৩৪ এনএইচ, বড় মসজিদ, সুন্দরপুর, জেলা : মুর্শিদাবাদ, পিন: ৭৪২১৬১। চৌহদ্দি: উত্তরে : ডালিয়া বিবির ভবন,দক্ষিণে : আজিজুর শেখ এর ভবন, পূর্বে : রফিক শেখ এর ভবন, পশ্চিমে : বাদশাহী রোড।	**ক) ২৯.০২.২০২৪ খ) ১৪.০৬.২০২৪ গ) ১৯,৭৫,৭৯৫.৫৪ টাকা (উনিশ লাখ পঁচাত্তর হাজার সাতশ পঁচানব্বই টাকা এবং চুয়ান্ন পয়সা) টাকা** ৩১.০১.২০২৪ অনুযায়ী এবং ৩১.০১.২০২৪ পর্যন্ত পরবর্তী সুদ এবং চার্জ সহ সম্পূর্ণ আদায় না হওয়া পর্যন্ত

তারিখ : ১৪.০৬.২০২৪
স্থান : গ্রাম এবং পোস্ট - সুন্দরপুর, থানা - বর্ধমান, জেলা - মুর্শিদাবাদ

অনুমোদিত অফিসার
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

SBFC

রেজিস্টার্ড অফিস:- ইউনিট নং ১০৩, ২য় তল, সি অ্যান্ড বি স্কোয়ার, সঙ্গম কমপ্লেক্স, সিটিএস নং ৯৫এ, ১২৭, আন্ধেরি কুরলা রোড, গ্রাম চাকালা, আন্ধেরি (পূর্ব), মুম্বই-৪০০০৫৯ টেলিফোন: +৯১২২৬৭৮৭৫৩০০ । ফ্যাক্স: +৯১ ২২৬৭৮৭৫৩৩৪ www.SBFC.com
কর্পোরেট আইডেন্টিটি নম্বর: U67190MH2008PTC178270

জনবিজ্ঞপ্তি

জনসাধারণকে জানানো যাচ্ছে যে, এসবিএফসি ফাইন্যান্স লিমিটেড ২৫.০৬.২০২৪ তারিখে এসবিএফসি ফাইন্যান্স লিমিটেডে সকাল ১০:৩০টায় বন্ধক সোনার অলঙ্কারগুলির নিলাম পরিচালনা করবে। ঠিকানা : চাঁপাডালি মোড়, ২য় তল, বারাসত, পোঃ+থানা- বারাসত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, সেনকো গোল্ড -এর নিকটে, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০১২৪।

এই সকল সোনার অলঙ্কারগুলি আমাদের গ্রাহকদের লোন অ্যাকাউন্টের যারা তাদের দেয় দিতে খেলাপ করেছেন। নিলাম সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি এইসকল ঋণগ্রহীতাদের কাছে যথাযথভাবে পাঠানো হয়েছে। গ্রাহকদের এইসকল সোনার গহণাসমূহ আমাদের বিভিন্ন ওভারডিউ লোন অ্যাকাউন্ট-এর যা নিম্নে বর্ণনা করা হল তাদের শাখা নাম সহ।

বারাসত শাখা : AP00362980, AP00421504, AP00424248, AP00448017, AP00479146, AP00504636, AP00522135, AP00565261, AP00587727

ডালহৌসি শাখার নিলাম অনুষ্ঠিত হবে ২৫.০৬.২০২৪ তারিখ সকাল ১০:৩০টায়, এসবিএফসি ফিনান্স লিমিটেড, ডালহৌসি, স্টিফেন হাউজ, একতলা, ৬ই, আরএন মুখার্জি রোড, বিড়লা বিল্ডিংয়ের বিপরীতে, কলকাতা-৭০০০০১ -তে।
ডালহৌসি শাখা : AP00440621, AP00446974, AP00458876, AP00478489, AP00547987, AP00588496

দুর্গাপুর শাখার নিলাম অনুষ্ঠিত হবে ২৫.০৬.২০২৪ তারিখ সকাল ১০:৩০টায়, এসবিএফসি ফিনান্স লিমিটেড, শাখা ঠিকানা - সুরেশ ম্যানসন, নাচন রোড, বেনাচিতি, দুর্গাপুর-৭১৩২১৩ (কোহিনুর রেস্টুরেন্টের বিপরীতে)।
শাখা - দুর্গাপুর : AP00201613, AP00370054, AP00437506, AP00447360, AP00458780, AP00475725, AP00524972, AP00529227, AP00529560, AP00530504, AP00540679, AP00554350, AP00577502, AP00580011, AP00605845, AP00609738

গড়িয়া শাখার নিলাম অনুষ্ঠিত হবে ২৫.০৬.২০২৪ তারিখ সকাল ১০:৩০ টায়, এসবিএফসি ফিনান্স লিমিটেড, শাখা ঠিকানা - ৩ নং গড়িয়া বোরাল মেইন রোড, বার্নিং ঘাটের নিকট, কলকাতা - ৭০০০৮৪।
শাখা - গড়িয়া : AP00355241, AP00434328, AP00447283, AP00451490, AP00466323, AP00529318, AP00531069, AP00539562, AP00556311, AP00556797, AP00557971, AP00558698, AP00575072, AP00595833

বিশদে জানতে, অনুগ্রহ করে এসবিএফসি ফিনান্স লিমিটেড-এ যোগাযোগ করুন, যোগাযোগ নম্বর: ১৮০০-১০২-৮০১২ (আগাম বিজ্ঞপ্তি ব্যতিরেকে নিলামে অ্যাকাউন্টের সবর্তন এবং/ নিলাম মুলতুবী রাখা / বাতিল করার অধিকার এসবিএফসি ফিনান্স লিমিটেড দ্বারা সংরক্ষিত।)

চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস

ওপেন ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি

নং ঃ সিওএস/সিআরজে/পিইউবি/ই-টেন্ডার/ ১৯/০১৬২, তারিখ ঃ ০৮.০৬.২০২৪। লিঙ্ক **www.ireps.gov.in**-এর অধীনে নিম্নরূপ **ই-টেন্ডারগুলি** দেখতে পাওয়া যাবে। এই ধরনের ই-টেন্ডার কেবলমাত্র বৈদ্যুতিনভাবে লিঙ্ক **www.ireps.gov.in→ login→E-Tender Stores/Supply**-এর মাধ্যমে জমা দেওয়া যাবে। ভেন্ডররা কোনো নির্দিষ্ট টেন্ডার বা আইআরইপিএস সংক্রান্ত তথ্য বিষয়ে বিশদ জিজ্ঞাসার, যদি থাকে, উত্তর পেতে নিম্নোক্ত আধিকারিকদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন ঃ ডেপুটি সিএমএম/এইচকিউ/সিএলডব্লু/ চিত্তরঞ্জন, ০৩৪১-২৫২৫৫৯৪ বা এসএমএম/ সিওএন/এইচকিউ, **০৩৪১-২৫৩৫৬৩১। অফিসের ঠিকানা ঃ** পিসিএমএম/সিএলডব্লু/ চিত্তরঞ্জন-এর অফিস। **ক্রঃ নং; টেন্ডার নং; সামগ্রীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ; পরিমাণ; বায়নামূল্য জমা (টাকা); টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় (প্র.ভা.স.)** নিম্নরূপ ঃ **[১]; ৭৫২৪৪১৩০;** ডব্লুএজি ৯এইচসি-এর জন্য সিএলডব্লু/এমএস/ ৩/০৩৯ অল্ট.৭ মাপকাঠি অনুযায়ী (সংযুক্তকৃত সেটের বিশদ অনুযায়ী ১৭টি সামগ্রীর একটি সেট), স্টেনলেস স্টিল শিট, প্লেট, বার ও ফ্ল্যাট। **[ওয়্যারান্টির মেয়াদঃ** ডেলিভারির তারিখের পর ৩০ মাস];৭৩৯.০০ সেট; **১,৬৭,৪৩০.০০** টাকা; **০১.০৭.২০২৪-এ সকাল ১১টা। [২]; ৭৫২৪৩৭২৬;** ড্রইং নং ১২০৯-০১.১১৮-০০২ অল্ট-৩ অনুযায়ী ডব্লুএজি-৯এইচসি-এর জন্য হোল্ডার ফর টিএম সাসপেনশন। **[ওয়্যারান্টির মেয়াদ ঃ** ডেলিভারির তারিখের পর ৩০ মাস]; ৫৬৫২.০০ সংখ্যক; **২০,০০,০০০.০০** টাকা; **৩১.০৭.২০২৪-এ সকাল ১১টা। [৩]; ৯১২৪০৮৮৪;** মেশিনড স্টেটর অ্যাসেম্বলি (প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সমেত), ড্রইং নং ঃ ১টিডব্লুডি.০৯৬.১০২ অল্ট-১৪, মাপকাঠি নম্বর ৪টিএমএস.০৯৬.০৭০ রেভ-২, অল্ট-১, এসটিআর নং সিএলডব্লু/টিএম/১৮৬০০ রেভ-২। **[ওয়্যারান্টির মেয়াদ ঃ** ডেলিভারির তারিখের পর ৩০ মাস]; ৯৪০.০০ সেট; **২০,০০,০০০.০০** টাকা; **১২.০৭.২০২৪-এ সকাল ১১টা। [৪]; ৮১২৪০৯৯২;** মাপকাঠি নং আইএস ২৯২৭-৭৫, ৪টিএমএস.০৯৬.০৯৬ রেভ-১, জিআর বিএ-সিইউ-এজি-১৬এ, এসটিআর নং সিএলডব্লু/টিএম/৯৬১ রেভ-১ অনুযায়ী সিলভার ব্রেজিং অ্যালয় রড এবং সিলভার ব্রেজিং অ্যালয় ফয়েলের উপযুক্ত ব্রেজিং ফ্লাক্স। **[ওয়্যারান্টির মেয়াদ ঃ** ডেলিভারির তারিখের পর ৩০ মাস];১২২.০০ কিলোগ্রাম; **০.০০** টাকা; **০৯.০৭.২০২৪-এ সকাল ১১টা। [৫]; ৮১২৪০১৮৭;** পলিয়েস্টার ফিল্ম (ওয়াই-পি) ২ এমআইএল.টিএইচকে., মাপ ঃ ১০০ প্লাস ২ প্লাস ০ মিমি × ৫০০ প্লাস ৩ প্লাস ০ মিমি., মাপকাঠি নং ৪টিএমএস.০৯৬. ১০৪.এসটিআর নং সিএলডব্লু/টিএম/১৮৭ রেভ-১। **[ওয়্যারান্টির মেয়াদ ঃ** ডেলিভারির তারিখের পর ৩০ মাস];২৭৯২০০.০০ সংখ্যক; **০.০০** টাকা; **০৯.০৮.২০২৪-এ সকাল ১১টা। [৬]; ৮১২৪০১৮৬; (ক)** অ্যাডহেসিভ গ্লাস ক্লথ টেপ, মাপ ঃ ০.১৪ × ১৯ মিমি. চওড়া (৩০ এম-এর কন্টিনিউয়াস রোল হিসেবে) মাপকাঠি নং ৪টিএমএস.০৯৬.০২৬, রেভ-১, এসটিআর নং সিএলডব্লু/টিএম/১২০৭৯/ এসটিআর/এজিসিটি (রেভ. ১) (সেল্ফ লাইফ ২৪ মাস), **[ওয়্যারান্টির মেয়াদ ঃ** ডেলিভারির তারিখের পর ৩০ মাস]; **(খ)** অ্যাডহেসিভ গ্লাস ক্লথ টেপ, মাপ ঃ ০.১৪ × ৫০ মিমি. চওড়া (৩০ এম-এর কন্টিনিউয়াস রোল হিসেবে) মাপকাঠি নং ৪টিএমএস.০৯৬.০২৬, রেভ-১, এসটিআর নং সিএলডব্লু/টিএম/১২০৭৯/ এসটিআর/এজিসিটি (রেভ. ১) (সেল্ফ লাইফ ২৪ মাস)। **[ওয়্যারান্টির মেয়াদ ঃ** ডেলিভারির তারিখের পর ৩০ মাস]; **(ক)** ২৪২১০.০০ মিটার, **(খ)** ১০১৫০.০০ মিটার; **০.০০** টাকা; **০২.০৮.২০২৪-এ সকাল ১১টা। [৭]; ৮১২৪০৮৬৩;** পলিমাইড পেপার (এনওএমইএক্স) পিএপি১, মাপ ঃ ০.৩৮ × ৯১৪ মিমি. (১০ এম-এর কন্টিনিউয়াস রোল হিসেবে), মাপকাঠি নং ৪টিএমএস.০৯৬.০৯১, রেভ-১, অল্ট-১, এসটিআর নং সিএলডব্লু/ টিএম/১৭৬ (রেভ. ১)। **[ওয়্যারান্টির মেয়াদঃ** ডেলিভারির তারিখের পর ৩০ মাস];১৬৭.৫০ মিটার; **০.০০** টাকা; **২৩.০৭.২০২৪-এ সকাল ১১টা। [৮]; ৮১২৪০৮৬৮;** ব্রেজিং ফ্লাক্স, মাপকাঠি নং ডিআইএন ইএন ১০৪৫-এফএইচ ১০, এসটিআর নং সিএলডব্লু/টিএম/৯৬১ রেভ-১। **[ওয়্যারান্টির মেয়াদ ঃ** ডেলিভারির তারিখের পর ৩০ মাস];৪৩৫.০০ কিলোগ্রাম; **০.০০** টাকা; **১৬.০৭.২০২৪-এ সকাল ১১টা। [৯]; ৮১২৪০১৪৮;** গ্লাস টেপ (ইজিটি) মাপ ঃ ০.১৮ × ২৫ মিমি., মাপকাঠি নং ৪টিএমএস. ০৯৫.০১৬ রেভ-১ এসটিআর নং সিএলডব্লু/ টিএম/২০১৫০ এবং ২০১৬০ (রেভ-১)। **[ওয়্যারান্টির মেয়াদ ঃ** ডেলিভারির তারিখের পর ৩০ মাস];১০০১২৫.০০ মিটার; **০.০০** টাকা; **৩০.০৭.২০২৪-এ সকাল ১১টা।**
[PR4/468] পিসিএমএম/সিএলডব্লু/চিত্তরঞ্জন
অনুসরণ করুন ঃ www.facebook.com/clwrailways

দুষ্টু গোরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভালো, আমি তাদের দলে চাই না: সাংসদ অরূপ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: 'কিছু বিশ্বাসঘাতক আছে, যারা তৃণমূলের খেয়ে বড় হয়েছে সেই বেইমানদের বিরুদ্ধে রাজ্যকে অভিযোগ জানাব' এমনটাই বললেন বাঁকুড়া লোকসভা কেন্দ্রের সদ্য নির্বাচিত তৃণমূল সাংসদ তথা দলের জেলা সভাপতি অরূপ চক্রবর্তী। বৃহস্পতিবার সিমলাপালে জনসংযোগ ও শুভেচ্ছা বিনিময় কর্মসূচিতে যোগ দিয়ে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি একথা বলেন। এরপরেই তিনি বলেন, 'দুষ্টু গোরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল অনেক ভালো। তাই দুষ্টু কুকুর আমি আর দলে রাখতে চাই না।' একই সঙ্গে দলে থাকা ওই সব ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও তিনি হুঁশিয়ারি দেন।

উল্লেখ্য, এবারের লোকসভা নির্বাচনে তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দী বিজেপির ডা. সুভাষ সরকারকে ৩২,৭৭৮ ভোটে হারিয়ে প্রথমবার সাংসদ হিসেবে দিল্লি যাত্রার ছাড়পত্র আদায় করে নেন তৃণমূলের অরূপ চক্রবর্তী। এরপরেও বাঁকুড়া পুরসভা, বাঁকুড়া বিধানসভা সহ তাঁর ছেড়ে যাওয়া তালডাংরা বিধানসভা কেন্দ্রের হাড়মাসড়া সহ বেশ কয়েকটি গ্রাম পঞ্চায়েতে ভোটের বিচারে বিজেপির চেয়ে পিছিয়ে আছেন তিনি। আর তারপরই সাংসদ অরূপ চক্রবর্তীর এই বক্তব্য যথেষ্ট প্রাসঙ্গিক বলেই অনেকে মনে করছেন।

পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়েও নিজের অবস্থানে অনড় থাকেন তৃণমূল সাংসদ অরূপ চক্রবর্তী। তিনি বলেন, 'রাজ্যের অনুমোদন পাওয়ার পরেই তাড়াব। যারা তৃণমূলের খাবে, পরবে আর দলের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবে তাদেরকে গড়্যারে (লাথি মেরে) বের করে দেব।' ওই বিশ্বাসঘাতকের তালিকায় একজন পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যও আছেন বলে তিনি জানান।

জলের সমস্যা, প্রতিবাদে বিধায়কের নেতৃত্বে ধরনা-অবরোধ কুলটিতে

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: রবিবার পানীয় জলের দাবিতে কুলটির বাসিন্দাদের সঙ্গে নিয়ে পথ অবরোধে বসলেন কুলটির বিজেপি বিধায়ক ডাক্তার অজয় পোদ্দার। তবে কোনও ঝান্ডা, ব্যানার ছাড়াই বরাকর বাজার এলাকায় রাস্তার ওপর ধরনা অবস্থানে বসেন তিনি। এর ফলে আসানসোল বরাকর জিটি রোড অবরুদ্ধ হয়। অভিযোগ, নিয়মিত পানীয় জলের পরিষেবা পাচ্ছে না কুলটিবাসী। বিশেষ করে নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশ হওয়ার পর পানীয় জলের সংকট আরও বেড়েছে কুলটি বিধানসভা এলাকায়।

বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, কুলটি বিধানসভা এলাকা থেকে তৃণমূল প্রার্থী শত্রুঘ্ন সিনহা পিছিয়ে ছিলেন ১৫ হাজার ভোটে। তাই কুলটি এলাকায় জল সংকট তৈরি করা হচ্ছে বলে দাবি। জলের সংকট রয়েছে যে এলাকায়, সেখানে পুরনিগমের পক্ষ থেকে বেশি বেশি করে জলের ট্যাংকার পাঠানো হত। এখন সেইসব এলাকায় পর্যাপ্ত পরিমাণে জলের ট্যাংকার যাচ্ছে না। এমনকি যে এলাকায় টাইমকল রয়েছে, তাতে যদি আগে এক ঘণ্টা জল পড়ত, তা এখন সর্বাধিক ২০ মিনিটে এসে দাঁড়িয়েছে।

লোকসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশ হওয়ার পর এই সমস্যা আরও বেড়েছে বলে অভিযোগ বিধায়কের। এর আগে কুলটি বিধানসভার আসানসোল পুরনিগমের ৬৬ নম্বর ও ১০৩ নম্বর ওয়ার্ডে একই অভিযোগ তুলে পথ অবরোধ হয়েছিল। এবার সার্বিক ভাবে কুলটিজুড়ে জল সংকটের অভিযোগ তুলছেন বিধায়ক। বিধায়কের আরও অভিযোগ, বাড়ি বাড়ি জলের কানেকশন দেওয়া হয়েছে পুরনিগম থেকে। কিন্তু সেখানে জল পড়ে না। কেন্দ্র টাকা দিয়েছে, তবুও জল প্রকল্পের পরিকাঠামো এখনও তৈরি হয়নি। অবিলম্বে পানীয় জলের পরিষেবা স্বাভাবিক করার দাবি ওঠে এদিন।

বাইক চুরিচক্রের তিন পান্ডা গ্রেপ্তার বাইকের ইঞ্জিন নৌকোয় ব্যবহারে সীমান্তের ওপারে পাচার!

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: গোপন সূত্রে অভিযান চালিয়ে বাইক চুরিচক্রের তিন পান্ডাকে গ্রেপ্তার করল কালিয়াচক থানার পুলিশ। ধৃতদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে নামীদামি কোম্পানির দু'টি চোরাই বাইক। শনিবার গভীর রাতে নারায়ণপুর এলাকায় অভিযান চালায় পুলিশ। সেখানে পিন্টু শেখ নামে এক ব্যক্তির বাড়ি থেকে দু'টি চোরাই বাইক উদ্ধার করে পুলিশ। এই ঘটনায় প্রথমে বাইক চুরি চক্রের পান্ডা সন্দেহে পিন্টু শেখকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। পরে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে আরও দু'জনের নাম জানতে পারে পুলিশ।

এদিন গভীর রাতেই অভিযান চালিয়ে হাসানুজ্জামান এবং সাইদুল শেখ নামে আরও দু'জনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধৃত দু'জনের বাড়ি কালিয়াচক থানার মহব্বতপুর এলাকায়। অভিযুক্তরা দীর্ঘদিন ধরেই বাইক চুরিচক্রের কারবারের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে বলে জানতে পেরেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত তিনজনের একটি গ্যাং মালদার বিভিন্ন জায়গা থেকে চোরাই ক্যারিয়ারের মাধ্যমেই এই বাইকগুলি সংগ্রহ করে আসছিল। এরপর রাতারাতি বাইকের সমস্ত যন্ত্রপাতি খুলে সেগুলি আলাদা ভাবে বাইরে পাচার করত। এমনকি সীমান্তের ওপারেও মোটর বাইক ইঞ্জিনের পাচার করার বিষয়টিও ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে পেরেছে পুলিশ। উন্নতমানের মোটর বাইকের ইঞ্জিন ছোট ও মাঝারি নৌ-যান চালানোর কাজে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এর ফলে সীমান্তের ওপারে মোটর বাইকের ইঞ্জিনের চাহিদা রয়েছে ব্যাপক। চুরি যাওয়া মোটর বাইকগুলি মূলত নৌকার ইঞ্জিনে ব্যবহারের জন্য ধৃতরা সীমান্তের ওপারে পাচার করত বলেও জানতে পেরেছে পুলিশ।

এই ঘটনার পিছনে ভিন রাজ্যের বাইক চুরিচক্রের একটি গ্যাং যুক্ত থাকতে পারে বলেও মনে করছে পুলিশ। রবিবার ধৃতদের মালদা আদালতে পেশ করেছে পুলিশ। অভিযুক্তদের জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পুলিশি হেপাজতের আবেদন জানিয়েছেন তদন্তকারী পুলিশ কর্তারা।

মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: বর্ধমানের উল্লাসে বিজেপির জেলা কার্যালয়ের সামনে পুরাতন জিটি রোডের ওপর থেকে এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধারকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। যদিও এর মধ্যে কোনও রাজনৈতিক রঙ আছে কিনা, তা সঠিক ভাবে জানা যায়নি। বিষয়টি খতিয়ে দেখছে বর্ধমান সদর থানা পুলিশ। রবিবার সাত সকালে রাস্তার ধারে মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয়দের ভিড় জমে যায়। স্থানীয়রা বর্ধমান সদর থানার পুলিশকে খবর দিলে ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছ বর্ধমান পারবিরহাটা সাব ট্র্যাফিক গার্ডের ওসি চিন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ট্র্যাফিকের কর্মীরা। ঘটনাস্থলে পৌঁছে যানবাহন নিয়ন্ত্রণ করেন। পরে ঘটনাস্থলে বর্ধমান সদর থানার পুলিশ পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠায় ময়নাতদন্তের জন্য। স্থানীয় এবং পুলিশ সূত্র জানা গিয়েছে, মৃত ব্যক্তি বর্ধমান শহরের বিধানপল্লি এলাকার বাসিন্দা। তবে ওই ব্যক্তির নাম জানা যায়নি।

শ্বশুরবাড়ি এসে জলে ডুবে মৃত্যু জামাইয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ইন্দাস: বাঁকুড়া জেলার ইন্দাস থানার আকুই এক নম্বর পঞ্চায়েতের গবপুর গ্রামে জলে ডুবে মৃত্যুকে ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্য ও শোকের ছায়া। ওই মৃত ব্যক্তির নাম সাহেব কোলে, আনুমানিক বয়স ৩৫ বছর। বাড়ি হুগলি জেলার কামারপুকুরে। ইন্দাস থানার পুলিশ মৃতদেহটিকে ইন্দাস হসপিটাল থেকে নিয়ে বিষ্ণুপুর ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়।

ইন্দাস ব্লকে আকুই এক অঞ্চলের গবপুর গ্রামের শ্বশুরবাড়িতে মনসা পূজায় ঘুরতে এসে ষষ্ঠী পুকুরে স্নান করতে নেমে গভীর জলে তলিয়ে যান। তারপর গ্রামের মানুষের সহযোগিতায় উদ্ধার করে মানুষটিকে তড়িঘড়ি ইন্দাস হসপিটাল নিয়ে আসা হয়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা ওই ব্যক্তিকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

ভোট পরবর্তী হিংসায় ঘরছাড়াদের সঙ্গে, দেখা করতে বর্ধমানে বিজেপির দিলীপ

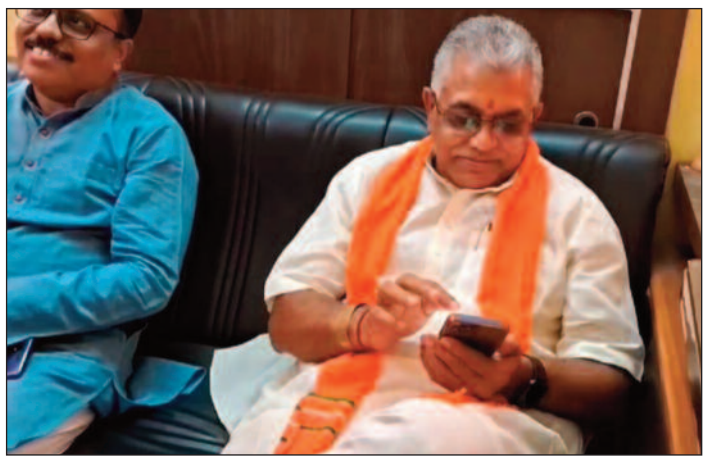

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: ভোট পরবর্তী হিংসায় ঘরছাড়া কর্মীদের সঙ্গে দেখা করতে বর্ধমানে আসেন বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ। রবিবার কলকাতা থেকে বর্ধমানের জেলা বিজেপি কার্যালয়ে আসেন তিনি। পার্টি অফিসে এসে দলীয় নেতৃত্বের সঙ্গে একপ্রস্থ বৈঠক সেরে নেন দিলীপ ঘোষ। উপস্থিত ছিলেন বিজেপির জেলা সভাপতি অভিজিৎ তা, সাধারণ সম্পাদক আশিষ মণ্ডল সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা।

এদিন তাঁকে নিয়ে তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষের একটি রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া নিয়ে প্রশ্ন করা হলে, তিনি কোনও রকম প্রতিক্রিয়া দিতে চাননি। উলটে ঘরছাড়া দলীয় কর্মীদের সঙ্গে দেখা করতেই বর্ধমানে এসেছেন বলেই দাবি করেন দিলীপ ঘোষ। এতদিন দিলীপ ঘোষকে দেখা গিয়েছে যে কোনও বিষয়েই তিনি সোজাসাপটা প্রতিক্রিয়া দিতেন। লোকসভা ভোটের পর এবার বর্ধমানে এসে তিনি রাজনৈতিক কোনও রকম প্রতিক্রিয়া দিতে চাননি। দলীয় উচ্চ নেতৃত্বের চাপেই তিনি মুখে কুলুপ এঁটেছেন বলে মত রাজনৈতিক মহলের।

ধনিয়াখালি হাসপাতালে সারপ্রাইজ ভিজিটে সাংসদ রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, ধনিয়াখালি: ভোটে জিতেছেন প্রায় এগারো দিন হল। সেই উপলক্ষে ধনিয়াখালি ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে আয়োজন করা হয় বিজয় উৎসবের। কিন্তু বিজয় অনুষ্ঠানের আগেই হুগলির ধনিয়াখালি হাসপাতালে সারপ্রাইজ ভিজিট নব নির্বাচিত সাংসদ রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। পরিষেবা নিয়ে হাসপাতালের বিএমওএইচ ও সিএমওএইচের সঙ্গে কথা বলার পাশাপাশি রোগীদের স্বাস্থ্য নিয়ে খোঁজ নেন তিনি।

শনিবার বিকেলে হাসপাতালে প্রবেশ করেন রচনা। হাসপাতালের চারিদিক ঘুরে দেখেন। রোগীদের প্রশ্ন করেন, 'কেমন আছেন', কখনও বা তাঁকে দেখা যায় হাসপাতালে ভর্তি শিশুর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে। এরপর প্রসূতি বিভাগে গিয়ে জানতে চান ঠিকমতো পরিষেবা পাচ্ছেন কি না। পাশাপাশি সেখানে আগত মহিলাদের আবদারে নিজস্বী তোলেন 'দিদি নম্বর ওয়ান' খ্যাত অভিনেত্রী।

তৃণমূল সাংসদ বলেন, 'সবাই ভাল আছেন কি না, হাসপাতালে সবাই পরিষেবা ঠিকঠাক পরিষেবা পাচ্ছেন কি না, তা নিয়ে কথাবার্তা বললাম। তারা জানালেন সবাই খুশি আছেন। মানুষের পাশে দাঁড়ানো আমাদের কর্তব্য। সিএমওএইচ, বিএমওএইচের সঙ্গেও কথা হয়েছে। আগামী দিনে যা প্রয়োজন তার জন্য আমরা কাজ করব।'

ঝড়ে লন্ডভন্ড বাঁকুড়া, বিদ্যুৎ -নেট যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন বিভিন্ন এলাকায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: শনিবারের ঝড়ে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ল বাঁকুড়া জেলার বিভিন্ন প্রান্তের বিদ্যুৎ ও ইন্টারনেট পরিষেবা। দীর্ঘ তাপপ্রবাহের পর শনিবার সন্ধ্যায় বাঁকুড়া জেলার বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষিপ্ত ভাবে প্রবল ঝড়বৃষ্টি হয়। ঝড়ের তীব্রতা এতটাই ছিল যে কোথাও টিনের চাল উড়ে ঘরের টিনের চালা উড়ে গিয়ে পড়ে পার্শ্ববর্তী একটি গাছের ওপর প্রায় কুড়ি ফুট উঁচুতে। ঝড়ে বিভিন্ন জায়গায় গাছ ভেঙে বিদ্যুৎ ও ইন্টারনেটের তার ছিঁড়ে পড়ে। রাতভর বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন থাকে জেলার বিভিন্ন প্রান্ত। বহু জায়গায় বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে ইন্টারনেট পরিষেবাও। পড়ল জাতীয় সড়কে। আবার কোথাও ঝড়ে উড়ে গাছে চড়ল টিনের শেড।

দীর্ঘ তাপপ্রবাহের পর শনিবার সন্ধ্যায় প্রবল ঝড়ের দাপটে বাঁকুড়ার লালবাজার সারদাপল্লি এলাকার একটি বাড়ির ছাদে থাকা টিনের শেড উড়ে গিয়ে পড়ে ৬০ নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে। টিনের শেডের আঘাতে আহত হন স্থানীয় এক ব্যক্তি। বাঁকুড়া শহরের ফাঁসিডাঙা এলাকায় একটি গুদাম

বিহারে কাজে গিয়ে রহস্যমৃত্যু নবদ্বীপের নৃত্যশিল্পীর, চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: বিহারে কাজে গিয়ে নবদ্বীপের এক নৃত্যশিল্পীর মৃত্যু ঘিরে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়াল এলাকায়। মৃত নৃত্যশিল্পীর নাম শিল্পী দে, বয়স আনুমানিক ২৮ বছর, বাড়ি নবদ্বীপ শহরের তাঁত কাপড় হাটের সম্মুখে।

মৃতা শিল্পী দের দিদি মঞ্জুরী দেবীর দাবি, গত ১৪ জুন বৃহস্পতিবার তাঁদের কাছে ফোন আসে তাঁর বোনের মৃত্যু হয়েছে, কারণ হিসেবে তাঁদের জানানো হয় তিনি আত্মহত্যা করেছেন। যদিও মৃতার পরিবারের দাবি, শিল্পী দেকে খুন করা হয়েছে। যথোপযুক্ত তদন্ত করে দোষীদের শাস্তিরও দাবি করেছে পরিবার। পাশাপাশি মৃতার

দিদি আরও দাবি, তাঁরা স্থানীয় নবদ্বীপ থানায় অভিযোগ জানাতে গেলে সেখানে কোনও অভিযোগ নেয় নি, বরং তাঁদের বলা হয় ঘটনাটি যেখানে ঘটেছে, সেখানেই অভিযোগ জানাতে হবে।

যদিও ঘটনাস্থলের স্থানীয় পুলিশ প্রশাসনের কাছে একটি অভিযোগ জানানো হয় বলেও সূত্রের খবর। যদিও শিল্পী দের পরিবারের খুনের অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, এটা আত্মহত্যা বলেই দাবি করেন মৃতার সহকর্মী নবদ্বীপ নিতাই নগর এলাকার বাসিন্দা সুস্মিতা দেবনাথ। তিনি আরও দাবি করেন, বিগত কয়েক দিন ধরেই শিল্পীর প্রেমিকের সঙ্গে কোনও বিষয় নিয়ে অশান্তি চলছিল, শিল্পীর প্রেমিকের নাম শেখ এসকে তারিফ। তাঁর বাড়ি হুগলির ব্যান্ডেলে। রবিবার সকালে শিল্পীর মরদেহ নবদ্বীপের বাড়িতে আসলে কান্নায় ভেঙে পড়েন পরিবারের সদস্যরা।

রীতি মেনে হুগলি জেলাজুড়ে মনসা ও গঙ্গার আরাধনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: হুগলি জেলাজুড়ে রীতি মেনে দশহরার দিন ভারতবর্ষের প্রাচীন দেবী মনসার পুজোপাঠ অনুষ্ঠিত হল। এদিন হুগলি জেলার আরামবাগ ব্লকের হাটবসন্তপুরের মনসাডাঙা এলাকার প্রাচীন মনসা পুজো জাঁকজমক ভাবেই হয়। শতাধিক বছর ধরে কয়েক হাজার মানুষের সমাগমে দেবী মনসার আরাধনা হয়ে আসছে। এই বছর রীতি মেনে কয়েক হাজার মানুষের সমাগমে পুজোর আয়োজন করা হয়। নিয়নমাফিক কয়েকশো ছাগ বলি হয় এবং প্রাচীন ঐতিহ্য মেনে পুজো হয়। এই প্রাচীন পুজোর বিশেষত্ব হল হাঁড়িকাঠ ছাড়াই ছাগ বলি হয়।

এই বিষয়ে মনসাডাঙার সেবাইতরা জানান, প্রতি বছরের মতো এই বছরও রীতি মেনে দেবীর আরাধনা হয়। এই বছর সুষ্ঠু ভাবেই পুজোপাঠ হয়েছে। এলাকার মানুষের পাশাপাশি বহু দূর দূরান্ত থেকে মানুষ এসেছে। পৃথিবীবাসীর মঙ্গল কামনায় পুজোপাঠ হয়। মন্দিরে পুজো দিতে আসা এক গৃহবধূ মামনি প্রতিহার বলেন, 'এই বছর কেবল ছেলে মেয়েদের মঙ্গলকামনায় পুজো দিয়েছি। প্রতি বছরই মায়ের পায়ে পুজো দিতে আসি। দেবীর কাছে সংসারের মঙ্গলকামনার পাশাপাশি পৃথিবী সুস্থ ও স্বাভাবিক থাকে সেই বিষয়ে প্রার্থনা করলাম।'

অপরদিকে দেশজুড়ে এদিন পালিত হয় গঙ্গা দশহরা। রীতি মেনে গঙ্গাপুজো হয় হুগলি জেলাজুড়ে। উল্লেখ্য, এই দিনই রাজা ভগীরথের তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে মা গঙ্গা পৃথিবীতে নেমে আসেন। তিথি ছিল জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্ল দশমী। এই কারণেই এদিন গঙ্গা দশহরার পুজো হয়। কথিত আছে, এদিন আবক্ষ গঙ্গাজলে দাঁড়িয়ে গঙ্গাস্তোত্র পাঠ করলে পাপমুক্তি ঘটে। সেই মতো হুগলি জেলার বেশ কয়েকটি জায়গায় গঙ্গাপুজো হয়। একই দিনে দেবী গঙ্গা ও মনসার আরাধনা হয়। আরামবাগ, চুঁচুড়া, খানাকুল, ভদ্রেশ্বর, ব্যান্ডেল সহ কয়েকটি জায়গায় বাদ্যযন্ত্র সহকারে গঙ্গাপুজো উপলক্ষে শোভাযাত্রা হয়। এই বছর সুস্থ পরিবেশের মধ্যেই দশহরা পালন করলেন জেলাবাসী।

ফ্রিজে রয়েছে গোমাংস

১১টি বাড়ি বুলডোজার দিয়ে ভাঙল মধ্যপ্রদেশ প্রশাসন

ভোপাল, ১৬ জুন: বিজেপি শাসিত মধ্যপ্রদেশে গোহত্যা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। ফলে বেআইনি গোমাংস কারবারের বিরুদ্ধে অভিযানে নামল মধ্যপ্রদেশ পুলিশ। ফ্রিজে গোমাংস পাওয়া যাওয়ার পর ১১টি বাড়ি বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দিল প্রশাসন। যদিও বাড়ি ভাঙা প্রসঙ্গে প্রশাসনের দাবি, সরকারি জমির উপর বেআইনিভাবে ওই বাড়ি নির্মাণ করা হয়েছিল তাই এই পদক্ষেপ। ঘটনায় একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গোপন খবরের ভিত্তিতে মধ্যপ্রদেশের মণ্ডলার ভানিওয়াহির এক আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় অভিযান চালায় পুলিশের একটি বিশেষ দল। পুলিশের কাছে খবর ছিল, মাংসের উদ্দেশে গোহত্যা করতে ওই এলাকায় অসংখ্য গোরু জড়ো করা হয়। পুলিশ ওই এলাকার ১১টি বাড়িতে তল্লাশি অভিযান চালিয়ে বাড়ির ফ্রিজ থেকে উদ্ধার করে গোমাংস। যদিও উদ্ধার হওয়া মাংস গোমাংস কিনা নিশ্চিত করতে পশু চিকিৎসকদের সাহায্য নেওয়া হচ্ছে। পাশাপাশি মাংসের ডিএনএ পরীক্ষার জন্য তা হায়দরাবাদে পাঠানো হয়েছে। এছাড়াও উদ্ধার হয়েছে পশুর চর্বি, চামড়া ও হাড়।

পাশাপাশি, ওই বাড়ি গুলির পিছন থেকে একাধিক গোরুকে বাঁধা অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। এছাড়া ওই এলাকা থেকে অন্তত ১৫০টি গোরু উদ্ধার করা হয়। এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত একজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আরও ১০ জনের খোঁজে শুরু হয়েছে তল্লাশি অভিযান। এদিকে অভিযুক্তদের বাড়ি ভাঙা প্রসঙ্গে জেলার পুলিশ সুপার বলেন, 'সরকারি জমিতে ওই ১১টি বাড়ি তৈরি করা হয়েছিল যার জেরেই তা ভেঙে ফেলা হয়েছে। উদ্ধার করা ১৫০টি গোরুকে নিরাপদ আশ্রয়ে পাঠানো হয়েছে। ওই এলাকা সম্প্রতি গোরু পাচারের পীঠস্থান হয়ে উঠেছে। আমাদের কাছে অনেকদিন ধরেই খবর আসছিল। গোপন খবর ভিত্তিতে এই অভিযান চালানো হয়। আইন অনুযায়ী মধ্যপ্রদেশে গোহত্যায় ৭ বছর কারাবাস হতে পারে।'

উল্লেখ্য, সম্প্রতি মধ্যপ্রদেশের রতলাম জেলার জাবরা এলাকায় এক মন্দিরে গোরুর কাটা মাথাকে ঘিরে ব্যাপক অশান্তির ঘটা ঘটেছিল। জানা যায়, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ৪ যুবক এলাকায় পরিকল্পিতভাবে দাঙ্গা ছড়াতে এমন ঘটনা ঘটায়। সিসিটিভি ফুটেজের সূত্র ধরে অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ৪ যুবকের বিরুদ্ধে জাতীয় নিরাপত্তা আইনে অভিযোগ দায়ের হয়েছে।

দিল্লিতে জলসংকটের প্রতিবাদ

জল বোর্ডে ভাঙচুর বিজেপি মহিলা মোর্চার

নয়াদিল্লি, ১৬ জুন: প্রবল জলসংকটে ভুগছে দিল্লি। গরমের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে জলের অভাব। দীর্ঘ ভোগান্তির জেরে এবার দিল্লি জল বোর্ডের অফিসে হামলা চালাল বিজেপি। দিল্লি পুলিশের উপস্থিতিতেই দপ্তরে ভাঙচুর হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। উল্লেখ্য, জলসংকটের জন্য একে অপরকে দুষেছে আপ এবং বিজেপি।

জলসংকটের আবহে রবিবার কার্যত রণক্ষেত্র হয়ে ওঠে দিল্লি জল বোর্ডের অফিস। বিজেপির মহিলা মোর্চার নেতৃত্বে সেখানে পৌঁছন বিক্ষোভকারীরা। সেখানে হাজির ছিলেন বিজেপির প্রাক্তন সাংসদ রমেশ বিধুরিও। ছত্তারপুর এলাকায় জল বোর্ডের অফিসে গিয়ে পাথর ছোড়েন বিক্ষোভকারীরা। দপ্তরের মধ্যে থাকা বেশ কিছু জিনিসপত্রও ভাঙচুর করা হয়।

উল্লেখ্য, তীব্র গরম তার উপর প্রবল জলসংকটে নাজেহাল অবস্থা দিল্লির। জলের অভাবের দায় হরিয়ানার উপরে চাপিয়েছে আপ সরকার। অভিযোগ করা হচ্ছে, দিল্লিকে পর্যাপ্ত জল সরবরাহ করছে না বিজেপি শাসিত হরিয়ানা সরকার। এদিকে দিল্লির বাস্তব পরিস্থিতি অত্যন্ত করুণ জলের পাত্র হাতে নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থেকেও জল মিলছে না। জলের ট্যাংকার এলেও চাহিদার তুলনায় জলের পরিমাণ অতি সামান্যই।

গোটা বিষয়টিকে জনতার আক্রোশ বলেই তুলে ধরেছেন বিধুরি। তিনি বলেন, 'রেগে গেলে মানুষ তো যা খুশি তাই করতে পারে। বরং বিজেপি সমর্থকরাই সকলকে সামলে রেখেছিল।' পালটা ভাঙচুরের ভিডিও পোস্ট করে দিল্লির মন্ত্রী সৌরভ ভরদ্বাজ বলেন, 'নানা জায়গায় জলের পাইপ ভাঙচুর করছে কারা? এটা কাদের ষড়যন্ত্র?' উল্লেখ্য, শনিবার জল বোর্ডের সামনে গিয়ে বিক্ষোভ দেখিয়েছিল কংগ্রেসও।

হস্টেলে এসি-র দাবিতে 'ঘুমিয়ে' বিক্ষোভ অমৃতসরের পড়ুয়াদের

চণ্ডীগড়, ১৬ জুন: এসির দাবিতে অমৃতসরের আইআইএমে (ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট) অভিনব পদ্ধতিতে বিক্ষোভ দেখালেন পড়ুয়ারা। তাঁরা হস্টেলের ক্যান্টিনে ঘুমিয়ে পড়লেন একসঙ্গে।

তাপমাত্রার পারদ রোজই ছাড়িয়ে যাচ্ছে ৪২ ডিগ্রির গণ্ডি। কখনও কখনও ৪৫ ডিগ্রিও পেরিয়ে যাচ্ছে তাপমাত্রা। গরম অনুভূত হচ্ছে ৫২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মতো। এই দাবদাহের পরিস্থিতিতে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র বা এসি ছাড়া টেকা মুশকিল। অথচ, প্রতিষ্ঠানের তরফে এসির বন্দোবস্ত করা হচ্ছে না। হস্টেলে হাঁসফাঁস অবস্থা পড়ুয়াদের।

অভিযোগ, আইআইএম অমৃতসরের হস্টেলের ঘরগুলিতে কোনও এসি নেই। ছাত্রছাত্রীরা যেখানে থাকেন, সেখানে গরমে টেকা যায় না। হস্টেলের ক্যান্টিনে কেবল এসির বন্দোবস্ত করা হয়েছে। এসির দাবিতে দীর্ঘ দিন ধরে ওই প্রতিষ্ঠানের পড়ুয়ারা বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন। কিন্তু কর্তৃপক্ষ তাঁদের দাবিতে কর্ণপাত করছেন না বলে অভিযোগ। এই পরিস্থিতিতে অভিনব পন্থায় বিক্ষোভ দেখানোর সিদ্ধান্ত নেন পড়ুয়ারা। এসিযুক্ত ক্যান্টিনে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ার ভঙ্গিতে সকলে বসে পড়েন। সেই বিক্ষোভের ভিডিও ভাইরাল হয়েছে সমাজমাধ্যমে।

ভাইরাল ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, চেয়ারে লাইন দিয়ে বসে পড়ুয়ারা সামনের টেবিলে মাথা পেতে দিয়েছেন। সকলেই মাথা নিচু করে ঘুমোনোর ভান করছেন। এক জন ছাত্রকে টেবিলের উপর উঠে শুয়ে থাকতেও দেখা গিয়েছে। ভিডিওটি ঘিরে সমাজমাধ্যমে আলোড়ন তৈরি হয়েছে। অনেকেই আইআইএমের পড়ুয়াদের স্পর্ধাকে কুর্নিশ জানিয়েছেন। তাঁরা যে দাবিতে আন্দোলন করছেন, তাকে সমর্থনও করেছেন নেটাগরিকেরা। সমাজমাধ্যমে ওই প্রতিষ্ঠানের প্রাক্তন পড়ুয়ারাও এসির সমস্যার কথা জানিয়েছেন। অমৃতসরে এসি যে কতটা প্রয়োজনীয়, তা-ও জানিয়েছেন অনেকে। দেশের প্রথম সারির প্রতিষ্ঠান হওয়া সত্ত্বেও কেন পড়ুয়াদের জন্য এসির বন্দোবস্ত করছে না আইআইএম, সেই প্রশ্ন তুলেছেন অনেকে।

পঞ্জাবে গত কয়েক দিন ধরে তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। শুক্রবার তাপমাত্রা পৌঁছে গিয়েছিল ৪৪.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসে।

আমেরিকায় ফের বন্দুকবাজের তাণ্ডব, আহত একাধিক শিশু

ওয়াশিংটন, ১৬ জুন: মার্কিন মুলুকে ফের বন্দুকবাজের দৌরাত্ম্য। এবার শিশুদের ওয়াটার পার্কে গুলি চালাল আততায়ী। এ পর্যন্ত মোট ১০ জনের গুলিবিদ্ধ হওয়ার খবর মিলেছে। এদের মধ্যে দুই শিশুও রয়েছে। এখনও পর্যন্ত বন্দুকবাজকে গ্রেপ্তার করা যায়নি। স্থানীয় সূত্রের খবর, রচেস্টার হিলসের ব্রুকল্যান্ডসে একটি বহুতল আবাসনের উপরের তলা থেকে ওয়াটার পার্কে গুলি চালানোর ঘটনাটি ঘটেছে। স্থানীয় পুলিশ কর্মীরা জানাচ্ছেন, একটি বহুতল থেকে আততায়ী ওয়াটার পার্কে শিশুদের লক্ষ্য করে এলোপাথাড়ি গুলি চালিয়েছে। ২৪ রাউন্ড গুলি চালানো হয়েছে বলে খবর। সব মিলিয়ে মোট ১০ জন গুলিবিদ্ধ। রয়েছে দুই শিশুও। প্রত্যেকেই আপাতত হাসপাতালে ভর্তি।

জানা গিয়েছে, শনিবার বিকালেই গুলি চালানোর পরিকল্পনা করে ওই বন্দুকবাজ। নিজের গাড়িতে করে চলে যায় বহুতলে। তার পর সেখান থেকেই চালায় গুলি। পুলিশ জানিয়েছে, আশাপাশের এলাকা থেকে বাসিন্দাদের সরিয়ে ফেলা হয়েছে। ওই বহুতলটিকেও ঘিরে ফেলা হয়েছে। দ্রুতই ওই আততায়ীকে ধরে ফেলা যাবে। ইতিমধ্যেই যে বন্দুক থেকে গুলি চালানো হয়েছিল, সেটি উদ্ধার হয়েছে।

আমেরিকায় ক্রমশ বাড়ছে বন্দুকবাজের হামলার ঘটনা। চলতি বছরে ইতিমধ্যেই ২১৫টি এমন ঘটনার সাক্ষী থেকেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। দিন দুই আগেই নিউ ইয়র্কের এক নাইট ক্লাবে আততায়ীর হামলায় দু'জনের মৃত্যু হয়। এই ধরনের ঘটনা প্রায় নিয়মিত ঘটছে আমেরিকায়।

মধ্যপ্রদেশের বিয়ার কারখানা থেকে উদ্ধার ৫৮ জন শিশুশ্রমিক

ভোপাল, ১৬ জুন: বিয়ার তৈরির কারখানায় আটকে ৫৮ জন শিশুশ্রমিক। প্রত্যেকের হাতে-পায়ে পোড়ার ক্ষত। মধ্যপ্রদেশের একটি কারখানায় অভিযান চালিয়ে উদ্ধার করা হয়েছে আটকে থাকা শিশুশ্রমিকদের। এমন ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই নড়েচড়ে বসেছে প্রশাসন। মুখ খুলেছেন মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদবও।

জানা গিয়েছে, মধ্যপ্রদেশের রাইসেন জেলার একট বিয়ার তৈরির কারখানায় কাজ করানো হত শিশুদের। আইএসও অনুমোদনপ্রাপ্ত সোম ডিস্টিলারিস অ্যান্ড ব্রিউয়ারিস কোম্পানির বিরুদ্ধে শিশুশ্রমিকদের ব্যবহার করার অভিযোগ উঠেছে। বিয়ার ছাড়াও দেশি মদ এবং নানা ধরনের পানীয় তৈরি হয়। সেখানেই দীর্ঘদিন ধরে কাজ করানো হত ৫৮ জন শিশুশ্রমিককে। জানা গিয়েছে, তাদের মধ্যে ৩৯ জন বালক এবং ১৯ জন বালিকা।

শিশুশ্রমিক ব্যবহারের খবর পেয়ে ওই কারখানায় অভিযান চালায় জাতীয় শিশু সুরক্ষা কমিশন। তাদের সঙ্গে যোগ দেয় স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা বচপন বাঁচাও আন্দোলন। শনিবার কারখানায় অভিযান চালানোর পরেই উদ্ধার করা হয় শিশুশ্রমিকদের। তাদের প্রত্যেকেরই হাতেপায়ে পোড়ার আঘাত রয়েছে, কারণ ঝাঁজালো তরল দিয়ে বিয়ারের মতো পানীয় তৈরি করতে হয় তাদের। চরম অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে দিনের পর দিন কাজ করেছে শিশুশ্রমিকরা। প্রত্যেকদিন স্কুলবাসে চাপিয়ে তাদের কারখানায় নিয়ে আসা হত। দিনে ১২ থেকে ১৪ ঘণ্টা কাজ করতে হত তাদের।

গোটা ঘটনায় প্রশাসনের দ্রুত হস্তক্ষেপ চেয়েছে বচপন বাঁচাও আন্দোলন। দোষীর দ্রুত শাস্তির আবেদনও করেছেন তাঁরা। সমস্ত ঘটনা নিয়ে মুখ খুলেছেন মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব। এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করে তিনি লেখেন, 'শ্রম এবং আবগারি দপ্তরের থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। পুলিশকেও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সঠিক পদক্ষেপ করার জন্য। দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ করা হবে।'

'বাম্প স্টকে' নিষেধাজ্ঞা অসাংবিধানিক

জানাল আমেরিকার সুপ্রিম কোর্ট

ওয়াশিংটন, ১৬ জুন: আমেরিকার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের জমানায় 'বাম্প স্টক'-এর উপরে যে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছিল, তা অসাংবিধানিক বলে রায় দিল আমেরিকার সুপ্রিম কোর্ট।

উল্লেখ্য আমেরিকায় মেশিন গান-এর উপরে নিষেধাজ্ঞা থাকলেও সেমি অটোম্যাটিক রাইফেলের উপরে কোনও বিধিনিষেধ নেই। বাম্প স্টক সেমি অটোম্যাটিক রাইফেলে লাগিয়ে ব্যবহার করা হলে তা কার্যত মেশিন গানের মতোই দ্রুত গুলি ছুড়তে সক্ষম।

২০১৭ সালের অক্টোবরে লাস ভেগাসের একটি মিউজিক কনসার্টে এক আততায়ীর নির্বিচারে চালানো গুলিতে নিহত হন ৫৮ জন। আহতের সংখ্যা ছিল শ'পাঁচেক। ওই আততায়ী বন্দুকে বাম্প স্টক লাগিয়েই গুলি চালিয়েছিল। যার ফলে সেকেন্ডে ৯টি করে বুলেট ছুড়তে পেরেছিল। এই ঘটনার পরেই ২০১৯ সালে বাম্প স্টকের উপরে নিষেধাজ্ঞা বলবৎ করা হয়। এবার নিষেধাজ্ঞা সংক্রান্ত মামলায় ৯ বিচারপতির বেঞ্চে ৬ জন নিষেধাজ্ঞা তুলে দেওয়ার পক্ষে রায় দেন। বলা হয়, এ ক্ষেত্রে আইন মোতাবেক ওই নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়নি। বিচারপতি ক্লারেন্স টমাস রায়ে জানিয়েছেন, প্রশ্ন হল, সেমি অটোম্যাটিক রাইফেলের 'অ্যাকসেসরি' হিসেবে ব্যবহৃত বাম্প স্টক রাইফেলকে মেশিন গানে পরিণত করছে কি না। আদালতের রায় হল, তা করছে না। এই রায়কে স্বাগত জানিয়েছে ন্যাশনাল রাইফেল অ্যাসোসিয়েশন।

তবে এই রায় ঘোষণার পরেই তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন বন্দুক নিয়ন্ত্রণের দাবির পক্ষে আন্দোলনরত সমাজকর্মী ও ডেমোক্র্যাটরা। প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের নির্বাচনী প্রচারেও এই রায়ের বিরোধিতা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, আদালতের রায়ে শিশুদের নিরাপত্তার চেয়ে বন্দুক লবিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হল।

নাবালিকাকে বিয়ের চেষ্টা ৭২ বছর বয়সি বৃদ্ধের, পলাতক নাবালিকার বাবা

ইসলামাবাদ, ১৬ জুন: এ যেন দীনবন্ধু মিত্রর প্রহসন 'বিয়ে পাগলা বুড়ো'র বাস্তব ছবি। পাকিস্তানের ৭২ বছরের এক বৃদ্ধের নাকি 'শখ' হয়েছিল ১২ বছরের এক বালিকাকে বিয়ে করার। আর সেজন্য মেয়েটির বাবাকে ৫ লক্ষ পাকিস্তানি টাকাও দিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু শেষপর্যন্ত সেদেশের পুলিশ ভেস্তে দিয়েছে সব 'ষড়যন্ত্র'। যদিও মেয়েটির বাবা পলাতক। তাঁর এখনও খোঁজ মেলেনি।

ঠিক কী অভিযোগ ওই বৃদ্ধের বিরুদ্ধে? হাবিব খান নামের ওই প্রবীণ ব্যক্তির সঙ্গে বারো বছরের বালিকার নিকাহ স্থির হয়েছিল। কিন্তু আগে ভাগেই খবর চলে যায় প্রশাসনে। ভেস্তে যায় বিয়ে। পুলিশ হাবিবকে গ্রেপ্তার করেছে। তাঁর বিরুদ্ধে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ আইনে মামলা রুজু হয়েছে। অভিযুক্ত মেয়েটির বাবা আলম সঈদও। তবে তিনি পালিয়েছেন। দ্রুত তাঁকে গ্রেপ্তার করতে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ।

প্রসঙ্গত, এই ঘটনা কোনও বিক্ষিপ্ত ঘটনা নয়। গোটা পাকিস্তানেই বাল্যবিবাহ একটা বড় সমস্যা। অন্তত ৩০ শতাংশ মেয়ের বিয়ে দিয়ে দেওয়া হয় ১৮ বছরে না পৌঁছতেই। যদিও সেদেশে বিয়ের ন্যূনতম বয়স ১৬। কিন্তু তারও আগে বিয়ে হয়ে যাওয়ার অভিযোগ অহরহ শোনা যায়।

বিহারের গঙ্গায় উল্টে গেল তীর্থ যাত্রীবোঝাই নৌকো

পাটনা, ১৬ জুন: বিহারের গঙ্গায় নৌকোডুবির ঘটনা ঘটল। তীর্থ যাত্রীবোঝাই নৌকো ডুবে গেল উমানাথ গঙ্গা ঘাটের কাছে। ওই নৌকোয় থাকা ছ'জন এখনও নিখোঁজ। চলছে উদ্ধারকাজ।

বিহারের বারহতে ঘটনাটি ঘটেছে। স্থানীয় সূত্রে খবর, ১৭ জন তীর্থযাত্রীর একটি দল রবিবার উমানাথ গঙ্গা ঘাট থেকে দিয়াড়ার দিকে যাচ্ছিল। সকলে ওঠার পর নৌকো ছাড়তেই ঘটে বিপত্তি। উল্টে যায় নৌকোটি। যাত্রীদের মধ্যে অনেকেই সাঁতরে পাড়ে উঠে আসেন। তবে ছ'জনের খোঁজ মেলেনি। তাঁরা গঙ্গায় তলিয়ে গিয়েছে। শুরু হয়েছে উদ্ধারকাজ।

বারহের এসডিএম শুভম কুমার ঘটনার কথা জানিয়ে বলেন, 'তীর্থযাত্রীদের মধ্যে ১১ জন নিরাপদ অবস্থায় ঘাটে ফিরে আসতে পেরেছেন। তবে ছ'জনকে এখনও খুঁজে পাওয়া যায়নি। রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে। গঙ্গায় নেমে উদ্ধারের কাজ চালাচ্ছে তারা।'

ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়িয়েছে এলাকায়। স্থানীয়েরাই প্রথমে উদ্ধারকাজে হাত লাগান। জলে নেমে যাত্রীদের টেনে উপরে তোলেন। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত উদ্ধারকারী দলের সঙ্গে স্থানীয়েরাও নিখোঁজদের গঙ্গায় খুঁজছেন।

১১ ঘণ্টার 'যুদ্ধবিরতি' ঘোষণা নেতানিয়াহুর, স্বস্তিতে রাফার নাগরিক

জেরুজালেম, ১৬ জুন: মাস-দিনের হিসেব নেই। চারিদিকে গুলি, বোমা ও আর্তনাদের শব্দ। ইজরায়েলের লাগাতার হামলায় কার্যত নরকে পরিণত হয়েছে দক্ষিণ গাজার শহর রাফা। ভয়ংকর তাণ্ডবলীলা চালানোর পর গোটা বিশ্বের চাপের মুখে পড়ে আপাতত নরসংহারে ইতি টানার সিদ্ধান্ত নিলেন ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। রবিবার আনুষ্ঠানিকভাবে যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা করেছে ইজরায়েলি সেনা আইডিএফ ও হামাস। জানা যাচ্ছে, যুদ্ধবিধ্বস্ত রাফায় সর্বোচ্চ মানবিক সাহায্য পৌঁছে দিতেই এই পদক্ষেপ। ইজরায়েল সেনার তরফে জানানো হয়েছে, রাফাতে রবিবার সকাল ৮টা থেকে সন্ধে ৭টা পর্যন্ত এই যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর তরফে পরবর্তী নির্দেশ না আসা পর্যন্ত এই যুদ্ধবিরতি জারি থাকবে। অন্যদিকে হামাসের তরফেও জানানো হয়েছে, এই যুদ্ধবিরতি তারা পালন করবে। ওদিক থেকে কোনও রকম আক্রমণ না হলে এদিক থেকেও কোনও হামলা হবে না। জানা যাচ্ছে, রাষ্ট্রসংঘ ও আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের উদ্যোগে এই যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল নেতানিয়াহুর কাছে। সেই প্রস্তাবে সম্মত হন তিনি। যদিও সূত্রের খবর, মানবিক সাহায্য সরবরাহের জন্য ১১ ঘণ্টার এই যুদ্ধবিরতি শেষ হওয়ার পর ফের স্বমহিমায় ফিরবে ইজরায়েল।

৯ মাস পেরিয়ে গেলেও গাজায় জারি রয়েছে হামাস-ইজয়ায়েল যুদ্ধ। চলতি বছরের গোড়া থেকেই রাফা অভিযান শুরু করেন ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। সেখানে হামাস ঘাঁটির পাশাপাশি লাগাতার হামলা চালানো হচ্ছে শরণার্থী শিবিরগুলিতে। যার জেরে সহায়সম্বলহীন সাধারণ নাগরিকের মৃত্যুর সংখ্যা বাড়ছে লাফিয়ে লাফিয়ে। যদিও হামাসের দাবি, শরণার্থী শিবিরগুলিতে সাধারণ নাগরিকের বেশে আশ্রয় নিয়েছে হামাস জঙ্গিরা তাই এই হামলা। এদিকে ভয়ংকর গণহত্যার নিন্দায় সরব হয়ে উঠেছে গোটা বিশ্ব। নেতানিয়াহুর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারির আবেদন জমা পড়েছে আন্তর্জাতিক আদালতে।

এদিকে রিপোর্ট বলছে গত ৯ মাস ধরে চলা এই হামলায় কমপক্ষে ৪০ হাজার মানুষের মৃত্যু হয়েছে। গত কয়েক দিনে রাফার ২ শরণার্থী শিবিরে হামলার ঘটনায় অসংখ্য মানুষের মৃত্যু হয়েছে, যার বেশিরভাগই মহিলা ও শিশু। যদিও ইজরায়েল দাবি করেছে ওই হামলায় বেশ কয়েকজন হামাস কমান্ডারেরও মৃত্যু হয়েছে। টালমাটাল এই পরিস্থিতির মাঝে ১১ ঘণ্টার এই যুদ্ধবিরতি কিছুটা হলেও স্বস্তি রাফার নাগরিকদের জন্য।

স্কটল্যান্ডকে বিদায় করে ইংল্যান্ডকে সুপার এইটে তুলল অস্ট্রেলিয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি: গ্রস আইলেটের এ ম্যাচে প্রতিপক্ষ ছিল অস্ট্রেলিয়া ও স্কটল্যান্ড। কিন্তু স্কটিশদের অদৃশ্য প্রতিপক্ষ ছিল ইংলিশরাও। অস্ট্রেলিয়ার সুপার এইট নিশ্চিত হয়েছে আগেই। পরের পর্বের আগে জয়ের ছন্দ ধরে রাখার ব্যাপার তো ছিলই, অস্ট্রেলিয়ার সামনে ছিল ১৯৮৩ সালের পর আইসিসির সহযোগী কোনো সদস্যের বিপক্ষে না হারার 'গর্ব' ধরে রাখার ব্যাপারও। অন্যদিকে অ্যান্টিগায় বৃষ্টিবিঘ্নিত ম্যাচে নামিবিয়াকে হারিয়ে অস্ট্রেলিয়ার জয়ের অপেক্ষায় ছিল ইংল্যান্ড।

শেষ পর্যন্ত চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীদের জয়ে সওয়ার হয়েই সুপার এইটে গেল বর্তমান চ্যাম্পিয়ন ইংল্যান্ড। তাতে হৃদয় ভেঙেছে স্কটল্যান্ডের, এ ম্যাচেও অস্ট্রেলিয়াকে যারা চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে ম্যাচের অনেকটা সময়। জর্জ মানসির ২৩ বলে ৩৫ রানের সঙ্গে ব্র্যান্ডন ম্যাকমুলেনের ৩৪ বলে ৬০ ও অধিনায়ক রিচি বেরিংটনের ৩১ বলে ৪২ রানের অপরাজিত ইনিংসে স্কটল্যান্ড তোলে ২০ ওভারে ১৮০ রান। রান তাড়ায় শুরুতে তেমন গতি না পেলেও ট্রাভিস হেডের ৪৯ বলে ৬৮, মার্কাস স্টয়নিসের ২৯ বলে ৫৯ রানের ইনিংসে ভর করে ২ বল ও ৫ উইকেট বাকি থাকতেই জয় পায় অস্ট্রেলিয়া।

অস্ট্রেলিয়ার জয়ে নেট রান রেটে স্কটল্যান্ডের চেয়ে এগিয়ে থাকায় সপ্তম দল হিসেবে সুপার এইট নিশ্চিত হলো ইংল্যান্ডের। আগামীকাল ভোরে নেপালকে হারালে অষ্টম দল হবে বাংলাদেশ।

রান তাড়ায় দ্বিতীয় ওভারে ডেভিড ওয়ার্নারের পর পাওয়ারপ্লের মধ্যে মিচেল মার্শকেও হারায় অস্ট্রেলিয়া। সেন্ট লুসিয়ায় কন্ডিশন ব্যাটিংয়ের জন্য বেশ সহায়ক থাকলেও স্কটিশদের আঁটসাঁট বোলিংয়ে খোলসবন্দী ছিল ২০২১ সালের চ্যাম্পিয়নরা। ১৩ ওভার শেষেও তাদের স্কোর ছিল ৩ উইকেটে ৯৩ রান, সে সময়ে স্কটল্যান্ড তুলেছিল ১২১ রান। কার্যত ১৪তম ওভারে ১৮ রান ওঠার পরই ম্যাচ কার্যত ঝুঁকে পড়ে অস্ট্রেলিয়ার দিকে। মাইকেল লিস্কের শেষ তিন বলে স্টয়নিস মারেন দুই ছক্কা ও এক চার।

এরপরও শেষ ৫ ওভারে অস্ট্রেলিয়ার দরকার ছিল ৬০ রান। তবে বিশ্বকাপে রান তাড়ায় ম্যাচের এ সময়ে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ স্ট্রাইক রেট অস্ট্রেলিয়ার (১৬০.২)। শায়ান শরিফের করা ১৬তম ওভারের প্রথম তিন বলে তিন ছক্কায় হেড অস্ট্রেলিয়াকে এগিয়ে দেন। ওই ওভারের চতুর্থ বলে হেড, পরের ওভারে টানা দুই চারের পর স্টয়নিসও ফেরেন। তবে টিম ডেভিডের ১৪ বলে ২৪ রানের অপরাজিত ক্যামিওতে জয় নিশ্চিত হয় অস্ট্রেলিয়ার। শেষ ৪ বলে ৪ রান দরকার যখন, ডেভিডের ক্যাচ মিডউইকেটে ফেলেন ক্রিস সোল। স্কটল্যান্ডের শেষ সুযোগ ছিল সেটিই।

এর আগে টসে হেরে ব্যাটিং করতে নেমে প্রথম ওভারে অ্যাশটন অ্যাগারের বলে বোল্ড হন ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ৪৫ রানে অপরাজিত থাকা মাইকেল জোনস। তবে দ্বিতীয় উইকেটে মানসি ও ম্যাকমুলেনের ৪৮ বলে ৮৯ রানের জুটিতে শক্ত ভিত পায় স্কটল্যান্ড। নবম ওভারে মানসির পর ১২তম ওভারে থামেন ম্যাকমুলেন।

ফিল্ডিংয়ে মোটেও সুবিধার দিন ছিল না অস্ট্রেলিয়ার, সহজ-কঠিন মিলিয়ে ৫টি ক্যাচ ফেলে তারা। এরপরও শেষ ৫ ওভারে ৪২ রানের বেশি তুলতে পারেনি স্কটল্যান্ড। ব্যাটিংয়ের মতো বোলিংয়েও ইনিংসের পরের ভাগেই অস্ট্রেলিয়ার কাছে মূলত পেরে ওঠেনি দলটি।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

স্কটল্যান্ড ২০ ওভারে ১৮০/৫ (ম্যাকমুলেন ৬০, বেরিংটন ৪২, মানসি ৩৫, ক্রস ১৮; ম্যাক্সওয়েল ২/৪৪, জাম্পা ১/৩০, এলিস ১/৩৪, অ্যাগার ১/৩৯)

অস্ট্রেলিয়া ১৯.৪ ওভারে ১৮৬/৫ (হেড ৬৮, স্টয়নিস ৫৯, ডেভিড ২৪*; ওয়াট ২/৩৪, শরিফ ২/৪২, হুইল ১/২৮)

ফল অস্ট্রেলিয়া ৫ উইকেটে জয়ী

ম্যান অব দ্য ম্যাচ মার্কাস স্টয়নিস (অস্ট্রেলিয়া)

হ্যাজলউডের কথাকে অতিরঞ্জিত করা হয়েছে স্টার্ক

নিজস্ব প্রতিনিধি: এখন থেকে তাহলে রসিকতা করে কোনো মন্তব্য করার আগেও সাবধান থাকতে হবে! জশ হ্যাজলউডকেই দেখুন না। অস্ট্রেলিয়ার এই পেসার সম্প্রতি মজা করে একটা কথা বলেছিলেন, সেটাই সবাই কি 'সিরিয়াসলি' নিয়ে নিয়েছিলেন।

হ্যাজলউড কী বলেছিলেন, নিশ্চয় সবার জানা। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্ব থেকে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ইংল্যান্ডকে বিদায় করতে হলে স্কটল্যান্ডের কাছে অস্ট্রেলিয়াকে হারতে হতো বা এমন ব্যবধানে জিততে হতো, যেন স্কটল্যান্ডের নেট রানরেট ইংল্যান্ডের চেয়ে বেশি থাকে।

গত বুধবার নামিবিয়াকে হারিয়ে অস্ট্রেলিয়া 'সি' গ্রুপ থেকে সবার আগে সুপার এইট পর্ব নিশ্চিত করার পর ইংল্যান্ডকে এভাবে বিদায় করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন হ্যাজলউড, 'এই টুর্নামেন্টের কোনো না কোনো পর্যায়ে হয়তো ইংল্যান্ডের মুখোমুখি হতে হবে...নিজেদের দিনে তারা অন্যতম সেরা দলগুলোর একটি। টি-টোয়েন্টিতে তাদের বিপক্ষে আমরা ভুগেছিও। তাই টুর্নামেন্ট থেকে তাদের বিদায় করাটা আমাদের জন্য তো বটেই, সম্ভবত অন্যদের জন্যও ভালো।'

হ্যাজলউডের এই মন্তব্যের পর সবাই নড়েচড়ে বসে। আইসিসির ২.১১ নম্বর ধারা মনে করিয়ে দেওয়া হয় অস্ট্রেলিয়াকে। ওই ধারা অনুযায়ী, আইসিসির কোনো ইভেন্টে কোনো দল যদি ইচ্ছাকৃতভাবে এমন কৌশল গ্রহণ করে, যেটি অন্য দলের অবস্থান বদলানোর ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলে, তাহলে সেটি অসদাচরণ হিসেবে বিবেচিত হবে। জোর করে নেট রানরেটের ওপর প্রভাব ফেললেও সেটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে বিবেচিত। মাঠে আম্পায়াররা এমন অভিযোগ আনতে নিষিদ্ধ হতে পারেন ওই দলের অধিনায়ক।

শেষ পর্যন্ত এ ধরনের কোনো কাণ্ড ঘটেনি। সেন্ট লুসিয়ায় স্কটল্যান্ডকে আজ ৫ উইকেটে হারিয়ে ইংল্যান্ডকে সুপার এইটে তুলেছে অস্ট্রেলিয়া।

যদিও অ্যান্টিগার হোটেলের টিভিতে খেলা দেখা জস বাটলার-মঈন আলীদের ক্ষণিকের জন্য ভয় পাইয়ে দিয়েছিল স্কটল্যান্ড। অস্ট্রেলিয়ার ফিল্ডাররা আজ ছয়-ছয়টি ক্যাচ ফেলেছেন। তাতেই স্কটল্যান্ড পেয়ে যায় ১৮০ রানের চ্যালেঞ্জিং সংগ্রহ।

১৮১ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে একসময় ৩৯ বলে ৮৭ রান দরকার ছিল অস্ট্রেলিয়ার। তবে ট্রাভিস হেডের দায়িত্বশীল ব্যাটিং আর মার্কাস স্টয়নিস ও টিম ডেভিডের ঝোড়ো ব্যাটিংয়ে ২ বল বাকি রেখে জয় পায় অস্ট্রেলিয়া। তাতে ইংল্যান্ড স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে।

যে হ্যাজলউড একটা মন্তব্য করে ইংল্যান্ডকে ভীতসন্ত্রস্ত করে রেখেছিলেন, সেই হ্যাজলউডকে এই ম্যাচে বিশ্রাম দিয়েছিল অস্ট্রেলিয়া। আজ ম্যাচ শেষে সংবাদ সম্মেলনে দলটির প্রতিনিধি হয়ে আসেন মিচেল স্টার্ক।

সংবাদমাধ্যমের দিকে অভিযোগের তির ছুড়ে স্টার্ক দাবি করেন, সতীর্থ হ্যাজলউডের রসিকতা করে বলা কথাটা বাড়িয়ে বলা হয়েছে, 'ক্রিকেট নিয়ে আপনি এ ধরনের ইয়ার্কি করতে পারেন না। অন্যদের ম্যাচের ফল নিয়েও চিন্তা করতে পারেন না। আমরা এখানে জেতার জন্য এসেছি। এটা আন্তর্জাতিক ক্রিকেট। তা ছাড়া ইংল্যান্ড এখন (সুপার এইট পর্বের) অন্য গ্রুপে। তাই আগামী তিন ম্যাচে এটা খুব বেশি পার্থক্য তৈরি করবে না। আমার মনে হয় আপনারা (হ্যাজলউডের) কথাটিকে অতিরঞ্জিত করে প্রকাশ করেছেন।'

দ্বিতীয় পর্বের প্রতিপক্ষ হিসেবে কোন দল কাকে পাবে, তা সাধারণত প্রথম পর্ব বা গ্রুপ পর্বের খেলা শেষে নিশ্চিত হওয়া যায়। কিন্তু আইসিসি এবারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সূচি এমনভাবে সাজিয়েছে যে দলগুলো আগেই জেনে গেছে সুপার এইট পর্বে কারা তাদের প্রতিপক্ষ হবে।

এবার গ্রুপের অবস্থান নয়, বাছাইকৃত দলগুলো (এ১, বি২, সি১, ডি২ ইত্যাদি) সুপার এইটে উঠলে খেলবে আগেই নির্ধারণ করা গ্রুপে। যেমন;টানা ৪ ম্যাচ জেতা অস্ট্রেলিয়া 'বি' গ্রুপের চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পরও সুপার এইটে বি১ নয়, বি২ হিসেবে খেলতে হবে। কারণ, ইংল্যান্ডকে আগে থেকে বি১ হিসেবে বাছাই করা হয়েছিল।

এর ফলে সুপার এইটের একই গ্রুপে প্রথম পর্বে চ্যাম্পিয়ন হওয়া তিনটি দলও পড়তে পারে। নতুন এই নিয়ম পছন্দ নয় স্টার্কের, 'আগেই দল বাছাই করে রাখা নিয়ে একটা প্রশ্ন উঠতেই পারে। আমি এই নিয়মকে সমর্থন করব কি না, নিশ্চিত নই।'

নামিবিয়াকে বিদায় বললেন ভিসা

নিজস্ব প্রতিনিধি: একটা উইকেট গেলে নামবেন, সেটি আগে থেকেই জানতেন ডেভিড ভিসা। কিন্তু উইকেটটি যে ওইভাবে পড়বে, ভিসা বুঝতে পারেননি সেটিই। অ্যান্টিগার স্যার ভিভিয়ান রিচার্ডস স্টেডিয়ামে ডিএলএস পদ্ধতিতে নামিবিয়ার লক্ষ্য ছিল ১২৬ রান। মাইকেল ফন লিঙ্গেন ও নিকোলাস ডেভিনের ওপেনিং জুটি তেমন গতি পাচ্ছিল না, ষষ্ঠ ওভার শেষে ডেভিন তাই স্বেচ্ছায় উঠে যান। কার্যত টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে প্রথম ও এ সংস্করণে মাত্র চতুর্থ ব্যাটার হিসেবে রিটায়ার্ড আউট হন ডেভিন।

খানিকটা অপ্রস্তুত অবস্থায় ব্যাটিংয়ে আসতে হয় ভিসাকে। ব্যাটিংয়ে নেমে নামিবিয়ার হার আটকাতে পারেননি, কিন্তু ১২ বলে ২৭ রানের ইনিংসে ঠিকই রেখেছেন ছাপ। ম্যাচের ২ বল বাকি থাকতে জফরা আর্চারের বলে হ্যারি ব্রুকের হাতে ক্যাচ দিয়ে থামেন। ফেরার পথে ক্রিস জর্ডান, ব্রুক, আর্চাররা এসে জড়িয়ে ধরছিলেন ভিসাকে। ইঙ্গিতটা পাওয়া যাচ্ছিল তখনই। উঠে যাওয়ার পথে হেলমেট খুলে দর্শকদের অভিবাদনের জবাবও দেন। সেটিতেই নিশ্চিত হয়, ভিসার এটিই তাহলে শেষ।

ম্যাচ শেষে সংবাদ সম্মেলনে এসে ভিসা নিজেও সেটি নিশ্চিত করেছেন। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে নিজের শেষ ম্যাচটি গতকাল খেলে ফেললেন তিনি। ভিসা বলেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, এখনকার জন্য (সেটিই)। মানে পরের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আরও দুবছর বাকি, এখন আমার বয়স ৩৯ বছর। ফলে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের জন্য আমার খুব বেশি অবশিষ্ট আছে বলে মনে হয় না। এখ নো খেলতে পছন্দ করি, হয়তো আরও দুই বছরের মতো খেলব। মনে হয় এখনো অবদান রাখতে পারি, অনেক খেলা বাকি। তবে নামিবিয়ার হয়ে আমার বিশেষ ক্যারিয়ার শেষ করতে এর চেয়ে ভালো জায়গা কই পাব!' ব্যাটিংয়ের আগে বোলিংয়েও ইংল্যান্ডের বিপক্ষে দারুণ ছিলেন ভিসা। বৃষ্টির কারণে ১১ ওভারে নেমে আসা ম্যাচে প্রথম ২ ওভারে মাত্র ৬ রান দিয়ে ফিল সল্টের উইকেট নেন। বেশ কিছুক্ষণ কাভারে ঢাকা পিচে ভিসার লাইন ও লেংথ ছিল দুর্দান্ত। তখন পর্যন্ত একজন বোলার সর্বোচ্চ ৩ ওভার করতে পারবেন, নিয়ম ছিল এমন। কিন্তু আবার বৃষ্টি আসায় ম্যাচ নেমে আসে ১০ ওভারে। ভিসা তাই তৃতীয় ওভারটি করতে পারেননি।

২০১৩ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার হয়ে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি দিয়ে আন্তর্জাতিক অভিষেক হয়েছিল ভিসার। ২০১৬ সাল পর্যন্ত প্রোটিয়াদের হয়ে ২৬টি ম্যাচ খেলেন তিনি। ২০১৬-১৭ মৌসুমে কলপ্যাক চুক্তিতে ইংল্যান্ডের কাউন্টি দল সাসেক্সে যোগ দেন ভিসা, দক্ষিণ আফ্রিকার হয়ে আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারে ছেদ পড়ে তাতে।

বাবার জন্মসূত্রে নামিবিয়ার হয়ে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেন ২০২১ সালে। সেবারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে নামিবিয়ার হয়ে অভিষেক হয় তাঁর। তাদের হয়ে ৩৪টি টি-টোয়েন্টি ও ৯টি ওয়ানডে খেলেছেন ভিসা। নামিবিয়ার হয়ে সীমিত ওভারে ৭৬০ রান করার পাশাপাশি নেন ৪১টি উইকেট। ২০২১ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে প্রথম পর্ব পেরিয়ে সুপার টুয়েলভে গিয়েছিল নামিবিয়া, টানা দুই জয়ে ম্যাচসেরা ছিলেন ভিসা। এবারও ওমানের বিপক্ষে সুপার ওভারে গিয়ে নামিবিয়ার জয়ের নায়ক ছিলেন তিনি।

পাকিস্তান ক্রিকেট দলের খোলনলচে বদলে ফেলার দরকার, দাবি তুললেন দলেরই ক্রিকেটার

নিজস্ব প্রতিনিধি: টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ থেকে বিদায় নিয়েছে পাকিস্তান। রবিবার আয়ারল্যান্ড ম্যাচের আগেই বিদায় হয়ে গিয়েছে তাদের। দেশে-বিদেশে সমালোচিত বাবর আজমের দল। সেই সমালোচনায় যোগ দিলেন দলেরই ক্রিকেটার ইমাদ ওয়াসিম। তাঁর মতে, বিশ্বকাপের পরে পাকিস্তান দলের খে ালনলচে বদলে দেওয়া দরকার। পাকিস্তান দলে অনেক সমস্যা মেটানো দরকার। আশা করি চেয়ারম্যান এবং তাঁর বোর্ড বিষয়টার দায়িত্ব নেবে।দ

ভারতের কাছে হারলেও আমেরিকার কাছে হারা একেবারেই উচিত হয়নি বলে মনে করেন ইমাদ। তাঁর কথায়, ত্হার-জিত খেলারই অঙ্গ। কিন্তু আমেরিকার কাছে হারা একেবারেই উচিত হয়নি আমাদের।

এটাই পাকিস্তান ক্রিকেটের সবচেয়ে খারাপ সময়।

গত বার টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ফাইনালে উঠলেও এ বার পাকিস্তান বিদায় নিয়েছে গ্রুপ পর্ব থেকেই। ইমায় নিজে অবসর ভেঙে ফিরে এসেছেন। বিশ্বকাপের পরে আবার অবসরে চলে যেতে পারেন।

আয়ারল্যান্ড ম্যাচের আগে তিনি বলেছেন, ত্হ্যাঁ, এটাই পাকিস্তান ক্রিকেটের সবচেয়ে খারাপ সময়। এর থেকে নীচে যাওয়া যায় না। এটাই সত্যি। সত্যি কথা বলতে, এই ভারতের বিরুদ্ধেও ম্যাচ আমাদের নিয়ন্ত্রণে ছিল। সেখানেও হারা উচিত ছিল না। তাই কোনও অজুহাত দেওয়ার জায়গা নেই। সবার ব্যর্থতাতেই ম্যাচ হেরেছি।দ

দলের সম্পর্কে তিনি বলেছেন, তআমার মনে হয় বড়সড় পরিবর্তন দরকার এই দলটায়। তাতে আমরা সামনের দিকে এগোতে পারব। বিশ্বের বাকি দেশগুলির বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারব। যে ভাবে বাকিরা ক্রিকেট খেলে আমরা তার থেকে ভাল খেলতে পারব।

দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে শতরান

মহিলাদের ক্রিকেটে জোড়া নজির মন্ধানার

নিজস্ব প্রতিনিধি: দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচেই শতরান করলেন ভারতের স্মৃতি মন্ধানা। রবিবার বেঙ্গালুরুতে ভারতের হয়ে একাই লড়াই করলেন এই ওপেনার। ১১৭ রান করে জোড়া নজির গড়লেন তিনি।

ঘরের মাঠে ভারতের মহিলা ব্যাটার হিসাবে সর্বোচ্চ রান করলেন মন্ধানা। তাঁর ১১৭ রান ছাপিয়ে গেল আগের রেকর্ড। ওয়েস্ট ইন্ডিজে র বিরুদ্ধে ২০১১ সালে মিতালি রাজের করা ১০৯ এত দিন পর্যন্ত দেশের মাটিতে ভারতের কোনও মহিলা ব্যাটারের সর্বোচ্চ রান ছিল।

তা ভেঙে দিলেন মন্ধানা। তিনি ১২১ বলে ১১৭ রান করেন। ৪৭তম ওভারে মাসাবাতা ক্লাসের

বলে আউট হন। ১২টি চার এবং একটি ছয় মেরেছেন।

পাশাপাশি ভারতের দ্বিতীয় মহিলা ক্রিকেটার হিসাবে সব ফরম্যাট মিলিয়ে ৭০০০ রান হল মন্ধানার। এখানে তিনি মিতালির পরেই রয়েছেন। মিতালি শুধু ভারতীয়দের মধ্যে নয়, সব ফরম্যাট মিলিয়ে বিশ্বের সব ব্যাটারের থেকে বেশি রান করেছেন। ১০৮৬৮ রান নিয়ে তিনি শীর্ষে। এর পরে রয়েছেন ইংল্যান্ডের শার্লট এডওয়ার্ডস (১০২৭৩)। সব ব্যাটার মিলিয়ে স্মৃতি রয়েছেন ছ'নম্বরে।

'ক্রাইসিস ম্যান' ভেঘোর্স্টের গোলে লেভাহীন পোল্যান্ডকে হারাল নেদারল্যান্ডস

নেদারল্যান্ডস ২   ১ পোল্যান্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি: জাতীয় দলের হয়ে বেশিরভাগ ম্যাচে তাঁকে নামানো হয় বদলি হিসেবে। গোলগুলোও করেন এমন মুহূর্তে, যা অনেক ক্ষেত্রেই ম্যাচের ব্যবধান গড়ে দেয়। নেদারল্যান্ডস সমর্থকদের কাছে ভাউট ভেঘোর্স্ট তাই 'ক্রাইসিস ম্যান' বা সংকটকালের সৈনিক হয়ে উঠেছেন।

পোল্যান্ডের বিপক্ষে আজও বদলি নেমেছেন ভেঘোর্স্ট। ৮১ মিনিটে নেমে ৮৩ মিনিটেই গোল! তাঁর এই গোলটা ম্যাচের ভাগ্যও গড়ে দিয়েছে। হামবুর্গের ফোক্সপার্কস্টাডিয়নে পোল্যান্ডের বিপক্ষে পিছিয়ে পড়েও ২,১ গোলের জয়ে ইউরো অভিযান শুরু করেছে নেদারল্যান্ডস।

এই ভেঘোর্স্টই কাতার বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনালে আর্জেন্টিনার বিপক্ষে জোড়া গোল করে মেসি,দি মারিয়াদের ক্ষণিকের জন্য ভড়কে দিয়েছিলেন।

গত সোমবার তুরস্কর বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচে ঊরুতে চোট পেয়েছিলেন পোল্যান্ড অধিনায়ক ও দলটির সর্বোচ্চ গোলদাতা রবার্ট লেভানডফস্কি। চোট থেকে পুরোপুরি সেরে না ওঠায় নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে আজ খে লতে পারেননি লেভা। তাঁর অভাব হাড়ে হাড়েই টের পেয়েছে পোলিশরা।

ফিফা র্যাইঙ্কিংয়ে পোল্যান্ডের চেয়ে ২১ ধাপ এগিয়ে থাকা নেদারল্যান্ডস শক্তিমত্তা,সামর্থ্যেও অনেক এগিয়ে ছিল। ম্যাচের শুরুতেই বেশ কয়েকটি গোছাল আক্রমণ করে সেটির ছাপও রাখে ডাচরা।

কিন্তু ম্যাচের ১৫ মিনিটে অনেকটা খেলার ধারার বিপরীতে গোল পেয়ে যায় পোল্যান্ড। কর্নার থেকে পিওতর জিয়েলিনস্কির নেওয়া শটে দারুণ হেডে বল জালে জড়ান অ্যাডাম বুকসা। এই গোলেও মিশে আছেন লেভানডফস্কি। কীভাবে? লেভার অনুপস্থিতিতে পোল্যান্ডকে নেতৃত্ব দিয়েছেন জিয়েলিনস্কি আর লেভার জায়গায় একাদশে সুযোগ পেয়েছেন বুকসা।

পোল্যান্ডকে শুধু নেতৃত্ব দেওয়াই নয়, পুরো মাঠ দাপিয়ে বেড়িয়েছেন জিয়েলিনস্কি। নাপোলির এই মিডফিল্ডার ওপরে উঠে গিয়ে গোলের সুযোগ যেমন সৃষ্টি করেছেন, তেমনি নিচে নেমে এসে রক্ষণও সামলেছেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দলকে হার থেকে রক্ষা করতে পারেননি।

পিছিয়ে পড়ার পর নেদারল্যান্ডস যে গোলের জন্য হন্যে হয়ে উঠবে, তা অনুমিতই ছিল। সমতা ফেরাতে খুব বেশি সময়ও নেয়নি ডাচরা। ২৯ মিনিটে ডাচদের ম্যাচে ফেরান লিভারপুল তারকা কোডি গাকপো। ম্যানচেস্টার সিটির লেফট ব্যাক নাথান আকের পাস থেকে বক্সে বল পেয়েই শট নেন গাকপো। তাঁর শট পোল্যান্ডের ডিফেন্ডার বারতোশ সালামোনের গায়ে লেগে দিক পাল্টে জালে আশ্রয় নেয়।

বিরতির পর জয়সূচক গোলটি পেতে একের পর এক আক্রমণ করতে থাকে নেদারল্যান্ডস। দলটি আজ গোলের উদ্দেশে ২১টি শট নিয়েছে, যা ২০১২ ইউরোয় ডেনমার্কের বিপক্ষে ম্যাচের (৩২টি) পর সবচেয়ে বেশি। কিন্তু মেম্ফিস ডিপাই,জাভি সিমন্সের মিসের মহড়া দিতে শুরু করতে হতাশ হতে হয়।

জয়সূচক গোলটি পেতে নেদারল্যান্ডস কোচ রোনাল্ড কোমান তাই বড় চালটি চালেন। ৮১ মিনিটে ডিপাইকে তুলে নিয়ে নামান 'ক্রাইসিস ম্যান' ভেঘোর্স্টকে। ২ মিনিট পর তিনিই নেদারল্যান্ডকে আনন্দে ভাসান।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**